পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 97 Saturday, 8 March, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৯৭ সংখ্যা ✱ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১, শনিবার, ৮ মার্চ ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

মমতার রাতারাতি কমিটি স্থগিত করে দেওয়ায় জোর জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ কয়েকঘণ্টার ব্যবধান। ভোটার তালিকায় 'ভূত' ধরতে বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলায় জেলায় কোর কমিটি গঠন। আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূলের সেই কোর কমিটিতে স্থগিতাদেশ। প্রশ্ন উঠছে, জেলায় জেলায় কোর কমিটি গঠন করেও কেন স্থগিতাদেশ জারি করা হল? তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুতর আপত্তিতেই কি জেলা জেলায় কোর কমিটিতে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে? তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজিরবিহীন সিদ্ধান্তের পর এই আলোচনাই জোরদার হচ্ছে তৃণমূলের অন্দরে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনে রাজ্যে ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ভোটার তালিকায় 'ভূত' ধরতে কমিটি গড়ে দেন মমতা। গতকাল (বৃহস্পতিবার) তৃণমূল ভবনে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে বৈঠকে বসেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বৈঠকে ছিলেন না অভিষেক। সেই বৈঠকেই ভোটার তালিকায় 'ভূত' ধরতে জেলায় জেলায় কোর কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু, রাতেই জেলাগুলির কোর কমিটিতে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। প্রশ্ন উঠছে, কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে জেলাগুলিতে কোর কমিটিতে কেন স্থগিতাদেশ জারির সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো? প্রশ্ন উঠছে, অভিষেকের হাতেই কি ফিরছে দলের সংগঠনের রাশ? আবার কি দলে দীর্ঘ হচ্ছে আইপ্যাকের ছায়া? তৃণমূল সূত্রে খবর, মাস তিনেক আগে দলের বিধায়কদের নিয়ে একটি বৈঠকে আইপ্যাক নিয়ে 'অসন্তোষ' প্রকাশ করেছিলেন মমতা। কিন্তু, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোরে তিনি আইপ্যাকের প্রশংসা করেন। আইপ্যাক নিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য না করার বার্তা দেন। মমতার সেদিনের বার্তার পর প্রশ্ন উঠছে, আইপ্যাকের ছায়া আবার কি দীর্ঘ হচ্ছে রাজ্যের শাসকদলে? আগামী ১৫ মার্চ দলের সর্বস্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। প্রশ্ন উঠছে, ওই বৈঠক থেকেই কি জেলায় জেলায় নতুন কোর কমিটি তৈরি হবে? সেইজন্যই কি কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে স্থগিত করে দেওয়া হল কোর কমিটি? অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, শাসকদলের সুপ্রিমোর এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে কি মুখ পুড়ল না দলের ওল্ড ব্রিগেডের?

পুনরাভিষেক?

এপিক-বিতর্কে এবার বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের, যা হবে আগামী তিন মাসেই

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটার কার্ড। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। একশো দিনের মধ্যে ভুল শোধরানোর জন্য সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে। এবার নির্বাচন কমিশন জানাল, টেকনিক্যাল টিম ও সংশ্লিষ্ট মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের(সিইও) সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আগামী তিন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর সরিয়ে ফেলা হবে। ইউনিক এপিক নম্বর তৈরি করা হবে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে অবশ্য নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, এপিক নম্বর এক হলেও একজন ভোটার তাঁর সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন। অন্য কোথাও নয়। এপিক নম্বর এক হওয়ার জন্য ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের ঘাড়ে পুরো দায় চাপাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কীভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন হয়, সেবিষয়ে বিবৃতি দিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে কমিশন। তাদের দাবি, প্রতিটি বুথে রাজ্য সরকারের একজন কর্মকর্তা বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক দলগুলোর বুথ লেভেল এজেন্ট ভোটার তালিকা যাচাই করে অভিযোগ জানাতে পারেন। বিএলআরও-রা ঘরে ঘরে গিয়ে তথ্য যাচাই করে রিপোর্ট দেন, যা পরে সংশ্লিষ্ট অফিসার পর্যালোচনা করেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ডুপ্লিকেট এপিক নম্বরের সমস্যা দীর্ঘদিনের। তাদের বক্তব্য, ২০০০ সালে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এপিক সিরিজ দেওয়া হয়। কিন্তু, সেইসময় কয়েকজন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সঠিক এপিক সিরিজ ব্যবহার করেননি। ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর তৈরি হয়েছে। এতদিন তা ধরা পড়েনি, কেননা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি স্বাধীনভাবে এই তথ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করত। তবে একই এপিক নম্বর একাধিক ভোটার কার্ডে থাকলেও ভোটে কারচুপির সম্ভাবনা নেই বলে নির্বাচন কমিশন ফের জানাল। তাদের বক্তব্য, একই এপিক নম্বর হলেও নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও ভোট দিতে পারবেন না একজন ভোটার। তবে এবার দীর্ঘদিনের এই ইস্যুর সমাধান করা হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। কমিশন এবার টেকনিক্যাল টিম ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি ভোটারকে ইউনিক ন্যাশনাল এপিক নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আগামী তিনমাসের মধ্যেই তা করা হবে বলে কমিশন জানিয়ে দিল।

৭ মাস পার! নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রীর বিচারের দাবিতে ৯ মার্চ ফের রাস্তায় চিকিৎসকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ ৯ আগস্ট থেকে ৯ মার্চ। দেখতে দেখতে ৭ মাস অতিক্রান্ত। এখনও আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রীর সুবিচার মিলল না, এই অভিযোগে বিচারের দাবিতে আগামী ৯ মার্চ ফের রাজপথে মিছিলের ডাক দিল জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকরা। আগামী ৯ মার্চ বিকেল ৪টেয় একটি মিছিল ধর্মতলা থেকে, অপর আর একটি মিছিল হাজরা মোড় থেকে রানুছায়া মঞ্চে পৌঁছবে। সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে অভয়া মঞ্চ ও জয়েন্ট প্লাটফর্ম অব ওয়েস্টবেঙ্গলের চিকিৎসকরা। একইভাবে জেলায় জেলায়ও হবে বিক্ষোভ মিছিল। এদিন এক ভিডিও বার্তায় একথা জানান চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''দুর্নীতি, হুমকি চক্র, অগণতান্ত্রিক অপরাধপ্রবণ পরিস্থিতি আমাদের মেয়ের হত্যার জন্য দায়ী, তা নির্মূল করার

পরিবর্তে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে তা এখনও পুষ্ট হচ্ছে ভয়ের রাজনীতিতে। পচে যাওয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সন্দেহজনক জাল ওষুধের কবলে পড়ে লাগাতার বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।'' উৎপলবাবুর অভিযোগ, ''প্রশাসন শুধু নির্বিকার তাই নয়, তারা সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিনিয়ত। উল্টে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। ১ মার্চ যাদবপুরে আন্দোলনকারীদের ওপর শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চালানোর ঘটনা তারই প্রমাণ। শুধু তাই নয় আরজি কর পরবর্তী সময়েও একাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বাংলায়। এর প্রতিবাদেই আমরা ফের রাস্তায় নামছি।'' অতীতের মতো এবারেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে মিছিলে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফে। বস্তুত, আরজি করের খুন ধর্ষণ মামলায় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। তবে নির্যাতিতার পরিবার ও চিকিৎসকদের একাংশের অভিযোগ, সঞ্জয় একা নন, ওই দিনের ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত ছিলেন। তাদের আড়াল করা হয়েছে। এ নিয়ে আদালতের নির্দেশে পৃথক তদন্তও করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারই মধ্যে বিচারের দাবিতে ফের পথে নামতে চলেছেন চিকিৎসকরা।

সিবিআই চার্জশিট

জমি বেচে কাকুকে ফেরাতে হয়েছিল ঘুষের টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই-এর দেওয়া সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে 'কাকু'র একের পর এক কীর্তি সামনে এসেছে। সেই চার্জশিটের একটি অংশে উল্লেখ রয়েছে, কীভাবে চাকরি দিতে না পারার জন্য জমি বিক্রি করে টাকা ফেরত দিতে হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে। প্রশ্ন উঠেছে, এজেন্দদের চাপেই কি জমি বিক্রি করতে হয় 'কাকু'কে? নাকি কেন্দ্রীয় সংস্থার ভয়ে? নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে একাধিক গ্রেফতারির পর সামনে আসে বেহালার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নেওয়া হত টাকা। চাকরি দেওয়াও হত। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, একাধিক সাব-এজেন্টের মাধ্যমে ওই টাকা নিতেন

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাহলে কেন জমি বিক্রি করতে হল? সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে লেখা আছে, যখন একাধিক চাকরি প্রার্থী টাকা দেওয়ার পরও চাকরি পাচ্ছিলেন না, তখন তাঁরা সাব-এজেন্টদের মাধ্যমে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ও অরুণ কুমার হাজরাকে টাকা ফেরত দিতে চাপ দেন। তদন্তে আরও দেখা গিয়েছে যে, ঘুষের টাকা ফেরত দিতে বেহালার ম্যান্টনের ৩৭ কাঠা জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়। সুজয়কৃষ্ণের সংস্থা ও পরিবারের নামে কেনা হয়েছিল ওই জমি। সিবিআই আরও জানিয়েছে যে ওই জমির দাম ছিল সাড়ে তিন কোটি, কিন্তু সেল ডিডে অর্থাৎ জমি বিক্রির কাগজে দেখানো হয় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে, চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে অরুণ হাজরা ও তাঁর সাব এজেন্টদের চুক্তিপত্রও সামনে এসেছে। সেখানেই ঘুষ-ফেরত দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে। মোট ৭৮ কোটি টাকার কথা উল্লেখ ছিল নথিতে।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই মামলায় অয়নের জামিন, তবে পুর মামলার গেঁড়োয় জেলমুক্তি হল না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও এক জামিন। একে একে জামিন পেয়েছেন অনেকেই। ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, নীলাদ্রি ঘোষরা। হাইকোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'ও। এবার জামিন পেলেন অয়ন শীল। মূলত পুর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগেই প্রথম সামনে আসে অয়ন শীলের নাম। পরে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। এবার সেই নিয়োগ মামলা থেকেই অব্যাহতি পেলেন অয়ন শীল। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার জামিন পেয়েছেন অয়ন শীল। এদিন শর্ত সাপেক্ষে অয়ন শীলের জামিন মঞ্জুর করেছে

বিশেষ সিবিআই আদালত। ১ লক্ষ টাকার দুটি সিওরিটি বন্ডে (৫০ হাজার টাকা করে) জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি শর্তও দেওয়া হয়েছে। অন্যতম শর্ত হল, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলির বাইরে যেতে পারবেন না অয়ন শীল। তবে তবে জামিন মঞ্জুর হলেও এখনই জেল থেকে মুক্ত হচ্ছেন না অয়ন শীল। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণে এখনই জেল থেকে বেরতে পারছেন না অয়ন শীল। গত বছর অক্টোবর মাসে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে শোন অ্যারেস্ট করেছিল সিবিআই। তারপর অয়ন শীলের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেয় সিবিআই। এর আগে গত বছর ডিসেম্বর মাসে ইডি-র মামলায় জামিন পান অয়ন শীল। ২০ মার্চ ২০২৩ এ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছিল আদালত।

অবৈধ নির্মাণ বৈধকরণের জন্য নেওয়া জরিমানার অঙ্ক অনেকটা কমাল পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ বস্তি, কলোনি এবং ঠিকা জমিতে অবৈধ নির্মাণ বৈধকরণের জন্য নেওয়া জরিমানার টাকা ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৪২ হাজার করার সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার। এর ফলে ইতিমধ্যেই যে বাড়িগুলি অবৈধ, সেগুলি সহজেই রেগুলারাইজেশন করে ফেলা যাবে। শুক্রবার ফিরহাদ হাকিম জানান, তিন কাঠা পর্যন্ত ছোট জমির ক্ষেত্রে বাড়ির চারপাশে যে জায়গা ছাড়তে হয়, তা কমিয়ে দেওয়া হল। কতটুকু ছাড় দিতে হবে, তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে পুরসভা। বলা হয়েছে, তিন কাঠা পর্যন্ত জমিতে তিন তলার বেশি বাড়ি তোলা যাবে না। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে মেয়র বলেন, ''এবার থেকে শহরের সমস্ত নির্মীয়মাণ ভবনের ওপরে বোর্ড লাগানো বাধ্যতামূলক। যেখানে বোর্ড থাকবে না সেই বাড়ি বেআইনি বলে ধরে নেওয়া হবে।'' শুধু তাই নয়, জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট অস্থায়ী ব্যানারের মাপ হতে হবে ছ'ফুট বাই তিন ফুট। সেখানে বাড়ির মালিকের নাম বা যে সংস্থা প্রোমোটিং করছে তার নাম, বাড়ির নম্বর অর্থাৎ ঠিকানা, কত তলা বাড়ি হবে, কত স্কোয়ারফুট এলাকা, এবং বিল্ডিং নকশার অনুমোদন পাওয়ার নম্বর লিখতে হবে। এদিন মেয়র বলেন, ''বাড়ি করের ছাড় দেওয়া মানে মানুষ আইন মেনে চলবে। আমি কোনও কড়া আইন আনলাম আর মানুষ সেটা মানতে পারবে না, এমন হলেই চুরির প্রবণতা বাড়বে। ফলে আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যও যেমন সরল, তেমনই সহজ আইন করতে হবে। সিটিজেন ফ্রেন্ডলি আইন করতে হবে।''

দোকান-হাসপাতাল থেকে 'ফেল' করা ওষুধ সরাতে সাফাই অভিযানে স্বাস্থ্যভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ সম্প্রতি, বাংলা-সহ গোটা দেশজুড়ে ওষুধের গুণমান পরীক্ষা চালায় সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন বা সিডিএসসিও। সেই পরীক্ষাতে খোদ জানুয়ারি মাসেই ডাহা ফেল করেছে মোট ৯৩টি ওষুধ। এই গুণমান পরীক্ষায় ফেল হওয়া ওষুধের তালিকায় দেখা গিয়েছে, প্যারাসিটামল, রক্তচাপ, বমিভাব কাটানোর মতো একাধিক ওষুধের নাম, যা সাধারণ মানুষ দিন প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকেন। এবার সেই 'ফেল' করা ওষুধ নিয়ে আসরে রাজ্যের স্বাস্থ্যভবন। সিডিএসসিও-র গুণমান পরীক্ষায় 'ফেল' করা ওষুধগুলিকে নিয়ে সর্তকবার্তা জারি করল তারা। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরকে রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল থেকে গুণমানে উত্তীর্ণ না হওয়া ওষুধ সরানোর নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। পাশাপাশি, একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের হোলসেলার ও খুচরো ওষুধ ব্যবসায়ীদের এই 'ফেল' করা ওষুধ বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব। তবে শুধুই নোটিস দিয়ে কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি তারা। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞপ্তি জারির পরেও কোনও খুচরো ব্যবসায়ী বা হাসপাতাল এই 'ফেল' করা ওষুধ ব্যবহার করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে নামবে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। যদি কেউ সেই 'বিক্রি

বন্ধের' নির্দেশিকা অমান্য করেন, সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানাচ্ছে স্বাস্থ্যভবন। উল্লেখ্য, বাতিল হওয়া এই ওষুধগুলির প্রতিটিই নিত্যব্যবহারের অন্তর্গত। সাধারণ অসুখ-বিসুখে এই ওষুধ নিয়ে থাকে মানুষ। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল হয়েছে আড়াইশোর বেশি ওষুধ। এবার এক ধাক্কায় এত পরিমাণ ওষুধ বন্ধ হয়ে গেলে বাড়তি চাপ যে সাধারণের উপরেই পড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ রাখছে স্বাস্থ্যভবনও। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই উত্তীর্ণ না হওয়া ওষুধের বিকল্প হিসাবে সাধারণ মানুষ কোন ওষুধ কিনবেন সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল।

যাদবপুরে বদলাতে হবে শুভেন্দুর মিছিলের রুট, সাফ জানিয়ে গেল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ যাদবপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু মিছিলের রুট কিছুটা বদলাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় আদালতের নির্দেশ ছাড়া আপাতত কর্মসূচি করতে পারবে না কোনও রাজনৈতিক সংগঠন। নির্দেশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। প্রসঙ্গত, যাদবপুরের ঘটনার পর থেকে যাদবপুর চত্বরে পথে নেমেছে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই। পথে নেমেছিলেন যাদবপুরের পড়ুয়ারাও। এদিনও ডাক দেওয়া হয়েছিল নাগরিক মিছিলের। এরইমধ্যে ৯ তারিখ সুলেখা মোড় থেকে মিছিল করতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু, সেই মিছিলের অনুমতি নিয়ে চলছিল টানাপোড়েন। জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। শেষ পর্যন্ত মিছিলে অনুমতি দিলেও রুট বদলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্ট স্পষ্ট বলছে, শুভেন্দুর মিছিল নবীনা সিনেমা হল থেকে যাদবপুর থানার ১০০ ইয়ার্ড দূরে শেষ করতে হবে। একইসঙ্গে সমস্ত বিধি নিষেধ মেনে করতে হবে মিছিলের আয়োজন। জমায়েতে থাকতে পারহেন ৭৫০ জন। সবটাই যাদবপুর চত্বর থেকে ১০০ ইয়ার্ড দূরে থাকতে হবে। এদিন

শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায়, রাজদীপ মজুমদারেরা। অন্যদিকে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়েরা। এদিনের সওয়াল জবাব পর্বে জোরাল যুক্তি খাঁড়া করতে দেখা যায় ময়ূককে। তাঁর দাবি, সম্প্রতি ওই এলাকায় শাসকদল কর্মসূচি নিয়েছে। বামেরাও নিয়েছে। সেগুলো কিভাবে অনুমতি পেল? তাহলে সেগুলো কীভাবে অনুমতি পেল? পাল্টা বিচারপতি বলেন, ''আদালত কোনও বেআইনি কাজ সমর্থন করে না। আপনারা যাদবপুরেই কেন করছেন? আমি বলছি না আপনারা করবেন না। রাজ্যের উদ্দেশে আপনাদের অফিসারদের বলুন কাউকে যাতে অনুমতি না দেয়।'' পাল্টা রাজদীপ বলেন, ''তাহলে বাঘাযতীন থেকে সুলেখা মোড় পর্যন্ত বা ৮বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হোক।'' কিন্তু কেন তাঁরা ওই এলাকাতেই করতে চাইছেন সেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন রাজ্যের আইনজীবী। বদলে তিনি গড়িয়া থেকে মিছিল করার কথা বলেন। সব পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে বিচারপতি স্পষ্ট জানান, সংশ্লিষ্ট থানাই আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি দেখবে। আয়োজকদেরও নজর রাখতে হবে। তারপরই জানিয়ে দেন ওই এলাকায় কোনও রাজনৈতিক সংগঠন ১৩ মার্চ পর্যন্ত কোনও কর্মসূচি করতে পারবে না।

ফের আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত মোদী, উৎসর্গ করলেন দেশবাসীকে

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃ আবারও আন্তর্জাতিক সম্মাণে ভূষিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোভিড লিডারশিপ ও উল্লেখযোগ্য সহায়তার জন্য বার্বাডোজের রাষ্ট্রপতি ডেম স্যান্ড্রা ম্যাসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘ অনারারি অর্ডার অফ ফ্রিডম অফ বার্বাডোস’ সম্মাণে ভূষিত করেছেন।‘ অনারারি অর্ডার অফ ফ্রিডম অফ বার্বাডোস’ সম্মাণে ভূষিত হওয়ার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্টে লেখেন, এই সম্মানের জন্য বার্বাডোসের সরকার এবং জনগণের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অনারারি অর্ডার অফ ফ্রিডম অফ বার্বাডোস পুরস্কার ১৪০ কোটি ভারতীয়কে উৎসর্গ করছি।

দিল্লিতে অমৃত বায়োডাইভার্সিটি পার্কের উদ্বোধন, স্বচ্ছতায় জোর সাক্সেনার

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃ দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা শুক্রবার নতুন দিল্লির খেল গাঁওয়ের কাছে অমৃত বায়োডাইভার্সিটি পার্কের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনের পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাক্সেনা বলেন, সরকার দিল্লির জনগণকে একটি পরিষ্কার পরিবেশ প্রদানের চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, এই পার্কের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়ুর মান উন্নত করার এবং শহরে সবুজ আবরণ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির দিকে একটি পদক্ষেপ। অমৃত বায়োডাইভার্সিটি পার্ক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামকে চিত্রিত করে। পার্কটিতে পাঁচটি থিম্যাটিক ট্র্যাক রয়েছে যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রাম এবং ত্যাগের চিত্র তুলে ধরে। অমৃত বায়োডাইভার্সিটি পার্কে জলাভূমি, তৃণভূমি এবং অন্যান্য থিম্যাটিক বাগানও রয়েছে।

শীতের ছুটি শেষ, ৩ মাস পর স্কুল খুলল শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ৭ মার্চ ঃ শীতের ছুটি শেষ, প্রায় ৩ মাস পর স্কুল খুলল শ্রীনগর-সহ সমগ্র কাশ্মীরে। স্কুলগুলি খুলে যাওয়ার সঙ্গে শুক্রবার সকাল থেকেই রাস্তায় শিক্ষার্থীদের ভি। দেখা গেল, ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি থেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাস চলাচলও শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে, অভিভাবকদের দেখা গেল তাঁদের সন্তানদের নিয়ে স্কুলের দিকে যেতে।২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে শীতকালীন ছুটির জন্য স্কুলগুলি বন্ধ ছিল এবং ২০২৫ সালের ১ মার্চ থেকে ক্লাস শুরু করার কথা ছিল। তবে কাশ্মীরে সাম্প্রতিক তুষারপাত এবং বৃষ্টিপাতের কারণে শীতকালীন ছুটির সময়কাল কয়েক দিন বাড়ানো হয়েছিল। অবশেষে শুক্রবার থেকে কাশ্মীরের স্কুলে শুরু হয়েছে পঠনপাঠন।

দুর্নীতি ঢাকা দেওয়ার জন্যই কি ভোটার তালিকা নিয়ে হুলুস্থূল, প্রশ্ন তথাগতের

কলকাতা, ৭ মার্চ ঃদুর্নীতি ঢাকা দেওয়ার জন্যই কি ভোটার তালিকা নিয়ে হুলুস্থূল। শুক্রবার এই প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তৃণমূল কংগ্রেস। যারা শিক্ষকের চাকরি পাবে বলে আশা করেছিল, ভালভাবে পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের ভবিষ্য জড়িত । আর যারা সাদা খাতা জমা দিয়েছিল তারা যদি চাকরি পেত, তাদের ছাত্ররা কী শিখত ? এইসব ঢাকা দেওয়ার জন্যই কি ভোটার লিস্ট নিয়ে হুলুস্থূল ?এই বার্তার সঙ্গে একটি খবরও যুক্ত করেছেন তিনি। তাতে লেখা, প্রায় সওয়া এক ঘণ্টার কথোপকথন। ঠিকঠাক হিসাব করলে ৭২.৫৯ মিনিট। তাতে ধরা পড়েছে মোট সাত জনের কণ্ঠস্বর (তার মধ্যে একটি তোতাপাখি)। সেই কথোপকথনে মোট ৭৩ বার শোনা গিয়েছে কখনও ‘ অভিষেক’ আবার কখনও ‘ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়’ নামটি।

২০২৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবেঃঅমিত শাহ

রানিপেট, ৭ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সিআইএসএফ-এর ৫৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় অমিত শাহ বলেছেন, সিআইএসএফ দেশের উন্নয়নের একটি অংশ এবং দেশজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিতে সিআইএসএফ সুরক্ষা প্রদান করে আসছে।মহিলা সিআইএসএফ ব্যাটালিয়নকে অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা চালু করার ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তামিলনাড়ু দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, সিআইএসএফ কর্মীদের স্বাস্থ্যের যত্ন সরকার নেয়। অমিত শাহ আরও বলেছেন, তরুণরা এখন তামিলনাড়ু-সহ অষ্টম তফসিলের সমস্ত ভাষায় তাঁদের সিএপিএফ পরীক্ষা দিতে পারবে।অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা দিবস সিআইএসএফ বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সিআইএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সিআইএসএফ শুক্রবার ৫৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে, এই উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তামিলনাড়ুর রানিপেটের আরাককোনামে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন অমিত শাহ।পরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় অমিত শাহ বলেছেন, সিআইএসএফ-এর ৫৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রী রাজবিন্দর সিং ভাট্টি, উপস্থিত সমস্ত সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন বাহিনীর আধিকারিক, সমগ্র দেশের সিআইএসএফ কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সিআইএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অমিত শাহ আরও বলেছেন, আজ আমাদের দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ বল্লভ পন্তের মৃত্যুবার্ষিকী। আমি আজ তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে চাই। এখানে আমি ১২৭ জন সিআইএসএফ শহীদের স্মৃতিস্তম্ভেও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছি। এই ১২৭ জন জওয়ান বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করার সময় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমি এই শহীদদের পরিবারবর্গকে বলতে চাই, আপনাদের প্রিয়জনদের আত্মত্যাগের কারণে, আমাদের দেশ এখন বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং গর্বিত বোধ করছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, ২০১৯ সালে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শুধুমাত্র দিল্লির পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হবে। আমি আনন্দিত যে এই বছর, অনুষ্ঠানটি ঠাক্কোলামের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেঅনুষ্ঠিত হচ্ছে। তামিলনাড়ুর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ভারতের ঐতিহ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বাজেটঃকৃষি ও পর্যটনের উন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ ওমর আবদুল্লাহর

জম্মু, ৭ মার্চ ঃজম্মু ও কাশ্মীরের বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। শুক্রবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই অঞ্চলটি স্থায়ী শান্তির পথে এগিয়ে চলেছে। গত সাত বছরে নির্বাচিত সরকারের এটিই প্রথম বাজেট। ওমর আব্দুল্লাহ উল্লেখ করেন, রাজ্যের জিএসটি সম্মতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। বাজেটে কৃষি ও পর্যটনের উন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ করেছেন ওমর আবদুল্লাহ।আব্দুল্লাহ জোর দিয়ে বলেন, বাজেটের মূল লক্ষ্য যুব ও নারীর ক্ষমতায়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা করা। বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে ৮১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার ফলে ২.৮৮ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে। রাজ্য দুই ফসলের প্যাটার্নকে উৎসাহিত করবে এবং উদ্যানপালন সম্প্রসারণের উপর জোর দেবে। সরকার পশম প্রক্রিয়াকরণ এবং চামড়া ট্যানিং শিল্পকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনাও করেছে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আব্দুল্লাহ বলেন, কয়েক দশকের অস্থিরতার পর জম্মু ও কাশ্মীর এখন স্থায়ী শান্তির পথে।পর্যটন আরেকটি প্রধান লক্ষ্য, যেখানে সরকার ২০২৪ সালে ২.৩৬ কোটি পর্যটকের আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছে। কাশ্মীর ম্যারাথনের মতো ইভেন্ট, যেখানে ১,৮০০ জন বিশ্বব্যাপী অংশ গ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শিব খোরি এবং দুধ পাথরির মতো স্থানগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা রাজ্যে পর্যটকদের আগমনকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বাজেটে পর্যটন উন্নয়নের জন্য ৩৯০.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে হোমস্টে বৃদ্ধি, জলক্রীড়া প্রচার এবং সোনমার্গকে শীতকালীন ক্রীড়া গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

হোলি মিলন উৎসবে মেলেনি অনুমতি, আলিগড়ে কর্নি সেনার বিক্ষোভ

আলিগ।, ৭ মার্চ ঃ হোলি মিলন উসবে অনুমতি না মেলায় বৃহস্পতিবার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন অখিল ভারতীয় কর্নি সেনার সদস্যরা। কিছু শিক্ষার্থী ৯ মার্চ হোলি মিলন উৎসব আয়োজনের জন্য অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু তা মেনে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন অখিল ভারতীয় কর্নি সেনার সদস্যরা।আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অখিল কৌশল বলেছেন, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আলিগ। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৯ মার্চ 'হোলি মিলন' অনুষ্ঠানের আয়োজনের অনুমতি চেয়ে ভিসিকে চিঠি দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত আমাদের এর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (এএমইউ) প্রফেসর ওয়াসিম আলি খান বলেছেন, ২৬ ফেব্রুয়ারি, পাঁচজন ছাত্র উপাচার্যকে সম্বোধন করে একটি স্বাক্ষরিত চিঠি দিয়েছিল, যাতে ভিসিকে অনুরোধ করা হয় যে, তারা ৯ মার্চ হোলি উদযাপনের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই ধরনের বিশেষ অনুমতি আগে কখনও মঞ্জুর করা হয়নি, এখনও তেমনটাই করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ বিভাগ এবং হোস্টেলে হোলি উদযাপন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার পক্ষে নয়।অখিল ভারতীয় কর্নি সেনার সভাপতি ইয়ানেন্দ্র সিং চৌহান বলেছেন, কিছু এএমইউ ছাত্র 'হোলি মিলন' উদযাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ডিএম-কে একটি স্মারকলিপি দিয়েছি যে এএমইউতে হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে অন্যরকম আচরণ করা হচ্ছে। যদি অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে ১০ মার্চ আমরা এএমইউতে প্রবেশ করব এবং ছাত্রদের সঙ্গে হোলি উদযাপন করব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীর চ্যালেঞ্জঃ‘এমপাওয়ার’-এর পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ নারীদের অনেকের মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী, পুরুষদের তুলনায় নারীদের উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতায় ভোগার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর মতে, ভারতে, সমস্ত আত্মহত্যার ৩৬.৬ নারীদের। ১৮-৩৯ বছর বয়সী তরুণীরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও, কলঙ্ক এবং সামাজিক নানা নিষেধাজ্ঞা সাহায্য চাইতে তাদের অসুবিধায় ফেলছে।বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, আদিত্য বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট ‘ এমপাওয়ার’নামে একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে। নীরজা বিড়লার নেতৃত্বে ভারত জুড়ে মহিলাদের ‘নিরব সংগ্রামের উন্মোচন’-এ ফুটে উঠেছে তাদের বিস্তৃত মানসিক স্বাস্থ্য, তাদের অন্তর্দৃষ্টির নানা উপস্থাপন।১৩ লক্ষ নারীর তথ্য নিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিচালিত এই গবেষণায় কলেজ ছাত্রী, কর্পোরেট পেশাদার, গ্রামীণ নারী এবং সশস্ত্র বাহিনীর নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে জরুরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উঠে এসেছে।পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘ এমপাওয়ার’ সভাপতি পারভীন শেখ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। এটা তাদের আরও গভীর যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দেয়। এ ধরণের তথ্য সংকট পরিমাপ, কাঠামোগত সহায়তায় এবং নারীদের সাহায্য চাওয়ায় উসাহিত করতে সাহায্য করে। যদি চিকিসা না করা হয়, তাহলে মানসিক দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং এমনকি আত্মহত্যার দিকেও তাদের নিয়ে যেতে পারে। বিচারের ভয়ের ঊর্ধে উঠে প্রতিটি নারীরই যত্ন নেওয়ার অধিকার রয়েছে।মূল তথ্য- মানসিক চাপ এবং উদ্বেগঃ কর্মজীবনের ভারসাম্য, আর্থিক চাপ এবং সামাজিক প্রত্যাশার কারণে প্রতি ২ জনের মধ্যে ১ জন মহিলা দীর্ঘস্থায়ী চাপের কথা জানান।ঘুমের ব্যাঘাতঃ ৪৭ অনিদ্রায় ভোগেন, বিশেষ করে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী মহিলাদের সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতাঃসীমিত সামাজিক বৃত্তের কারণে ৪১ মানসিকভাবে কষ্ট পান। শিক্ষাগত এবং কর্মক্ষেত্রের চাপঃ ৩৮ কর্মজীবনের বৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধির মুখোমুখি হন।জনসংখ্যা জুড়ে মানসিক স্বাস্থ্য- গ্রামীণ মহিলাঃ মহারাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতায়, প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে, ‘ ১.২৮ মিলিয়ন গ্রামীণ মহিলার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে ব্যাপক আর্থিক অস্থিরতা, সামাজিক কলঙ্ক এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা সীমিত করেছে। অনেকেই হতাশা, উদ্বেগ এবং আত্মহত্যার চিন্তাভাবনার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, জোর দিয়েছেন এসবে হস্তক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর। কর্পোরেট মহিলাঃ ৪২ হতাশা এবং উদ্বেগের লক্ষণগুলি রিপোর্ট করেন। ৮০ কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মজীবনের বৃদ্ধির উপর প্রথাগত বাধার মুখোমুখি হন।সশস্ত্র বাহিনীতে নারী- পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজর্ডার, মানসিক আঘাত এবং উদ্বেগজনিত ব্যাধির উচ্চ ঘটনা। কলঙ্কের ভয় মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা চাওয়াকে নিরুসাহিত করে। সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে হয়রানি, পারিবারিক হিংসা এবং কর্মজীবনের ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ।১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে শহর-নির্দিষ্ট প্রবণতায় মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, উচ্চ স্তরের শিক্ষাগত চাপ এবং কাজের পরিবেশ (কর্পোরেট বার্নআউট)। দিল্লির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং হয়রানি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজর্ডার এবং উদ্বেগ বাড়ায়। কলকাতার ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক থাকলেও কলঙ্কের ভয়ে অনেকে পেশাদার সাহায্য-প্রার্থনা করতে পারেন না।অন-গ্রাউন্ড ইমপ্যাক্ট - এই পর্যবেক্ষণে মুম্বাই, দিল্লি এবং কলকাতায় নারীদের সাহায্য চাওয়ার শক্তির ফলাফল প্রতিদিন যাচাই করা হচ্ছে। আরও বেশি মহিলা মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা চাইছেন। তবে বাধা রয়েছে।কলকাতার ‘এম পাওয়ার - দ্য সেন্টার’-এর প্রধান এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রীতি পরখ জানিয়েছেনঃকলকাতা এমন একটি শহর যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা সহাবস্থান করে। মহিলাদের প্রায়শই এর মধ্যেই প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট হতে হয়। পরিবার, কর্মক্ষেত্র এবং দ্রুত বিকশিত সমাজের চাহিদার মধ্যে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং দীর্ঘস্থায়ী চাপের মতো নানা অবস্থার ক্রমবর্ধমান প্রভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও তারা অবহেলিত। আমি মহিলাদের তাদের মানসিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার, প্রয়োজনে পেশাদার সহায়তা নেওয়ার এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে নীরবতা ভাঙার আহ্বান জানাই। সাহায্য চাওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় বরং ক্ষমতায়ন এবং স্থিতিস্থাপকতার দিকে একটি পদক্ষেপ।এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশঃসহজে মুস্কিল আসানের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা একীভূত করুন। নারীর স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যকে জনস্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এর জন্য সরকারি সহযোগিতাকে উসাহিত করতে হবে। প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রসবপূর্ব এবং প্রসবোত্তর চেক-আপের সময় বাধ্যতামূলক মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা দরকার।কর্মচারী সহায়তা কর্মসূচিতে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করুন, যাতে মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে ফিরে আসা বা যাওয়া মহিলাদের উপর নজর দেওয়া হয়। একইভাবে মহিলাদের জন্য অন্যান্য স্বাস্থ্য পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে নারী-কেন্দ্রিক মানসিক স্বাস্থ্য তথ্য বিতরণ দরকার। মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য মহিলাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সহজ, গোপনীয় সহায়তা ব্যবস্থা প্রয়োজন। বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে মনো-শিক্ষিত করুন। ভয় বা লজ্জা ছাড়াই তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা দিন। নারীদের তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের চাহিদা মুক্তভাবে প্রকাশ করার জন্য বাড়ির মধ্যে নিরাপদ, সহায়ক স্থান তৈরি করুন। কর্মক্ষেত্রে এমন নীতি প্রচার করুন যা মানসিক স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে। যার মধ্যে রয়েছে চাপ সামাল দেওয়ার ব্যবস্থাপনা এবং নমনীয় কাজের ব্যবস্থা। নারীদের জন্য তৈরি সমবয়সী সহায়তা গোষ্ঠী এবং মানসিক স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের মতো সম্প্রদায়-ভিত্তিক সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। মানসিক স্বাস্থ্য কথোপকথন স্বাভাবিক করতে এবং মহিলাদের মধ্যে কলঙ্ক কমাতে মিডিয়া প্রচারণা চালান। ‘ বাধা ভেঙে ভারতজুড়ে নারীদের প্রাপ্য মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ফলাফলগুলি নীতি সংস্কার, কর্পোরেট হস্তক্ষেপ এবং দেশব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।প্রসঙ্গত, আদিত্য বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের একটি উদ্যোগ, এমপাওয়ার হল একটি অগ্রণী সামাজিক উদ্যোগ যা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি রূপান্তরের জন্য নিবেদিত। ৮ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত, এমপাওয়ার সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার, কলঙ্ক কমানোর এবং সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সিলভাসায় নমো হাসপাতালের উদ্বোধন, নির্মিত ৪৬০ কোটি ব্যয়ে

সিলভাসা, ৭ মার্চ ঃ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদর ও নগর হাভেলির সিলভাসায় নমো হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার নমো হাসপাতালের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ৪৬০ কোটি টাকায় ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ৪৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই নমো হাসপাতাল।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন সিলভাসাতেই অপর একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দাদরা ও নগর হাভেলির উন্নয়নকল্পে ২৫৮৭ কোটি টাকা বিবিধ প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাস করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে এদিন মঞ্চে অভিবাদন জানান দাদর ও নগর হাভেলির প্রশাসক প্রফুল্ল কে প্যাটেল।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আয়োজন মোটর পরিক্রমার

কলকাতা ৭ মার্চ ঃ ক্রীড়া সংস্থা দক্ষিণ কলকাতা সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে মোটর র‍্যালি। শনিবার দুপুর তিনটে নাগাদ এই মোটর র‍্যালি অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছে এবং অপরাজিত নামে ওই মোটর পরিক্রমার সূচনা করবেন দক্ষিণ কলকাতা সংসদের সভাপতি ও রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (পার্ক ও উদ্যান) দেবাশিস কুমার। রাজ্য শিশু কল্যাণ দফতরের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন।কমপক্ষে ৬০টির অধিক বেসরকারি চার চাকার গাড়ি সমেত নেভিগেটর ও সহযাত্রী নিয়ে প্রায় ২০০ মহিলা চালক যোগদান করবেন। দুপুর তিনটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তা চলবে। দেশপ্রিয় পার্ক লাগোয়া দক্ষিণ কলকাতা সংসদের ভিতরে ও বাইরে একযোগে চলবে ওই প্রতিযোগিতা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিরন্ময় চ্যাটার্জি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন। এই র‍্যালিতে কলকাতা শহরের আরও ২০ টি ক্লাব সংগঠন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে বলে জানানো হয়েছে।

বেঙ্গল রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশন রেলযাত্রীদের জন্য পরিষেবা দিতে চলেছে

মহন্ত দাশগুপ্ত(বেলঘডরিয়া)ঃ বেঙ্গল রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের পরিচালনায় বেলঘডরিয়া স্টেশনের ১ নং প্লাটফর্মে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত সভায় প্যাসেঞ্জারদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আগামী দিনে রেলের জেনারেল ম্যানেজার, ডি.আর.এম, ইস্টার্ন রেল এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি স্টেশনে কমিটির সম্প্রসারণ মানে অ্যাসোসিয়েশনের সম্প্রসারণ ও যাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ডেপুটেশনও দেওয়া হবে স্টেশন ম্যানেজারদের কাছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন শংকর শীল। প্রধান ভূমিকায় যারা ছিলেন এই সভায় যেমন উপস্থিত ছিলেন পরেশনাথ সরকার, রঞ্জিত সরকার, সোমা ব্যানার্জি, অমিত সেনগুপ্ত, সন্তোষ হালদার, দুলাল ঘোষ, তরুণ দত্ত, তিমির গোস্বামী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা। এদিন কমিটি গঠন করে বেশ কিছু কর্মকর্তাকে কনভেনার-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়।সভায় পরেশ সরকার বলেন, যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে এই সংগঠন আগামী দিনে সংগঠিত ভাবে আরো কাজ করার ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং সাধারণ যাত্রীদের এই সংগঠনের সাথে যুক্ত করার কথাও তিনি বলেন। শংকরশীল বলেন আমাদের এই সংগঠন সকলকে নিয়ে অরাজনৈতিকভাবে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে কাজ করে যাবে। এদিনের সমগ্র সভা পরিচালনা করেন মিটিং-এর উদ্যোক্তা ও কমিটির কর্ণধার সংকর শীল মহাশয়।

গ্রামের উন্নয়নে পঞ্চায়েতের অবদান যথেষ্টঃমুখ্যমন্ত্রী

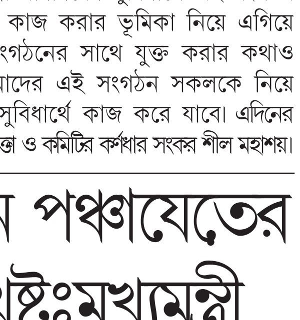

আগরতলা, ৭ মার্চ ঃ শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পঞ্চায়েত দফতরের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতগুলিকে ৪৭৫ টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারের সেরা পারফরমাদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি বিশ্বজি শীল, বিভিন্ন জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন পঞ্চায়েতের আধিকারিক ও প্রতিনিধিদের হাতে কম্পিউটার ও পুরস্কার তুলে দেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের ৭৫ ভাগ গ্রাম।গ্রামের উন্নয়নে পঞ্চায়েতের অবদান যথেষ্ট। গ্রাম উন্নয়ন হলেই দেশ উন্নত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই লক্ষ্যেই কাজ করে চলছেন।কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একই লক্ষ্যে কাজ করে চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন ,এই স্বীকৃতি দেশের মধ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার বিকাশকে তুলে ধরেছে। পঞ্চায়েতের তিনটি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পুরস্কার কারোর ব্যক্তিগত নয়। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য পঞ্চায়েত দপ্তর, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

তীব্র গরমে নাজেহাল মুম্বই, থানে ও রায়গড়েও দাবদাহের সতর্কতা জারি

মুম্বই, ৭ মার্চ ঃ তীব্র গরমে নাজেহাল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। গরমের প্রাণ ওষ্ঠাগত থানে এবং রায়গ।ওে। এই মর্মে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে। ৯ ও ১০ মার্চ মুম্বই ও পার্শ্ববর্তী থানে এবং রায়গড় জেলার বিভিন্ন স্থানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মুম্বইয়ে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আগামী ৯ ও ১০ মার্চ মুম্বই এবং পার্শ্ববর্তী থানে ও রায়গড় জেলার তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রির ওপরে উঠে যেতে পারে। এই মর্মেই তাপপ্রবাহের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল নূন্যতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৮ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২২ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২০ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ১৮ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃ রাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃ ভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃ বালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃ ইঃদ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

তাপমাত্রা হ্রাসে মৃদু শীতের আমেজ, শীঘ্রই দক্ষিণবঙ্গে চড়বে পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে বসন্তেও দক্ষিণবঙ্গে ভোর ও রাতের দিকে হালকা শীতের অনুভূতি রয়েছে, শুক্রবার সকালেও মৃদু শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে এই পরিস্থিতির শীঘ্রই পরিবর্তন হবে বলে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। সোমবার থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও বেশি হবে। তার আগে শুক্রবার কলকাতায় অনেকটাই নামল তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৫ ডিগ্রি কম।

পাণ্ডুয়ায় রাতে বাড়ি ফেরার পথে মহিলার গলায় দুষ্কৃতীর ছুরির কোপ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ মার্চ ঃ কারখানার কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীর ছুরির কোপে আহত হলেন এক মহিলা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। তাঁরা আহত মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়ায়। জানা গিয়েছে, আহত মহিলার নাম শ্রাবণী মালিক। বয়স ৩৬ বছর। বাড়ি পাণ্ডুয়ার গজিনা দাসপুরে। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতে খন্যান স্টেশন থেকে পাণ্ডুয়ার বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তি তাঁকে দাঁড় করিয়ে গলায় ছুরি চালিয়ে দেয়। বেলুড়ে একটি ব্যাগের কারখানায় কাজ করেন শ্রাবণী। বিয়ে হলেও স্বামীর সঙ্গে থাকেন না তিনি। গত ৫ বছর ধরে বাপের বাড়িতেই থাকেন। পরিবার সূত্রে খবর, অন্যান্য দিন বাড়ি ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে এক ব্যক্তি থাকেন। এদিন একাই ছিলেন শ্রাবণী। কে বা কী কারণে তাঁর উপর এই হামলা চালাল, সেই নিয়ে দ্বন্দ্বে পরিবার। অন্ধকার থাকায় হামলাকারীর চেহারা দেখতে পাননি ওই মহিলা। পরে তাঁর চিৎকারে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয়রা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি স্ট্যালিনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে বাঁচাতে আসন পূনর্বিন্যাসের জন্যে আবেদন জানিয়ে ডিএমকে প্রধান তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সহ বিভিন্ন অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি দিয়েছেন। এই ইস্যুতে আলোচনার জন্যে তিনি চিঠিতে বিজেপি বিরোধী জয়েন্ট অ্যাকশান কমিটিকে আগামী বাইশে মার্চ চেন্নাই তে আলোচনায় বসার আবেদন জানিয়েছেন বলে তৃনমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে। ওড়িশা, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেও তিনি একই আবেদন রেখেছেন।

ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,৭ মার্চ ঃ ধনিয়াখালি থানার পরিচালনায় এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে ধনিয়াখালির ভান্ডারহাটি বালিকা বিদ্যালয়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এক মহিলা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি, ডিএনটি, প্রিয়ব্রত বকশি, ধনিয়াখালি থানার ওসি কৌশিক দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক বৃন্দ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগন। এই শিবিরে ছাত্রীরা সহ সমস্ত মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষা সাইবার ক্রাইমের বিভিন্ন দিক মোবাইল চুরি সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ, বালিকা বিবাহ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ একাধিক বিষয় দিয়ে আলোচনা করা হয়। এই শিবিরে পুলিশ আধিকারিক প্রিযব্রত বকশি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিষয়গুলি নিয়ে ছাত্রীদের ও উপস্থিত মহিলাদের সচেতন করেন। মহিলারা কোনো সমস্যায় পড়লে থানার সাথে ফোনে এবং উইনারস টিমের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন পুলিশ আধিকারিক প্রিয়ব্রত বক্সি। তাদের ফোন নম্বরও দিয়ে দেন তিনি।এই শিবিরে কয়েকশত ছাত্রীসহ মহিলারা অংশগ্রহণ করে।

বেলঘরিয়ায় মাটির পুতুলের ধারাকে বজায় রেখেছেন দুই নারী

শুভঙ্কর দাস ঃ বাংলার ঐতিহ্যশালী শিল্পধারাগুলো বিকাশের ক্ষেত্রে নারীদের নিরলস অবদান রয়েছে। তাদের একাগ্র শিল্প সাধনার জন্য বাঙালির নিজস্ব শিল্পশৈলী ক্রমাগত সমাদৃত হয়ে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যস্ত বাণিজ্য নগরী বেলঘরিয়ার বুকে বাংলার ছাঁচের রঙিন পুতুলের শিল্পধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন দুই নারী। শিশুরানী ও আরতি পাল। তাদের তৈরি পুতুলে বাংলার ফেলে আসা অতীত সমাজ জীবনের ছবি যেমন প্রস্ফুটিত হয় তেমনই বর্তমান সময়ের দৃষ্টিকোণও সমান ভাবে গুরুত্ব পায়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীও বেশি সময় ধরে বেলঘরিয়ার নিমতার বুকে মাটির পুতুল তৈরি করে চলেছেন শিল্পী শিশুরানী পাল। তার পুতুল নির্মাণে বাংলার ফেলে আসা অতীত জীবনের কথা অনবদ্য ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে। তার পুতুল নির্মাণ যেন ঢেউ খেলানো ছন্দবদ্ধ কবিতার মতো সুন্দর। সেখানে কোনো জড়তা নেই। যেন মনের আনন্দে প্রতিটি পুতুলের শরীরে তুলির টান দেওয়া হয়েছে। গরুর গাড়ি ভর্তি সব্জি, নৌকা ভর্তি মাছ, বাংলার

ফেলে আসা গ্রামীণ জীবনের ছবি শিল্পী তুলে ধরে ধরেছেন এই পুতুলের মধ্যে। অন্যদিকে ঝাড়ুদার, মাছ বিক্রেতা, সজ্জি বিক্রেতা, ঘুগনি বিক্রেতা পুতুলে শ্রমজীবীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নারী জীবনের সাংসারিক সংগ্রামও শিল্পী নিজের পুতুল নির্মাণে তুলে ধরেছেন। সেখানে রয়েছে কলতলার থেকে জল নেওয়া, গরু থেকে দুধ দোয়ানোর দৃশ্য, বটি দিয়ে মাছ কাটছে, শিবের মাথায় জল ঢালছে। শিল্পীর কথায় পুতুলের চাহিদা আগের মতো নেই। পরবর্তী প্রজন্ম পুতুল বানানো শিল্পটি শিখছে না। অন্যদিকে মাটির দাম বেড়ে গিয়েছে। মাটি পাওয়াটা দুস্কর। এখন মূলত রথযাত্রা এবং ঝুলনের সময় এই পুতুলগুলো তৈরি হয়। শিশুরানী পালের বুকে পেসমেকার বসানো। কিন্তু এই অসুস্থ শরীরেও অনবদ্য ভাবে মাটির পুতুল বানিয়ে চলেছেন তিনি। শিশুরানী পালের ছোট জা হচ্ছেন আরতি পাল। তিনিও প্রায় চার দশক ধরে মাটির পুতুল বানিয়ে চলেছেন। বর্তমানে ৩০ থেকে ৪০ রকমের মাটির পুতুল তৈরি করে থাকেন তিনি। তার তৈরি পুতুলে কৈশোরের উচ্ছাস লক্ষ্য করা যায়। ঘুড়ি হাতে কিশোর, এগ রোলের দোকানের সামনে কিশোর কিশোরীদের ভিড়, ফুটবল খেলা, স্কুলে যাওয়া। এ ছাড়া শিল্পীর তৈরি পুতুলে পিতা পুত্রের বাসল্যময় সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। বাবার কাঁধে সন্তান বসে মেলা দেখতে গিয়েছে। অনবদ্য ভাবে শিল্পী নাগরিক জীবনের এই সুখকে তুলে ধরেছেন। পুতুল নির্মাণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিল্পী আরতি পাল জানিয়েছেন যে পুতুলের শরীর ছাঁচ দিয়ে গড়া আর হাতগুলো হাতে টিপে বসানো। প্রতিটি পুতুলই রঙিন কাঁচা মাটির তৈরি। সমাজজীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে পুতুলগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে রঙের দাম বেড়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য গৌড়, নিতাই, রাম, রাবণ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্যও তৈরি করে থাকেন শিল্পী শিশুরানি এবং আরতি পাল।

সরোবরের মধ্যে দোল উৎসব পালনের অনুমতি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পরিবেশবাদীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ রবীন্দ্র সরোবরের তিনটি ক্লাবকে দোল উসব পালনের ছাড়পত্র

দেওয়ায় শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠি দিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। চিঠিতে লেখা হয়েছে, আমরা যারা প্রকৃতিপ্রেমী এবং যারা রবীন্দ্র সরোবরের বিষয়ে অত্যন্ত সহানুভূতি ও সংবেদনশীল তাদের সবার তরফে একটি অনুনয় জানাতে বাধ্য হয়েছি। রবীন্দ্র সরোবরের মধ্যবর্তী তিনটি ক্লাব যার মধ্যে ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিও রয়েছে তারা একটি আমন্ত্রণপত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। তাতে লেখা রয়েছে আগামী দোল উৎসবে রবীন্দ্র সরোবরের একটি দ্বার (নং ১২) সরোবরের মধ্যে দোল পালনের জন্য উন্মুক্ত থাকছে এবং সদস্য এবং অতিথিদের জন্য। সকাল ১০ টায় শুরু হবে সেই উসব অথচ প্রতিবারের মত প্রাতভ্রমণকারীদের জন্য নিয়মমাফিক সরোবরের প্রতিটি দ্বার রুদ্ধ থাকবে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের ২০১৭ সালের আদেশ অনুযায়ী সরোবরের মধ্যে কোনও উৎসব পালনে কঠোর নিষেধ বলব আছে। তা সত্ত্বেও কার পরামর্শে সেই আদেশ পালন না করে প্রকাশ্যে সরোবরের মধ্যে দোল উৎসব পালনের আহ্বান জানানো হতে পারে, এই প্রশ্নও প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে। এবার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটা গভীর আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে যেখানে মনে করা হচ্ছে তিনটি ক্লাবের অগুণতি সদস্য যদি দোলে রঙ এবং আবীর ছা৷তে শুরু করে তা সরোবরের জমিতে গিয়ে মিশবে একই সংগে সেই রাসায়নিক সমূহ জলও দূষিত করবে, যা জীববৈচিত্র্যের এবং বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করবে। এমতাবস্থায় আপনার সুচিন্তিত এবং আইনানুগ হস্তক্ষেপই পারে এই পরিবেশ ধ্বংসকারী সিদ্ধান্তকে অগণিত সাধারণ মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের স্বার্থে বাতিল করে দিতে। আশা করি আপনার যথাসময়ের আশ্বাসবাণী পেয়ে পরিবেশবিদ ও পরিবেশ প্রেমীরা এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে! (জাতীয় সরোবরের পরিবেশ ও প্রকৃতিপ্রেমীবৃন্দর তরফে এটি লিখেছেন পরিবেশবিদ ও দূষণ বিষয়ক উপদেষ্টা সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ।)

ভোটার লিস্ট যাচাই করতে বাড়ি বাড়ি গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ মার্চ ঃ নেত্রীর নির্দেশ মতোই ফিরহাদ হাকিমের পর এইবার ভুতুড়ে ভোটার খুঁজতে ভোটার লিস্ট হাতে নিয়ে ময়দানে নামলেন রাজ্যের মন্ত্রী, তথা পূর্বস্থলীর দক্ষিণ বিধান সভার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ,গত ২৭ সে ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সভা থেকে তৃনমূল কংগ্রেস নেতা কর্মীদের ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনি করে ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো সব জায়গায় ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনী করার কাজ শুরু করেন তৃনমূল কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। আজকে সেই ছবিই দেখা গেলো পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিদ্যানগর এলাকায়। ভোটার লিস্ট হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন স্বয়ং রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই মতোই কাজ করছি আমরা। আজকে এই ভোটার লিস্ট ধরে বাড়ি বাড়ি ঘোরার কাজটা নিজের বুথ দিয়েই শুরু করলাম।

সোনারপুরে আক্রান্ত প্রাক্তন ফুটবলার ভাঙচুর চলল বাড়িতেও, অভিযুক্ত তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ৭ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন ফুটবলার ভাঙচুর চলল তাঁর বাড়িতেও। অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার সকালে দলবল সহ লোকজন নিয়ে গিয়ে সোনারপুরে প্রাক্তন ফুটবলারকে মারধর ও তার বাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ওই প্রাক্তন ফুটবলার। অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছে শাসক দলের নেতারা। এদিকে, দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোনারপুর থানা এলাকার সোনারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতলা এলাকার ঘটনা। ঝামেলার সূত্রপাত গত মঙ্গলবার বিকেলে। শীতলা এলাকার বাসিন্দা বাবু দাস পোদ্দার। তিনি প্রাক্তন ফুটবলার। বর্তমানে কোচিংও করান। তার বাড়ির সেপটিক ট্রাঙ্কের উপর ওঠে এক শিশু খেলা করছিল। ওই জায়গা কিছুটা ভাঙা মত হয়ে রয়েছে তাই ওখান থেকে নেমে যেতে বলা হয়। ওই শিশু

কথা না শোনায় তাকে লাথি মারা হয়, এমনকি তার গলায় পা তুলে চেপে রাখা হয় বলেও অভিযোগ বাবুর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্থানীয় তা৷ণমুল নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ দাস ওরফে নাড়ুর দাবি, আগেও বাবু দাস একাধিকজনকে মারধর করেছে। এমনকি মহিলাদের বিরুদ্ধেও অশালীন আচরণ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ৫-৬ বছরের একটি ছেলেকে মারধর করা হয়। বিষয়টি থানায় জানানো হয়। এদিকে, পুলিশ আসার আগেই স্থানীয় বাসিঃদারা বাবু পোদ্দারের বাড়ি ভাঙচুর করে ও মারধর করে। আক্রান্ত শিশুর মায়ের অভিযোগ, তার ছেলেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভীষণই মারধর করা হয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে মারের দাগ রয়েছে। বাবু দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, শিশুটি প্রতিদিনের মতই এখানে এসে খেলা করছিল সেদিন। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, সেই ভয়ে তাকে বারণ করা হয়। তারপরেও না শোনায় তাকে চড় মারা হয়। এছাড়া কিছু করা হয় নি। কিন্তু এরপর লোকজন নিয়ে এসে শাবল রড সহ বাড়ি ভাঙচুর করা হয় ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বারুইপুরে মন্দিরের প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় ধৃত এক, বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৭ মার্চ ঃ শীতলা মন্দিরে প্রতিমা ভেঙে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের ফুলতলা এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত আত্রাক মোল্লা নামে এক যুবককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যান রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রাজর্ষি লাহিড়ী। অভিযোগ, তখন তাঁর উপর হামলা চালায় তৃণমূলের লোকজন। এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে বারুইপুর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল-সহ অনেক বিজেপি নেতৃত্ব। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন ভোরেই কার্যত আত্রাক মোল্লা নামের ওই যুবক ফুলতলা এলাকায় একটি শীতলা মন্দিরে ঢুকে পড়ে। সেখানে শীতলা প্রতিমা ভাংচুরের পাশাপাশি তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাথে সাথেই বিষয়টা স্থানীয়দের নজরে আসে। এলাকার মানুষ দৌ৷ে এসে ধরে ফেলে অভিযুক্তকে। তাকে বেঁধে চলে মারধর।

ভলভো কার ইন্ডিয়া আজ কলকাতার এসপিএল ভলভো ডিলারশিপে নতুন এক্স সি৯০ উন্মোচন করেছে

কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ ভলভো কার ইন্ডিয়া আজ কলকাতার এসপিএল ভলভো ডিলারশিপে নতুন এক্স সি৯০ উন্মোচন করেছে, যা বিলাসবহুল এসইউভি-এর জন্য একটি উদ্ভাবনী মানদণ্ড স্থাপন করেছে। ১,০২,৮৯,৯০০ টাকা (এক্স-শোরুম) মূল্যের এই নতুন এক্স সি৯০ উন্নত প্রযুক্তি এবং পরিশীলিত নকশার উপাদানগুলির একটি স্যুট প্রদর্শন করে, যা পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং সর্বাধিক বিক্রিত ফ্ল্যাগশিপ এসইউভি-কে আরও উন্নত করে। ৪ঠা মার্চ, নয়াদিল্লিতে সুইডেনের দূতাবাসে মহামান্য জ্যান থেসলেফ এবং ভলভো কার ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী জ্যোতি মালহোত্রার উপস্থিতিতে জাতীয় লক্ষ ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।এই আইকনিক এসইউভি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে আছে, এবং আমরা ভারতীয় বাজারে নতুন এক্সসি ৯০ চালু করতে পেরে রোমাঞ্চিত, বলেন ভলতো কার ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জ্যোতি মালহোত্রা। এই এসইউভি সুইডিশ বিলাসিতা এবং ডিজাইনের শীর্ষস্থানকে মূর্ত করে, ভলভো ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য, উদ্ভাবন এবং সুরক্ষাকে নির্বিঘ্নে একীভূত করে। এই গাড়িটি অতুলনীয় আরাম, প্রশস্ততা, বহুমুখীতা এবং দক্ষতা প্রদান করে। এর সতেজ, সমসাময়িক বহির্ভাগের নকশা রাস্তায় এর কর্তৃত্বপূর্ণ উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করে।আজ আমাদের ডিলারশিপে নতুন ভলভো এক্সসি ৯০ উন্মোচন করতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত, বলেন এসপিএল ভলভোর ডিলার প্রিন্সিপাল মিঃ নিকুঞ্জ সানওয়ারিয়া। এই আইকনিক এসইউভি ভারতীয় বাজারে বিলাসবহুল অটো সেগমেন্টে র জন্য একটি নতুন মান স্থাপন করেছে। আমরা নিশ্চিত যে আমাদের গ্রাহকরা এক্সসি ৯০ এর উন্নত প্রযুক্তি, পরিশীলিত অভ্যন্তরীণ সজ্জা এবং অতুলনীয় আরাম দ্বারা মুগ্ধ হবেন। আমরা সকলকে আমাদের শোরুমে আসার এবং নিজের জন্য এই বিশালতা উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপোষহীন নিরাপত্তা মানপ্রত্যেক ভলভোর মতো, নতুন এক্সসি ৯০ রাস্তার সবচেয়ে নিরাপদ যানবাহনগুলির মধ্যে একটি হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এতে একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা খাঁচা এবং সক্রিয় সুরক্ষা প্রযুক্তির একটি বিস্তৃত পরিসর রয়েছে, যা যাত্রী এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।রাডার এবং সামনের ক্যামেরা ব্যবহার করে,

নতুন এক্সসি ৯০ অনিচ্ছাকৃত লেন ড্রিফ্ট সনাক্ত করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়িটিকে তার লেনে ফিরিয়ে আনতে পারে, সম্ভাব্য সংঘর্ষ রোধ করে। এতে রান-অফ রোড মিটিগেশন এবং সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যবস্থাও রয়েছে যা অন্যান্য যানবাহন, পথচারী, সাইকেল আরোহী এবং বড় প্রাণী সনাক্ত করতে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।কিংবদন্তি আরাম এবং পরিমার্জননতুন এক্সসি ৯০ অতুলনীয় ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যার বৈশিষ্ট্য হল ব্যতিক্রমী আসন আরাম এবং একটি আপগ্রেডেড স্ট্যান্ডার্ড সাসপেনশন। পৃথক ড্যাম্পারগুলি এখন রিয়েল-টাইম রাস্তার অবস্থার সাথে যান্ত্রিকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, একটি আত্মবিশ্বাসী এবং আরামদায়ক যাত্রার জন্য আরাম এবং স্থিতিশীলতা উভয়ই অনুকূল করে তোলে। একটি সক্রিয় চ্যাসিসের সাথে একত্রে কাজ করে, ঐচ্ছিক এয়ার সাসপেনশন সিস্টেম, সবচেয়ে আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ বার গাড়ি, রাস্তা এবং ড্রাইভার পর্যবেক্ষণ করে। এই সিস্টেমটি যাত্রার উচ্চতা সমন্বয়ের অনুমতি দেয়, উন্নত অ্যারোডাইনামিক্সের জন্য গাড়িটিকে ২০ মিমি কমিয়ে দেয় বা চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডের জন্য এটি ৪০ মিমি বাড়িয়ে দেয়। উন্নত ইনসুলেশন বাতাস এবং রাস্তার শব্দ আরও কমিয়ে দেয়, একটি শান্ত কেবিন পরিবেশ তৈরি করে। বিলাসবহুল এবং স্বজ্ঞাত অভ্যন্তরনতুন এক্সসি ৯০ এর পুনঃ ডিজাইন করা অভ্যন্তরটি সমসাময়িক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নকশাকে প্রতিফলিত করে, যার মধ্যে রয়েছে প্রিমিয়াম পুনর্ব্যবহৃত উপাদানের আলংকারিক প্যানেল এবং নতুন উল্লম্ব এয়ার ভেন্ট সহ আরও অনুভূমিক ড্যাশবোর্ড। উন্নত পরিবেষ্টিত আলো বিলাসবহুল পরিবেশকে আরও বাড়িয়ে তোলে। উচ্চ রেজোলিউশন এবং একটি আপডেটেড ইউজার ইন্টারফেস সহ একটি নতুন ১১.২-ইঞ্চি কেন্দ্রীয় টাচস্ক্রিন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, অ্যাপ এবং ওভার-দ্য-এয়ার সফ্টওয়্যার আপডেটগুলিতে নির্বিঘ্ন অ্যাক্সেস প্রদান করে।

ভুয়ো ভোটারের খোঁজে বিধায়ক পরেশ, আশ্বাস দিলেন পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যা মেটানোর

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৭ মার্চ ঃ ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভুযো ভোটারের হদিস মিলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলারও একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে ভুয়ো ভোটারের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে হাজার হাজার ভুয়ো ভোটার। এবার সেই ভুয়ো ভোটারের খোঁজে পথে নামলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধাযক পরেশ রাম দাস। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শুক্রবার সকাল থেকে নিজেই বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন ভুয়ো ভোটারের খোঁজে। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে বুথে ঘোরেন তিনি। ভোটার লিস্ট হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যান। কোথাও কোন ভুয়ো ভোটার রয়েছে কিনা সেটা নিজেই সরেজমিনে খোঁজ নেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এদিন সকাল থেকেই বিধায়ক বাড়ি বাড়ি হাজির হন। এদিকে বিধায়ককে হাতের কাছে পেয়ে অনেকেই নিজেদের পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যার কথা তার সামনে তুলে ধরেন। সেই সমস্যারও দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন বিধায়ক। তবে এদিন সকাল থেকে এলাকায় ঘুরেও দিঘীরপাড় এলাকায় কোনও ভুয়ো ভোটারের হদিস মেলেনি বলে দাবি তাঁর। পরেশ বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতেই ভুয়ো ভোটারের হদিস মিলেছে। আমাদের দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মতো আমরা আমাদের বিধানসভা এলাকায় কাজ শুরু করেছি। আজ দিঘীরপাড় এলাকায় বেশ কয়েকটি বুথ ঘুরে দেখলাম। এলাকার মানুষের জল, রাস্তার কিছু সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সমাধানও শীঘ্রই করা হবে।

ছাপড়া-শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন (উধমপুর)-ছাপড়া স্পেশাল ট্রেন

গোরক্ষপুর, ৭ মার্চ ঃ হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ১০ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার গোরক্ষপুর থেকে ছাপড়া হয়ে ০৫১৯৩০৫১৯৪ ছাপড়া-শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন (উধমপুর)-ছাপড়া স্পেশাল ট্রেন এবং ১২ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন (উধমপুর) থেকে ৪টি ট্রিপের জন্য নিম্নলিখিতভাবে চলাচল করবে।০৫১৯৩ ছাপড়া-শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন (উধমপুর) স্পেশাল ট্রেনটি ১০ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ছাপড়া থেকে দুপুর ২টায় ছেড়ে ছাড়বে এবং ছাপড়া কাছারিতে ১৪.১২ মিনিটে, মাশরাখ ১৫.০২ মিনিটে, দিঘোয়া দুবাউলি ১৫.৩৪ মিনিটে, থাওয়ে ১৭.০৫ মিনিটে, তমকুহি রোডে ১৭.৩৭ মিনিটে, পদরৌনা ১৮.১০ মিনিটে, কাপ্তানগঞ্জ ১৯.৩৫ মিনিটে, গোরখপুর ২০.৫৫ মিনিটে, খলিলাবাদ ২১.৩১ মিনিটে, বাস্তি ২১.৫৯ মিনিটে, গোন্ডা ২৩.২৫ মিনিটে, পরের দিন বুধওয়াল থেকে ০১.১৮ মিনিটে, সীতাপুর ০৩.১০ মিনিটে, শাহজাহানপুর ০৬.০৬ মিনিটে, বেরেলি ০৭.১৪ মিনিটে, মোরাদাবাদে পৌঁছাবে। ০৮.৪৭ ঘন্টা, লাকসার জংশন। এটি ১০.৪৭ মিনিটে, রুরকি ১১.০৯ মিনিটে, সাহারানপুর ১২.২৫ মিনিটে, যমুনা নগর - জগধারী ১২.৫৭ মিনিটে, আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট ১৪.২০ মিনিটে, ধান্ডারি কালান ১৫.৫৬ মিনিটে, জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট ১৭.০৫ মিনিটে, পাঠানকোট ক্যান্টনমেন্ট ১৯.১০ মিনিটে, কাঠুয়া ১৯.৫০ মিনিটে এবং জম্মু তাওয়াই রাত ৯.০০ মিনিটে ছেড়ে শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন (উধমপুর) পৌঁছাবে ২৩.০৫ মিনিটে।

RDB RASAYANS LIMITED
CIN: L36999WB1995PLC074860
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1,Lal Bazar Street
3rd Floor, Room No-09, Kolkata-700001,
Ph No (033) 4450 0500, Fax: 033-22420588
Email id- info@rdbindia.com; website - www.rdbgroup.in

অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিএবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেডের** সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম)**শনিবার, ২৯শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১,০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (আইএসটি**) ভিডিও কনফারেন্সিং(**ভিসি**) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম **(ওএভিএম)** এর মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ **(আইন)** এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ **(তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ)** এর প্রযোজ্য বিধান মেনে ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ ব্যবসাগুলি লেনদেন করার জন্য,সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭২০২০ তারিখ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০, ৩৩২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর,২০২০, ৩৯২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ০১২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১,২০২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ২১২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০২২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯২০২৩ তারিখ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ০৯২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা (এমসিএ সার্কুলার) এবং SEBIHOCFDCFD-PoD-2PCIR2024133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা **(সেবি সার্কুলার),** একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ইজিএম-এর নোটিশ শুক্রবার, ০৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডেইমেল মারফত কোম্পানি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। ইজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbrealty.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড(এনএসডিএল) https:www.evoting.nsdl.com, BSE লিমিটেড www.bseindia.com এবং সিএসই লিমিটেড www.cse-india.com এও পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করেএকই নিবন্ধন করতে পারবেন।

ডিম্যান্ড হোল্ডিং	আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিশদ নিবন্ধন আপডেট করুন।

ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশাবলী
১. সদস্যদের ভোটদানের সুবিধা (ই-ভোটিং)এনএসডিএল কর্তৃক প্রদান করা হবে। ইজিএমের নোটিশে ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সদস্যরা কীভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন সে সম্পর্কে নির্দেশাবলী রয়েছে।
২. সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সমানুপাতিক হবে। সকল সদস্যকেঅবহিত করা হচ্ছে যে-
ক) সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ ব্যবসাগুলিইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবেখ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৬শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯,০০ টায় (আইএসটি)
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৮শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫০့০ টায় (আইএসটি)
ঘ) সদস্যদের ইজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং অধিকার বা ই-ভোটিং প্রযােগের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শনিবার, ২২শে মার্চ, ২০২৫এবং যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেনযে কোনও ব্যক্তি, যিনি নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২২শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্য হন এবং শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
চ) সদস্যরা মনে রাখবেন যে
১) পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং একবার সদস্যরা কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্যরা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না
২) ইজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও ইজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না
৩) যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ২২শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি ইজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
৩. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি যাচাই-বাছাই করার জন্য, মিসেস প্রাচী টোডি,সদস্য নং এসিএস ৫৩০২২, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকেপরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৪. যেহেতু ইজিএম ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, ব্লক্সপ্ত এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, সদস্যদেরকে তাদের নাম, ডিম্যাটঅ্যাকাউন্ট নম্বরফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেsecretarial@rdbrealty.com ঠিকানায় তাদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আগে থেকেই প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২৫শে মার্চ, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ টা (আইএসটি) পর্যন্তকোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা, ইজিএম চলাকালীনবিবেচনা এবং উত্তর দেওয়া হবে।
৫. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি অথবা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি https:www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ অথবা টোল ফ্রিনম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রে,নির্ধারিত ইমেল আইডি evoting@nsdl.co.in-এ ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশ ক্রমে
সাক্ষর-
সুরভী কুমারী গুপ্ত
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৮ মার্চ, ২০২৫ কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯৭ সংখ্যা, শনিবার ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১

প্রসঙ্গ অভিনেতা উত্তম কুমার

যেদিন তিনি চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন, ঠিক তার দুই দিন পরে, ১৯৮০ সালের ২৬শে জুলাই, তাঁর স্মৃতিচারণে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'নায়ক' স্রষ্টা 'শ্রী সত্যজিৎ রায়' লিখেছিলেন, ''উত্তমকুমারকে যখন প্রথম ছবিতে দেখি তখনও আমি নিজে ছবির জগতে আসিনি। নতুন একটি হিরোর আবির্ভাব হয়েছে বলে শুনছিলাম, ছবিটিও নাকি ভাল, তাই স্বাভাবিক তাগিদেই গেলাম 'সাড়ে চুয়াত্তর' দেখতে। নির্মল দে-র ছবি, পরিচ্ছন্ন পরিচালনা, আটসাট চিত্রনাট্য। এই বিশেষ পরিচালকের কাজ ভাল লেগেছিল বলেই পরে দেখলাম 'বসু পরিবার' ও 'চাঁপাডাঙার বউ'। তিনখানা ছবি পর পর দেখে, মনে হল উত্তমকুমারের অভিনয় ও ব্যক্তিত্বে সত্যিই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের দুর্গাদাস, প্রমথেশ, ধীরাজ, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখদের কাজের সঙ্গে এর বিশেষ মিল নেই। মনে হল ছেলেটি হলিউডের ছবি-টবি দেখে। অভিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠ, চলায়-বলায় বেশ একটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য। ক্যামেরা বস্তুটিকে যেন বিশেষ তোয়াক্কা করে না। তার উপরে চেহারায় ও হাবেভাবে বেশ একটা মন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। উত্তমকুমারের ভবিষ্যৎ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে উত্তম-সুচিত্রার রোম্যান্টিক জুটি দর্শকদের মন জয় করেছে। লেখক পরিচালক প্রযোজক দর্শক সকলের চাহিদা চলে গেছে প্রেমের গল্পের দিকে। 'অগ্নিপরীক্ষা' বা 'হারানো সুর' দেখে এটা বুঝেছিলাম যে এই জুটির সাফল্যের পিছনে লেখক প্রযোজক পরিচালক দর্শক সমালোচক ফিল্ম-পত্রিকা সম্পাদক ইত্যাদি সকলের যতই অবদান থাকুক না কেন, এদের দু'জনের মধ্যেই এমন সব গুণ বর্তমান, যার রাসায়নিক সংমিশ্রণে সোনা ফলতে বাধ্য। শুধু উত্তমের কথা বলতে গেলে এটা বলা যায় যে, নায়িকার সান্নিধ্যে এলেই অনেক নায়কের মধ্যেই সিঁটিয়ে যাওয়ার ভাবটা ক্যামেরায় অব্যর্থ ভাবে ধরা পড়ে, উত্তমকুমারের মধ্যে সেটি নেই। বরং প্রেমের দৃশ্যে এঁর অভিনয় খোলে সবচেয়ে বেশি। নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেখানে চিত্রকাহিনির অন্যতম প্রধান উপাদান, সেখানে এটা যে কত বড় গুণ সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। 'নায়ক'-এর গল্প। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক অভিনয়-পাগল যুবক ছবিতে নেমে তরতরিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। এই অবস্থায় এই যুবকের মনে কী ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তার মূল্যবোধে কী পরিবর্তন হতে পারে, এও ছিল গল্পের বিষয়। চিত্রনাট্য শুনে উত্তম খুশি হয়। তার একটা কারণ হতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কাহিনির সাদৃশ্য। যে গল্পের গভীরে প্রবেশ করতে না চাইলেও, বা না পারলেও, তাঁর চরিত্রটি কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেটা উত্তম মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। যে ধরনের প্রেমের গল্পে অভিনয় করতে অভ্যস্ত, এটা সে ধরনের গল্প না। সুতরাং তাঁকে গতানুগতিক পথ কিছুটা ছাড়তে হবে। এতে যে প্রেম আছে, তা প্রচ্ছন্ন। এতে নায়কের দোষ-গুণ দুই আছে, এবং তা যে শুধু অন্তরে তা নয়। এই সব প্রস্তাবে তাঁর সামান্য প্রাথমিক দ্বিধা উত্তম সহজেই কাটিয়ে উঠেছিল।

দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফিশার

পরাজিতের ইতিহাস। ইতিহাস বরাবর বিজয়ীদের মনে রাখে। আপ্তবাক্যটি বরিস ভ্যাসিলিয়েভিচ স্প্যাসকির কানে-কানে কেউ যদি বলে থাকেন আন্দাজ করা কঠিন হবে না। দশম দাবা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তিনি। পড়ে পাওয়া চ্যাম্পিয়নের তকমা নয়। পেট্রোশিয়ান এবং করশনয়ের মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছেন খেতাব। সারা জীবনের রেকর্ড দেখলে, তা-ও চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতোই। মাত্র দশ বছর বয়সে একটি প্রদর্শনী simul টুর্নামেন্টে মিখাইল বটভিনিককে হারিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। তারপর একাধিকবার হারিয়েছেন তাল, করশনয়, পেট্রোশিয়ান, কারপভ, এমনকী সর্বকালের সেরা হওয়ার দুই দাবিদার ফিশার ও কাসপারভকেও। কিন্তু একান্ত দাবা-অনুরাগী বা বিশেষজ্ঞদের মুঠোভর্তি দুনিয়ার বাইরে ক' জনই বা মনে রেখেছে তাঁর সেই সব জিতে যাওয়ার কথা? ক' জন মনে রেখেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত লেনিনগ্রাদ খালি করে চলে যাওয়া উদ্বাস্তু-বোঝাই ট্রেনে তাঁর দাবা খেলা শেখার কথা? কে জেনেছে সাইবেরিয়ার অনাথাশ্রমে কাটানো ছেলেটি কী অপরিসীম পরিশ্রমে আর অধ্যবসায়ে শিখেছে আধুনিক দাবার সোভিয়েত কৃৎকৌশল; আয়ত্ত করেছে নির্মম পজেশনাল চেস খেলে জিতে যাওয়ার রেসিপি। অন্ধকার ফুঁড়ে উঠে এসে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার এ গল্পও তো রূপকথার হতেই পারত। ইতিহাস তো এমন বিজয়ীদেরই মনে রাখে; তাদের জয়ের উদযাপন করা হয় যুগে-যুগে! অথচ বরিস স্প্যাসকি কিনা জনসাধারণের মনে থেকে গেলেন তাঁর পরাজয়ের গাথার জন্য। ববি ফিশার নামক উন্মাদ জিনিয়াসের প্রবল স্রোতে খড়কুটোর মতো উড়ে যাওয়ার জন্য। আর কীভাবে? কর্ণের মতো ট্র্যাজিক হিরো হলেন কি তিনি, হেরে গিয়েও যাঁর পুরুষকার, যাঁর বীরগাথা জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়েও উজ্জ্বল? আচ্ছা, মহাকাব্যে খুঁজতে হবে না। তিনি কি ব্যাঙ্গালোরের গাওস্করের মতো হারা-ম্যাচের-হিরো হলেন? আলির বিরুদ্ধে ফোরম্যানের মতো অন্তত সম্মানজনক উল্লেখ? ৯০-এর ফাইনালে হেরে যাওয়া দিয়েগোর মতো তিনিও কি কাঁদিয়ে ছাড়লেন আপামর ভক্তকুলকে? আমজনতাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন যাঁরা শখে একটুআধটু দাবা খেলার খবর রাখেন। জিজ্ঞেস করুন ১৯৭২-এর ফিশার বনাম স্প্যাসকি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচের কথা। তাঁরা বলবেন ওহ! তুমুল ঠান্ডাযুদ্ধের মধ্যে সে কী গা গরম করা উত্তেজনা! হেনরি কিসিঙ্গার অব্দি মাঠে নেমে পড়েছে; পিছনের দরজা দিয়ে ফিশারকে ক্যান্ডিডেটস খেলানো হচ্ছে পল বেঙ্কোকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ ধরিয়ে দিয়ে। কেন? না, রাশিয়াকে হারাতে হবে। ফিশারই তা করতে পারে একমাত্র।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

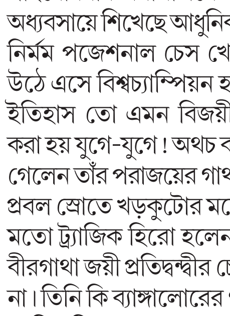

মাতৃশক্তি জাগরিত করে মানব কল্যাণে ব্যবহার .করতে হবে। নিজের মহৎ শক্তির দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করে অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা সম্পদ।জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতায় কাজে লাগাতে হবে। নতুনভাবে ভারত গড়ে তুলতে হবে। নিত্য নতুন আবিস্কারে মগ্ন থাকো।

সাধক রামপ্রসাদ

ভগবান হলেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পুজো করতে হবে। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজের মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার কর। হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গুরু কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে সমাজের বিভিন্ন চিত্রকে তুলে ধরে কষাঘাত করতে শুরু করেছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

ঈশ্বর গুপ্ত প্রচুর লিখলেও বর্তমানে সেসবের খুব বেশি কিছু টিকে নেই; কারণ, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে টিকে থাকবার মত প্রাণশক্তি তাঁর লেখনীতে কখনোই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহাসিক অবদান অবশ্যস্বীকার্য। আজও তিনি ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি-ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস বলে যে, বাংলা সাহিত্যজগতে একদা তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি অসামান্য ছিল। সেদিনকার নবীন লেখকদের কাছে তিনি তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ছিলেন। পরবর্তী সময়ের যে ক'জন প্রতিভাবান লেখককে তিনি তাঁর নিজের শিষ্যরূপে পেয়েছিলেন, তাঁর সম্পাদিত প্রভাকর পত্রিকার পাঠশালায় বাংলা সাহিত্যে তাঁদের হাতেখড়ি ঘটেছিল। সাহিত্য নির্মাণ, সাহিত্যসমালোচন, সাময়িকপত্রের সম্পাদনা ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বর গুপ্ত কত যে বিচিত্র কাজ করে গিয়েছেন, সে হিসাব ইতিহাস লিখে রাখেনি। সেযুগের নতুন কবিরা তাঁর অকৃপণ উৎসাহে প্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা ছাপা হয়ে বর্তমান সময়ের মানুষের হাতে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং এমন বহুধা প্রকাশিত যে ব্যক্তিটির কাজ;তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণযোগ্য, এবং তাঁর এই অসাধারণত্বে এখনকার কেউই বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করেন না। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, তিনিই আধুনিক বাঙলা কাব্যের শৈশবপর্বের প্রথম শক্তিমান কবি ছিলেন। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন যুগ বলতে যা বোঝায়, গুপ্ত-কবি তেমন কিছু প্রবর্তন করেননি; এমনকি যুগোত্তীর্ণ কোন কাব্য-কবিতাও তিনি রচনা করতে পারেন নি। তবুও তাঁর রচনাবলী পড়লে মোটামুটিভাবে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারা যায় যে, তখন থেকেই বাঙলা কাব্যে হাওয়া-বদল হতে শুরু হয়েছিল, এবং প্রাচীন কাব্য-রীতির দিন ফুরিয়েছিল। বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অভিনবতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি না করে, প্রাত্যহিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে ছন্দে গেঁথে, ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালির সামনে যে সাহিত্যের নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন। একথায় এখনও পর্যন্ত কেউই আপত্তি করেননি। মোটকথা হল যে, ঈশ্বর গুপ্তের হাত ধরেই বাঙালির পুরোনো ঐতিহ্যের কাব্য-ধারায় স্পষ্ট ছেদ পড়েছিল, এবং এক নবযুগের সূত্রপাত ঘটেছিল। তাই সমালোচকদের মতে যতই রুক্ষ, শিথিল, অশিষ্ট, অমার্জিত ও অসংযত হোক না কেন, ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্তের কবিতা কিন্তু আধুনিকতারই পরিচয়বাহী। আগের যুগের ভারতচন্দ্র এবং অন্যান্য কবিওয়ালা দের সঙ্গে যোগবন্ধন ছিন্ন করতে না পারলেও, মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর গুপ্ত আসলে ইংরেজ -আমলের বাংলার মানুষ ছিলেন। আরো ভালো করে বললে, বাংলা সাহিত্যের সে পাড়া ও এপাড়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই তাঁর অবস্থান ছিল। তখন তিনি এপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হতে চাইলেও ওপাড়ার আকর্ষণ যেন কখনোই পুরোপুরি ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই মোহ কাটাতে পারলে তাঁর হাত দিয়েই হয়ত আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হত। কিন্তু যেহেতু তা হয়নি, সেহেতু একাজের জন্য বাঙালিকে মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বাঙলা সাহিত্যের যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেযুগের বাংলা তখন বিচিত্র আলোড়নে বিক্ষুব্ধ, অস্থির ও চঞ্চল ছিল। সমাজে, শিক্ষায়, ধর্মে ও রাজনীতিতে তখন আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। ওই সময়ে জীর্ণ পুরাতন বিদায় নিয়েছিল এবং নতুনের সদর্প পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল। বাঙালির অনেক দিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাপ্রণালী তখন শিথিল হয়ে পড়লেও সুশৃঙ্খল নবীনের প্রতিষ্ঠা তখনও পর্যন্ত ঘটেছে, আর তখনকার এই যুগসন্ধিক্ষণেই;রামমোহন -ডিরোজিও-ডিরোজিওপন্থী নব্যবাঙালি আর বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ করবার দিনে, গুপ্ত-কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। ওই সময়টি ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণের কাল। তখন একদিকে যেমন সুপ্তির জড়িমা ছিল, অন্যদিকে তেমনি নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য ছিল; একদিকে যেমন প্রাচীনকে সর্বশক্তি-প্রয়োগে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা ছিল, অন্যদিকে তেমনি অতি-উৎসাহ-সহকারে নবনবীনকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন করা হয়েছিল। বস্তুতঃ এই কালটি তখন দুই বিরোধীভাবের অপরূপ এক সংগমস্থল হয়ে উঠেছিল। আর ভাবাদর্শের এই বিরোধ তখন শুধুমাত্র বাঙালি সমাজে নয়, বরং বাঙলার সাহিত্য সংসারেও দেখা দিয়েছিল। ঠিক ওই সময়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী প্রত্যক্ষ বর্তমানের ওপরে দাঁড়িয়েই ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সাহিত্য নির্মাণ করে ছিলেন। এরফলে উক্ত আলোড়নচিহ্নিত যুগটির ভাবদ্বন্দ্ব তাঁর রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। আর এজন্যই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিসত্তার দ্বৈধ এযুগের সাবধানী পাঠক-পাঠিকার চোখে ধরা না পড়ে পারে না।

ইংরেজি ১৮১২ সালে কাঁচরাপাড়া গ্রামের মাতুলালয়ে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম হয়েছিল। তিনি দরিদ্র এক বৈদ্যবংশের সন্তান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সাক্ষ্যে জানা যায় যে, নিজের শৈশবে গুপ্ত-কবি লেখাপড়ার বিষয়ে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র একইসাথে একথাও জানিয়েছিলেন যে, বাল্যকালেই ঈশ্বর গুপ্ত পদ্যরচনের ক্ষমতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি মুখে মুখে ছড়া তৈরি করতে পারতেন, এবং বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার পরে কবির দলে; হাপ-আখড়াইয়ের দলে গান বেঁধে দিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু রীতিমতো কোন বিদ্যাভ্যাস তাঁর কখনো হয়নি। এরপরে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ও জীবিকার সন্ধানে ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতা শহরে পদার্পন করেছিলেন। তবে যদিও কলকাতায় যথার্থ বিদ্যার্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু তবুও ভাগ্যক্রমে এই শহরেই তিনি সাহিত্যানুশীলনের প্রশস্ত সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। একসময়ে তিনি পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্য গড়ে উঠেছিল। এই যোগেন্দ্রমোহনই পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশঃকীর্তির সোপানস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৩১ সালে, মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে তিনি সেকালের প্রসিদ্ধ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন। স্মরণীয় যে, যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরই এই পত্রিকাটি প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সুতরাং যোগেন্দ্রমোহনের সংস্পর্শে না এলে গুপ্ত-কবির জীবন যে ঠিক কোন খাতে বইত, একথা বলা কঠিন। প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাতৃভাষার নিরলস সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এবারে দেখা যাক যে, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার দানে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়, এবং বঙ্গীয় কবিতায় তিনি কি অভিনবতা নিয়ে এসেছিলেন। সমালোচকদের মতে, গুপ্ত-কবির কাব্যজগতে প্রবেশ করলে প্রথমেই যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সেটা হল কবিতা বিষয় বৈচিত্র্য ও বিষয়ের নতুনতা, এবং তাঁর বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। কবিতায় দেবদেবীর লীলাকথনের দায়িত্বপালনে তাঁর এতটুকু রুচি ছিল না বলেই প্রাচীন ধারার অনুসরণে মঙ্গলাখ্য কোনো কাব্য তিনি লেখেননি। প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার বহির্দেশে কৃত্রিম কথাবস্তুর আশ্রয় নিয়ে কবিতাকে তিনি কখনোই কাল্পনিকতার ছায়াচ্ছন্ন দূর ভূমিতে নির্বাসিত করেননি; বরং সর্বজনের পরিচিত জগৎসংসারের দিকেই তিনি চোখ রেখেছিলেন, নিকটের বাস্তবকে সহজ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, ঐহিকতার প্রতি আগ্রহ দেখে ছিলেন, এবং পদ্যের অক্ষরে জীবনরসরসিকতার স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছিলেন। বঙ্কিম বলেছিলেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু'; বাস্তবে গুপ্ত-কবির কাব্যবস্তুর কৃত্রিমতার বিরোধিতা সম্পর্কে তিনি যথার্থ মন্তব্যই করেছিলেন। যিনি জীবনপ্রীতির কাব্যকার ছিলেন, তাঁর পক্ষে দেবতার অপ্রাকৃত লীলার ঐকান্তিক চিন্তায় আত্মনিমজ্জন করা কখনোই সম্ভব ছিল না, বরং মুগ্ধ-অনুরাগের কথা ছন্দোবদ্ধ করাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আর নবযুগের চেতনা যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল, সেহেতু তাঁর কবিভাবনা মানবসংসারের অভিমুখী হয়েছিল, এবং পরিদৃশ্যমান বাস্তবের উদার উন্মুক্ত সড়কে তাঁর সতত সঞ্চরণ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম কোন বাঙালি কবি ছিলেন, যিনি নিজের নির্মিত কাব্যলোকে সকলের চেনা পৃথিবীকে সাগ্রহে জায়গা করে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতেই বাঙলা কবিতার বিষয়-ব্যাপ্তি ঘটেছিল। এছাড়া তিনি কবিতার বৈচিত্র্য -সম্পাদনও করেছিলেন। তাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আসলে সমকালীন বাঙালি সমাজ ও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কবি ছিলেন, একথা বললে ভুল কিছুই বলা হয় না। এদেশের উৎসব-পার্বণ, পূজা -অর্চনা, আচার-বিধি, প্রথা-নিয়ম, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য প্রভৃতির চিত্রাঙ্কনে তিনি বেশ কুশলতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁকে বস্তুতান্ত্রিক কাব্যনির্মাতা বলা যেতে পারে। বঙ্কিমের ভাষায় ঈশ্বর গুপ্ত 'রিয়ালিস্ট' ছিলেন। একারণেই 'পৌষপার্বণ',এর বর্ণনায় তিনি বাঙালির অন্তঃপুরে উঁকি দিয়েছিলেন, এবং 'এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছ', 'পাঁটা', 'আনারস' প্রভৃতি বাস্তব প্রয়োজনের বস্তু থেকে কাব্যরস আহরণ করেছিলেন। নিকটবর্তী সংসারের এসব তুচ্ছ সাধারণ বস্তুনিচয় বঙ্গদেশীয় কবিতার ইতঃপূর্বে কখনোই তেমনভাবে অভ্যর্থিত হয়নি। সুতরাং তাঁর কাব্যবস্তুঘটিত এই অভিনবতা আজও পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তবে নিজের হাস্যরসাত্মক লঘু জাতের কবিতাগুলোর জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যে সবথেকে বেশি স্মরণীয়। তিনিই বাঙলাসাহিত্যে নতুন ধরণের হাস্যরসের প্রবর্তন করেছিলেন। যদিও এর আগের প্রাচীন কবিদের লেখাতেও হাস্যরসসৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের সেই হাসি যেন বড়োই স্থূল ছিল। এজন্য সেগুলিতে উপাদেয়তা কম বলেই মনে হয়। অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, যদিও ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতেও কোনো কোনো জায়গায় স্থূলতা বা কুরুচির মুদ্রাঙ্কন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও তাঁর কাব্যের এই হাসি অপেক্ষাকৃত নির্দোষ বলেই বোধ হয়। তাঁর বিদ্রূপের হুলে তেমন বিষ পাওয়া যায় না, এবং এটি প্রায়শঃই বিদ্বেষের স্পর্শশূন্য বলেই মনে হয়। বরং তিনি যেখানেই নির্দোষ হাসির তরঙ্গ তুলেছিলেন, সেটা সকলেরই উপভোগের বস্তু হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা নিবেদন করতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন-'তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু; শিখিনি শিঙ বাঁকানো, কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস। যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা গামলা ভাঙে না, আমরা ভূসি পেলেই খুশি হবো; ঘুষি খেলে বাঁচব না।' সমালোচকদের মতে, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসসৃষ্টির এমন সুন্দর নিদর্শন প্রায় পাওয়াই যায় না। ঊনিশ শতকে এদেশে পাশ্চাত্য হাওয়া বইতে শুরু হওয়ার পরে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার ক্রমবিস্তার ঘটেছিল; এরফলে মেয়েরা তখন অন্দর ছেড়ে স্কুলকলেজে যেতে আরম্ভ করেছিলেন, এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় তরুণেরা পশ্চিমী আচার-আচরণ ও সাজপোশাকের নির্বিচার অনুকরণ করতে শুরু করেছিলেন। এসবের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছুটা রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত তখন লিখেছিলেন, 'যত কালের যুবো যেন সুবো ইংরেজি কয় বাঁকাভাবে। ধরে গুরু পুরোত মারে জুতো ভিখারি কি অন্ন পাবে? আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রত ধর্ম করতো সবে। একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে? যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। তখন এ, বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে। এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে? সব কাঁটা-চামচে ধোরবে শেষে; পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?' সমালোচকদের মতে, তাঁর এই ব্যঙ্গরচনার উপভোগ্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। সেযুগের বাংলার হালচাল, হিন্দুঘরের ছেলেদের বেদ -বাইবেলের ভেদ না মানা, যুবকদের ইউরোপীয় বিদেশি রীতিতে বাঙালি মেয়েদেরকে শিক্ষাদান;এসব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিশ্চই ভালো লাগেনি, এসবে তিনি হয়ত শঙ্কাগ্রস্ত হয়েছিলেন। আর তাই, পশ্চিমের অনুকরণকে তিনি যেমন বিদ্রূপ হেনেছিলেন, তেমনি আবার ব্যঙ্গের আঘাতে জাতীয় চেতনাকে সদাজাগ্রত রাখতেও চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরকেও গুপ্ত-কবি নিজের বিদ্রূপের বিষয়বস্তু করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি হুল ফোটানোর কোন চেষ্টা করেননি, তিনি বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না, এমনকি নতুন কালের প্রতি বিদ্বিষ্টও ছিলেন না। তবে তাঁর ঝোঁকটা যে বরাবরই রক্ষণশীলতার দিকেই বেশি ছিল, এবিষয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই। আর তাই তিনি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রগতিবাদকে মেনে নিতে পারেননি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, তাঁর সময়ে প্রাচীন সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাটা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এখানে একইসাথে একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, গুপ্তকবির লেখা কিছু-কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা সত্যিই বিদ্বেষকণ্টকিত ছিল, তাঁর এসব রচনার হাস্যরস মোটেই নির্দোষ ছিল না।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী

স্বর্ণযুগের সঙ্গীত শিল্পীদের মতোই জনপ্রিয় ছিলেন তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দী এটা সত্যই

বিশেষ প্রতিবেদক

স্বর্ণযুগের বাংলা গানের রথী-মহারথীদের সঙ্গতে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল রাধাকান্ত নন্দীর তবলা। নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের প্রত্যেকেরই আলাদা তবলচি থাকত কিন্তু গানের রেকর্ডিংয়ের সময় ডাক পড়ত একমাত্র রাধাকান্ত নন্দীর। রাধাকান্ত নন্দী যতদিন জীবিত ছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে তাঁর তবলা সঙ্গত ছাড়া গান গাইতেন না।এমনও হয়েছে একদিন উভয়রই গানের জলসায় গান গাইবার কথা।একজনের রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠান তো অপরজনের একাদেমী অব ফাইন আর্টসে।উভয় সঙ্কটে পড়লেন রাধাকান্ত নন্দী। কিন্তু সেসময়ে শিল্পীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ভীষণ রকম মজবুত।আলোচনায় ঠিক হলো একাদেমিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আগে গাইবেন সঙ্গত করবেন রাধাকান্ত নন্দী,তারপর তিনি দ্রুত চলে গেলেন রবীন্দ্রসদনে মান্না দের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করতে। এইভাবেই সুন্দর সমাধান হয়েছিল বিষয়টির। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন রাধাকান্ত নন্দীর ওপর। মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা... গানে তাঁর অসামান্য গায়কী নিয়ে প্রশংসা করলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন সবিনয়ে গীতশ্রী, ও তো রাধাকান্ত নন্দীর তবলার কারিগরি! অবশ্য সে সময়ের শিল্পীরা এমনই বিনয়ী এবং

উদার মনের ছিলেন।একে অন্যের প্রশংসা করতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করতেন না তাঁরা। গীতশ্রী আরও বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে,উনি তবলা বাজাতেন না গান বাজাতেন।

এই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী থেকেই জানা যায় সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত নন্দীর মধ্যে অসম্ভব টান ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল।রবীন চট্টোপাধ্যায়ের ডাকে সবসময়ই সময় দিয়েছেন,ঘন্টার পর ঘন্টা তবলা বাজিয়ে গেছেন রাধাকান্ত নন্দী।

মান্না দে'র অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তিনি। একবার মান্না দে বাংলা গানে শিল্পীদের অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, বাংলা গানে দুজনের অবদান কখনও ভোলার নয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাধাকান্ত নন্দী এঁরা বাংলা আধুনিক গানকে কয়েক যোজন এগিয়ে দিয়েছিলেন। মান্না দে যখন জলসায় গাইতেন লোলিতা গো...ওকে আজ চলে যেতে বল না ও লোলিতা.. সাথে তবলায় যোগ্য সঙ্গত করতেন তাঁর রাধুবাবু... রাধাকান্ত নন্দী,তখন কীরকম এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হতো তা তখনকার জলসায় এঁদের যুগলবন্দী যাঁদের শোনবার,দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরাই জানে।

নজরুল-গীতিতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাধাকান্ত নন্দীর তবলায় সঙ্গত খুবই শ্রুতিমধুর হয়ে উঠতো। একবার কলকাতার মহাজাতি সদনে একটি অনুষ্ঠানে মানবেন্দ্র গাইবেন এবং যথারীতি তাঁর গানে তবলায় সঙ্গত করবেন রাধাকান্ত নন্দী।অনুষ্ঠানের শুরুতে ঘোষক যখন ঘোষণা করলেন ক্ষএইবার আপনাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়. যথারীতি উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল মহাজাতি সদনের হলঘরটি। কিন্তু এর পরবর্তীতে যখন ঘোষণা হলো যে তাঁর সঙ্গে (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়) তবলায় সঙ্গত করবেন রাধাকান্ত নন্দী তৎক্ষণাৎ শ্রোতারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলেন!ফেটে পড়েছিল করতালিতে সেদিন হলটি। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেও কম বিস্মিত হননি সেদিন, বলেই ফেলেছিলেন বন্ধু রাধাকান্তকে,এটা কী হলো? আমি গাইব আর বেশি হাততালি পড়ল তোর বেলায়?! এমনি জনপ্রিয়তা ছিল,সমাদর ছিল শ্রোতাদের কাছে তবলা-সম্রাট রাধাকান্ত নন্দীর।

মানুষ রাধাকান্ত কেমন ছিলেন এই বিষয়ে একটি ঘটনার কথা জানা যায় শিল্পী মান্না দের কাছ হতে।একবার মান্না দে, রাধাকান্ত নন্দী,নির্মলা মিশ্র হাওড়ায় একটি অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন। সাধারণত এই সব জলসায় অরগানাইজাররা নামী শিল্পীদের পরের দিকে স্টেজে ওঠান।কারণ জলসার আকর্ষণ জিইয়ে রাখবার জন্য আর কী?স্টার শিল্পীর গান শেষ হলে দর্শকদের আর ধরে রাখা যাবে না তাই এই ব্যবস্থা। মান্না দে'র সেদিন আরও একটি অনুষ্ঠানে গান গাইবার কথা উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে। তাই তিনি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের স্পষ্টভাবে বলেই দিলেন যেন আগেই তার বলে রাখা কথা অনুযায়ী তাঁকে এখনই স্টেজ দিতে হবে। কারণ দেরি হয়ে গেলে বারাসতের অনুষ্ঠানে তাঁর যেতে বিলম্ব হলে ওখানে দর্শকরা চটে যাবেন, গোলমাল বেঁধে যাবে।উদ্যোক্তারা জানতেন তিনি স্পষ্ট বক্তা এবং কথার নড়চড় হলে চটে যেতে পারেন তাই স্টেজে গান গাইতে ছেড়ে দিলেন। অনুষ্ঠান শেষে গাড়ির বন্দোবস্ত নেই!সময় এদিকে বয়ে চলেছে। গান শেষে নির্মলা মিশ্র,মান্না দে, রাধাকান্ত নন্দী সকলেই গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন অথচ উদ্যোক্তাদের কোনো হেলদোল নেই। চরম অব্যবস্থা আর কী। এদিকে মান্না দে সেদিন নিজের গাড়িও নিয়ে যাননি। অতঃপর ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন সেই রাধু বাবুই।সেই চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে মান্না দে দেখলেন রাধুবাবু একটি ফিয়েট ট্যাক্সি ডেকে এনে তাঁকে তাড়া দিয়ে বলছেন তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন। সবাই গুঁতোগুঁতি করে এক ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। আর তখন দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছেন শিল্পী নির্মলা মিশ্র,

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
পরীক্ষা ভীতু বিদ্যাসাগর

বিশেষ প্রতিবেদক

জানেন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও পরীক্ষা ভীতি ছিল। পরীক্ষা দিতে ভীষন ভয়, চ্যাংদোলা করে পরীক্ষা দিতে আনা হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে। করোনার চক্করে পরে পরীক্ষা পড়েছে চরম পরীক্ষায়। সে আদৌ হবে কি হবে না এই ভেবে ভেবে ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকদেরও গা ছমছম, কি হয় কি হয়! ব্যাপার। আমার মত যারা, তাদের তো বেশ মজা ! পরীক্ষা না দিতে পারলেই ভালো।

আহা, পরীক্ষা দিতে ভয় পাই বললেই অমনি ছোট চোখে দেখবেন না! সেতো পরীক্ষা দিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভয় পেতেন। কি বিশ্বাস হলো নাতো ? ভাবছেন যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা বলছি ! বেশ বেশ তাহলে শুনুন একটা সত্যি গল্প বলি!

সেবার ঠিক হলো সংস্কৃত কলেজের রচনার পরীক্ষা নেওয়া হবে। নির্ধারিত দিনে ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজতেই যথারীতি শুরু হলো পরীক্ষা। ঘরে ঢুকে পায়চারি করতে শুরু করলেন অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। বেঁটে খাটো চেহারার পন্ডিত মশাই ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন একটি ছাত্র কিন্তু নিরুদ্দেশ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরীক্ষা দেবার ভয়ে রীতিমত ঘাপটি মেরে বসে আছেন অন্য কোন এক ক্লাসরুমে। পন্ডিত মশাইয়ের প্রিয় ছাত্র তিনি, তার শক্তি থেকে দুর্বলতা পুরোটাই পণ্ডিত মশাইয়ের জানা! তিনি তো আর ছাড়ার পাত্র নন।

এদিক-ওদিক, এই চত্বর, সেই চত্বর পেরিয়ে ঠিক খুঁজে বার করলেন বিদ্যাসাগরকে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জেদও তো কিছু কম ছিলনা! তিনি কিছুতেই রাজি নন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। উপায়ান্তর না দেখে পণ্ডিত মশাই অবশেষে ছুটলেন এক্কেবারে অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের ঘরে। তারপর ব্যবস্থা করে বিদ্যাসাগরকে প্রায় চ্যাংদোলা করে ক্লাসে নিয়ে এসে বসালেন। ইতিমধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক পার। কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরকে যেমন করেই হোক পরীক্ষা দেওয়াবেনই। বিদ্যাসাগরের মুখেতো যারপরনাই বিরক্তি, তিনি শুধু এদিক-ওদিক তাকান, আকাশ কুসুম ভাবেন কিন্তু কলমটি তার একদমই চলে না। পন্ডিত মশাই মনে মনে এবার একটু বিরক্তই হলেন বটে। কিন্তু প্রকাশ করলেন না! শুধু একবার বিদ্যাসাগরকে অধ্যক্ষের ভয় দেখালেন মাত্র। আর কিছু উপায় না দেখে অবশেষে বেচারা বিদ্যাসাগর একটু লেখার চেষ্টা করলেন। আবার কলম তুলে নিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে করুন দৃষ্টিতে বললেন,এইটুকু তো সময় বাকি, এর মধ্যে কি আর লিখবো? পণ্ডিত মশায় শুধু কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে দেখলেন রচনার বিষয় সত্য কথনের মহিমা ।কিই বা আর করা যায়, সাত পাঁচ ভেবে যা মনে এলো ওই সময়ের মধ্যে লিখেই ফেললেন তিনি। ফল প্রকাশ পেতেই সকলে অবাক। দেখা গেলো রচনা লেখায় প্রথম হয়েছেন বিদ্যাসাগর, পুরস্কার স্বরূপ পেলেন একশত টাকা। তার থেকেও বড় কথা তার মন থেকে চিরতরে কেটে গেলো পরীক্ষার ভীতি, এক নতুন আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা পেলেন তিনি। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের প্রতিভার কথা। তাইতো চেষ্টা করতেন কোনরকম জড়তাই যেনো ছাত্রের প্রতিভা বিকাশে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত প্রৌঢ়ের যাবজ্জীবন সাজা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ মার্চ ঃ মানসিক ভারসাম্যহীনতার সুযোগ নিয়ে এক তরুণীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করায় দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে জোড়া যাবজ্জীবনের সাজা দিল বর্ধমান জেলার আদালতের ফাস্টট্রাক সেকেন্ড কোর্ট। ২০২০ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের বেরেন্ডা গ্রামের ২১ বছরের এক মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণী তার বাড়ির মধ্যে ধর্ষণ করে তারই প্রতিবেশী মীর সামসুদ্দিন আলী। এই জঘন্যতম অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কে দোষী সাব্যস্ত করেন ফাস্টট্রাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরিন্দম মিশ্র। সরকারি কৌঁসুলির মানষ কুমার ব্যানার্জী, প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণ এবং সওয়াল জবাবের ভিত্তিতে পকসো আইনে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ১৪ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন বিচারক। ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬ মাসের জেল। সরকারি কৌঁসুলি আরও জানান, ২০২০ সালের ১৩ জুন আউশগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের হয় যে, আউশগ্রামের বেরেন্ডা গ্রামে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীটিকে ঘরের মধ্যে ধর্ষণ করে তারই প্রতিবেশী মীর সামসুদ্দিন আলী। কিশোরীর বাবা মৃত, মা জনমজুরের কাজ করেন। বাড়িতে দিনের বেশীর ভাগ সময় কেউ না থাকার সুযোগে তরুণীর বাড়িতে যাতায়াত করত অভিযুক্ত। ৮ জুন তরুণীটি শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় তার মা ও কাকা। ডাক্তারের পরামর্শে কিশোরী ইউ.এস.জি করাতেই সে দুই মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা প্রমানিত হয়। তারপরই তরুণীর কাকা নাসির শেখ ১৩ জুন আউসগ্রাম থানায় মীর সামসুদ্দিন আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর আইনি লড়াইয়ের পর বর্ধমান জেলার আদালতের ফাস্টট্রাক সেকেন্ড কোর্ট অভিযুক্তকে ৬ মার্চ দোষী সাব্যস্ত করে এবং ৭ই মার্চ ১৪ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নির্দেশ দেন বিচারক অরিন্দম মিশ্র।

তিন মাসের মধ্যে আইন মেনে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর ভায়া আরামবাগ রেল প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ৭ মার্চ ঃ গোঘাট ও কামারপুকুরের মাঝে ভাবাদিঘির ক্ষতির আশঙ্কায় তার উপর দিয়ে রেলপথ নিয়ে যাওয়া নিয়ে আপত্তিতে বন্ধ জমি অধিগ্রহণের কাজ। জমি অধিগ্রহণ আটকে যাওয়ায় পূর্ব রেলের তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর ভায়া আরামবাগ রেল প্রকল্প ৮ বছর ধরে থমকে রয়েছে। সেই নিয়ে দায়ের জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়নি, এমন এলাকায় তিন মাসের মধ্যে আইন মেনে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। এই কাজের জন্যে রাজ্যের সহযোগিতা নিতে হবে। রাজ্যকে সববকম সহযোগিতা করতে হবে। যেখানে ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে, সেই অঞ্চলের কাজ ছ'সপ্তাহের মধ্যে শুরু করতে হবে রেলকে। সেই ক্ষেত্রেও রাজ্যকে সহযোগিতা করতে হবে। অধিগ্রহণ সমস্যা মেটাতে আন্তরিক ভাবে এগোতে সবপক্ষকে পরামর্শ দেয় হাইকোর্ট। এই রেল প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন একদা রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা শুনে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'হলে তো এই প্রকল্পের কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা উচিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। আমি আশা করব, তিনি নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে রেলকে সহযোগিতা করবেন। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ভাবাদিঘির অংশে মাত্র দেড় কিলোমিটার অংশে এই রেলপথের কাজ আটকে রয়েছে। বিলম্বের কারণে প্রকল্পের খরচ ৪০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে জানান রেল কর্তৃপক্ষ। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর তরফে আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, চাই ওই দিঘি বাঁচিয়ে রেল চলুক। দিঘি যাতে নষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করা হোক। প্রধান বিচারপতি বলেন, জানেন, এখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়েও রেল চলে। এখন প্রযুক্তি অনেক উন্নত। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, দিঘির জল এলাকার মানুষ কৃষিকাজে ব্যবহার করেন। গ্রামের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অঙ্গ এই দিঘি।

লোকালয়ে বেড়ে চলেছে চিতার হানা, আতঙ্কে চা শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছে চায়ের মরশুম। তার আগে থেকেই তরাই-ডুয়ার্সের জনপদে চিতাবাঘের হামলা বেড়ে চলায় আতঙ্কের ছায়া নেমেছে চা শ্রমিক মহলে। ইতিমধ্যে বছরের শুরুর তিনমাসে সাতটি ঘটনায় জখম হয়েছেন ৯ জন। গত বছর উত্তরের চা-বাগান এলাকায় চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যু হয় চারজনের। জখম হন অন্তত ২৫ জন। এবার বৃষ্টির অভাবে এখনও গাছে তেমনভাবে দু'টি পাতা একটি কুড়ি দেখা না মেলায় পাতা তোলার হিড়িক নেই। পুরোদমে কাজ শুরু হলে কী হবে সেই ভেবে চিন্তায় শ্রমিক মহল। নতুন বছরের প্রথম মাস থেকেই হামলা শুরু হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা-বাগানে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলায় গুরুতর জখম হন এক মহিলা। এরপর একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। ৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কলাবাড়ি চা বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হামলায় গুরুতর জখম হন এক মহিলা চা শ্রমিক। চিতাটি অতর্কিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৪ ফেব্রুয়ারি লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ঝারমাটিয়ালি কলোনিপাড়ার বাসিন্দা কালু রায়ের বাড়িতে ঢুকে পড়ে একটি চিতাবাঘ। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিন্নাগুড়ি চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম হন এক মহিলা চা শ্রমিক। রীতিমতো শ্বাপদের সঙ্গে লড়াই করে রক্ষা পান তিনি। এরপর ৪ মার্চ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মতিধর চা বাগানের বললাইনে চিতাবাঘের হামলায় জখম হন এক মহিলা চা শ্রমিক। একইদিনে কোচবিহার ২ ব্লকের পাতলাখাওয়া সুকধনের কুঠি এলাকায় ছাগল ছানা শিকার করতে এসে গৃহস্থের বাড়ির ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়ে চিতাবাঘ। ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে চিতাকে উদ্ধার করে বন কর্মীরা। পরদিন ৫ মার্চ ফালাকাটার দলগাঁও চা বাগানে পাতা তোলার সময় চিতাবাঘের হামলায় এক মহিলা শ্রমিক জখম হন। কার্যত তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী হতে চিতার হামলা অনেকটাই বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে ' কার্পেট জোন' তৈরি। অর্থাৎ কৃষি জমিতে বেপরোয়াভাবে চা-বাগান এলাকার সম্প্রসারণ কি চিতাবাঘের মতো বন্যপ্রাণীদের ডুয়ার্স-তরাইয়ের লোকালয়ে যাতায়াত সহজ করেছে! এমন ঘটনায় আতঙ্কিত ' অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন'। সংস্থার কর্তারা মনে করছেন, এটা অশনিসঙ্কেত। নিয়ম না মেনে যেন আর চা-বাগান গড়ে না ওঠে সেজন্য সরকারের কাছে আর্জি রাখবেন। বনকর্তারা জানিয়েছেন, দু'দশক আগে সাধারণত জঙ্গল লাগোয়া বড় চা-বাগানে চিতাবাঘের দেখা মিলেছে। এরপর ফাকা চাষের মাঠ থাকায় লোকালয়ে ঢুকে হামলা চালানোর সুযোগ হয়নি। কিন্তু কৃষিজমি, চা-বাগান পাল্টে যেতে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। পরিস্থিতি দেখে বন্যপ্রাণপ্রেমীদের দাবি, জঙ্গল থেকে বের হয়ে চা-বাগান ধরে এখন যে কোনও বন্যপ্রাণীর শহরে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তার উপর চিতাবাঘের মতো প্রাণী গভীর জঙ্গলে থাকে না। জঙ্গলের আশপাশে ঝোপঝাড়ে ঘাপটি মেরে থেকে শিকার করতে পছন্দ করে। বিশেষ করে প্রজননের সময় স্ত্রী চিতাবাঘ পুরুষ চিতাবাঘ থেকে দূরে থাকতে চা-বাগান এলাকায় ডেরা বাধে। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, চিতাবাঘ গ্রিন প্যাসেজ পেয়ে যাওয়ায় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি শহরের জনবহুল এলাকায় ঢুকে পড়ছে। দিনের পর দিন সেটা বাড়ছে। একই অভিযোগ আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সহকারী সম্পাদক অভিজিত মালাকারের। উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা অস্বীকার করেননি 'অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, মারাত্মক পরিস্থিতি। আর যেন চা বাগানের সংখ্যা না বাড়ে সেটা সরকারের দেখা উচিত।

বর্ধমানের সৌন্দর্যায়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে রেখে বর্ধমান পৌরসভার বাজেট পেশ

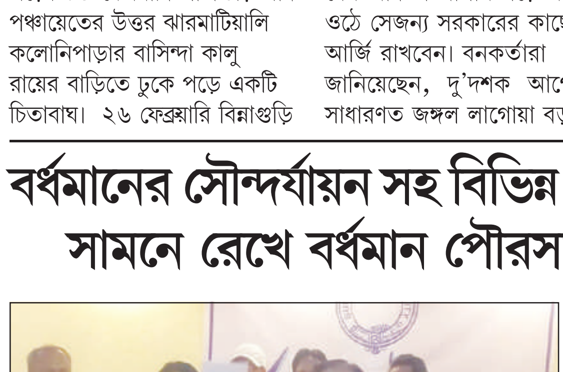

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ মার্চ ঃ বর্ধমান শহরের সৌন্দ্যার্যায়নের পাশাপাশি আয়ের বিকল্প পথে জোর দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আগামি আর্থিক বছরের (২০২৫-২৬) বাজেট পেশ করল বর্ধমান পৌরসভা। শুক্রবার বর্ধমান পৌরসভার সভাগৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগামি আর্থিক বছরের পৌর বাজেট পেশ করেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। চেয়ারম্যান ছাড়াও ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মৌসুমি দাস সহ সনৎ বক্সী, সুশান্ত প্রামানিক, সাহাবুদ্দিন খান, শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী, রত্না রায়, স্বীকৃতি হাজরা, ইন্তেখাব আলম, চন্দ্রা দাস সহ অন্যান্য কাউন্সিলারগন। এদিন চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, বর্তমান বোর্ডে এই নিয়ে তৃতীয়বার বাজেট পেশ করা হল। আগামী দিনে পৌরসভা আরও আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প তৈরী করছে। আগামী আর্থিক বছরে আনুমানিক বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ২৯৩ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে পৌরসভার বাজেট ছিল প্রায় ২৬৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগামি বছর বর্ধমান পৌরসভার বাজেট বাড়লো প্রায় ২৭ কোটি টাকার মত। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, চলতি বছরের মার্চ মাসের মধ্যে শহরের প্রায় সব ওয়ার্ডেই পৌঁছে যাবে অম্রুত প্রকল্পের পানীয় জল। শহরের ৯ টি বড় পুকুরের সংস্কার করা হবে, বিগ বাজার এলাকাটির সংস্কার ও সৌন্দর্য্যায়নের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। ১৭ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে যোগাযোগের জন্য একটি ব্রীজ তৈরী করা হবে, বাঁকা নদীর সেতুগুলির দুই পাশে জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার পাশাপাশি বাঁকা নদীকে দূষন মুক্ত করা হবে। এছাড়া কার্জন গেটের দুই পাশে টাউন হল ও হেড পোষ্ট অফিস এলাকা দখল মুক্ত করে সৌন্দর্য্যায়ন করা হবে। কার্জন গেট থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত বিসি রোড সম্প্রসারণ ও সৌন্দার্য্যায়নের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ড ইলেক্ট্রিফিকেশন করা হবে। খোশবাগান ও ঝুড়ঝুড়ে পুল স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটিতে নতুন দুটি ইউএসজি মেশিন কেনা ছাড়াও বর্ধমান শহরের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে আগামি বাজেটে।

আবাস যোজনার বাড়ি বন্টন ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে বোলপুরে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ মার্চ ঃ দুর্নীতি ব্লকের অধীন রায়পুর সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার নতুন গীত গ্রামে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি বাড়ি বিলি বন্টনে স্বজন পোষণ সহ বহু দুর্নীতি হয়েছে। সেই অভিযোগে এদিন প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ কারীরা। যদিও এব্যাপারে রায়পুর সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খুশি বাউরি বিডিও-র কোর্টেই বল ঠেলেছেন। তিনি বলেন, বিডিও সার্ভে করিয়েছেন। তিনিই বলতে পারবেন। তবে কোনো দুর্নীতি হয়নি। অভিযোগ কারিনী জরিনা বিবি, বাবলি বিবি, মারু বিবি বলেন, যারা বাড়ি পেয়েছে তারা অধিকাংশ ব্যক্তি ২ তলা এবং বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে তা সত্ত্বেও বাংলা আবাস যোজনার বাড়ি কিভাবে পেল তারা। তাদের অভিযোগ, শেখ নজু এবং তার স্ত্রী সফিকা বিবি বাড়ি পেয়েছে। উমা মন্ডল, যার দোতলা বাড়ি, সেও বাড়ি পেয়েছে। এসব নিয়েই সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নতুন গীত গ্রাম। রায়পুর সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়িও ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকাবাসী। রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অবিরামপুর ও নতুন গীত গ্রাম এলাকা। যদিও অন্যদিকে প্রধান দাবি করছে বিডিও অফিস থেকে বিডিওর লোকজন সার্ভে করেছে তারা সবকিছু দেখে গিয়েই বাড়ি দিয়েছে এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ। এব্যাপারে জেলা শাসক কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে জন ঔষধি দিবস পালন হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ আজ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে জন ঔষধি দিবস পালন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ভারতবর্ষ জুড়ে জন ঔষধি ঔষধের দোকান গুলি চালু হয়েছিল। যা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উদ্বোধন করেছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ঔষধ নিয়ে সুবিধা পেয়েছেন দেশের মানুষ। ভারতবর্ষ জুড়ে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে ১৫ হাজার জন ঔষধি দোকান রয়েছে। আগামীতে কেন্দ্রের লক্ষ আরো ২৫ হাজার জন ঔষধি কার্যালয় করা। আর সেই দোকান থেকে বহু মানুষ নিয়মিত ওষুধ নিচ্ছেন বাজারের অন্যান্য দোকানের তুলনায় একেবারে কম মূল্য। তাতে একদিকে ভীষণ খুশি সাধারণ মানুষরা। শুক্রবার শিলিগুড়ির বানেশ্বর মোড় সংলগ্ন এলাকায় জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি এই জনঔষধি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন দেশজুড়ে এই জনঔষধি কার্যালয় অর্থাৎ দোকান ভীষণ সারা ফেলে দিয়েছে। কারণ এখান থেকে মানুষ অল্প খরচেই জীবনদায়ি ঔষধ পেয়ে যাচ্ছে ফলে সকলে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছে। এতে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন ত্বহা সিদ্দিকী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ মার্চ ঃ রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী তথা স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন ত্বহা সিদ্দিকী। বিস্ফোরক ত্বহা সিদ্দিকী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে কাটমানি খাচ্ছে তৃণমূল! এমনই অভিযোগ করলেন শাসকদল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ এতটাই রেগে আছে যে স্নেহাশিস যদি ফুরফুরায় যান, তাহলে তাঁকে বের করেও দেওয়া হতে পারে। 'সওয়াব' উৎসব চলছে ফুরফুরা শরিফে। সেই অনুষ্ঠানের আয়োজনে রাজ্যের কত টাকা খরচ হচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই বিস্ফোরক সব অভিযোগ করেন ত্বহা সিদ্দিকী। স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ত্বহার অভিযোগ, ফুরফুরার উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন না, এক টাকাও খরচ করেননি বিধায়ক হিসেবে। ফুরফুরায় ইসালে সওয়াবে কত টাকা খরচ হচ্ছে তার কোনও হিসেব নেই বলেও দাবি পীরজাদার। তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ ফুরফুরায় আসবেন। সেই সময় মন্ত্রী সেখানে গেলে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে না যেতে হয়। আমি তো ভয় পাচ্ছি। ইসালে সওয়াব নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে কোনও পীরজাদাকে ডাকা হয়নি বলেও জানান ত্বহা। গত বছর পর্যন্ত ফুরফুরায় ধর্মীয় উৎসবের আগে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল পীরজাদাদের। এবার সেই চিঠি দেওয়া হয়নি প্রশাসনের তরফে। এই অভিযোগে সায় দেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও। তিনি অভিযোগ করেন, যাদের নিয়ে জলসা, যাদের জন্য ধর্মীয় উৎসব, যাদের জন্য লাখ লাখ মানুষ ফুরফুরায় আসেন, তাদের কিছু জানানো হয়নি। সরকার বা প্রশাসন এই ধর্মীয় উৎসব হাইজ্যাক করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস। তিনি জানান, ফুরফুরায় অনেক কাজ হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেছেন, পীরজাদা এবং লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই বৈঠকে ডাকা হয়নি পীরজাদাদের।

দুর্গাপুর ডিটিপিএসে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৭ মার্চ ঃ দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় ডিভিসি-র উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। জমি দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। কিন্তু পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবি তুলে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন বস্তিবাসীরা। পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হয়েছে বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের হুঁশিয়ারিতে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, পুনর্বাসন না হলে তিনি নিজেই বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবেন। সত্তরের দশকে স্থাপিত দুর্গাপুর ডিটিপিএস বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একাধিক ইউনিট ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এখানে ৮০০ মেগাওয়াটের সুপার ক্রিটিক্যাল ইউনিট তৈরির অনুমোদন দিয়েছে, যার জন্য ৮,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। সেই প্রকল্পের জন্য জমি দখলমুক্ত করা হচ্ছে। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সংস্থার জমিতে বসবাসকারী দখলকারীদের জন্য কোনও পুনর্বাসন প্রকল্প নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা বস্তিবাসীরা দাবি তুলেছেন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হলে তাঁরা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না। ইতিমধ্যে তাঁরা ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। শুক্রবার বস্তিবাসীরা ডিটিপিএসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হচ্ছে, যা তাঁদের নিরাপত্তাকে সংকটে ফেলছে। ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি অরিন্দম নায়ক বলেন, আমরা দিশাহীন। উচ্ছেদের পর কোথায় যাব? আগে আমাদের পুনর্বাসন দিতে হবে, তারপর উচ্ছেদ করুন। তিনি অভিযোগ করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কেউ তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি।

OFFICE OF THE
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful,experienced contractors/ agencies for **(1) NIeT No. 4/Untied 15th FC(2023-24) 2nd Inst. (2nd Call) vide Memo No. 177/KHGP/24-25, Date: 07.03.2025 for 1(One) work, (2) 14/Untied 15th FC (2024-25) 1st Inst. vide Memo No. 175/KHGP/24-25, Date: 07.03.2025 for 1(One)No. works. (3) 15/Untied 15th FC (2024-25) 2nd Inst. vide Memo No. 176/KHGP/24-25, Date: 07.03.2025 for 10(Ten)Nos. works.** Bid submission (online) from **07/03/2025, 18.00 Hrs. up to 13/03/2025 14.00 Hrs.** Bid opening date (Online) **17/03/2025 at 11.00 Hrs**. For details. Please visit website **https://wbtenders.gov.in** or may visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

তমলুক ও নন্দীগ্রামে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ-ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তমলুক ও নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার প্রধান স্বাস্থ্য আধিকারের কাছে ছয় দফা দাবীতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মা-শিশু ও জনগনের পরিষেবা দেওয়ার কাজ আশাকর্মীরা করে থাকেন। কিন্তু করোনার পর থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও বহু কাজ করতে হয় যার পারিশ্রমিক পায় না আশারা। রাজ্য সরকার টাকা দেন মাত্র ৫২৫০ টাকা। এই টাকায় সংসার চলে না। ইনসেন্টিভের টাকাও ৩-৪ মাস বাকী থাকে। এবারের বাজেটে উভয় সরকারই অনেক প্রত্যাশা দিয়েও কোন কিছু বাড়ায়নি। কর্মরত অবস্থায় বহু কর্মী মারা যাচ্ছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও পরিবারের জন্য কোন ঘোষণা নেই। তাই আজ রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় জেলার প্রধান স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান, জেলার যুগ্ম সম্পাদিকা ইতি মাইতি ও মানসী দাস, জেলা সভানেত্রী শ্রাবন্তী মণ্ডল, সহঃ সভানেত্রী মহুয়া রায়, সহ সম্পাদিকা অনিমা আদক ও সেলী সামন্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড জ্ঞানানন্দ রায়।

শুশুনিয়া পাহাড়ের আগুন নেভেনি, তদন্তের দাবি পরিবেশবিদদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ মার্চ ঃ শুশুনিয়া পাহাড়ে ফের আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানের দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবিদ ও স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। বৃহস্পতিবার সকালে শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি অংশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। খবর পেয়েই বন দফতরের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে নামেন। তবে শুক্রবার পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়ের শুকনো ঝরা পাতায় প্রথমে আগুন ধরে যায়, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে গোটা পাহাড় ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডে পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য, বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরিবেশবিদদের বক্তব্য, মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে শুশুনিয়া পাহাড়ে আবারও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ২০২৪ সালে শেষবার এই পাহাড়ে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে বন দফতরকে ৩-৪ দিন ধরে প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিল। সেই ঘটনার পর বন দফতরের নজরদারির ফলে গত বছর আর কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। তবে চলতি বছরে ফের আগুন লাগার ঘটনা ঘটায়, বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। বন দফতরের কর্মীরা ব্লোয়ারের সাহায্যে পাহাড়ের শুকনো পাতার স্তূপ বিচ্ছিন্ন করে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে আগুনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবেশবিদদের মতে, এই ঘটনার পেছনে কোনও অসাবধানতা বা নাশকতা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের দাবি জানিয়েছেন তারা।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 12-03-2025 (Primary Internet Feed)" [Job No. KIT/RW/104 of 24-25] **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-066/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **11.03.2025 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 12-03-2025 (Secondary Internet Feed)" [Job No. KIT/RW/105 of 24-25] **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-067/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **11.03.2025 up to 03.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

Notice
Jhumpa bibi W/O- MD Sahidul islam of Vill+P.O- syamnagar, PS-Kashipur, Dist- South 24 Parganas, PIN- 700135. had purchased a land/property, Schedule below, from Power of Attorney Holders 1/ sk sofik hossain 2/ Najibul molla POA No. 8569/2024 A.D.S.R. Bhangar, Deed No. 8711/2024 A.D.S.R Bhangar. If any body has any objection on mutation of said land property please inform office of BL & LRO, Bhangore Block-II, in writing or over email-BLROBHA@gmail.com within one month from the date of this advertisement Land Schedules Mouza- syamnagar J/L. No. 21. Dag Ng 1680 Area 3.50 Satak, under LR Khatian No-326, and Mouza-Joynagar, JL. No. 22, dag no. 344, area 1 satak.

Notice
1/ Ansar molla S/O- Late morsed ali molla, 2/ Sultana parvin W/O- Mohid hossain sk of Vill+P.O- syamnagar, PS- Kashipur, Dist- South 24 Parganas, PIN- 700135. had purchased a land/property, Schedule below, from Power of Attorney Holders 1/ sk sofik hossain 2/ Najibul molla POA No. 8569/2024 A.D.S.R. Bhangar, Deed No. 8720/2024 A.D.S.R Bhangar. If any body has any objection on mutation of said land property please inform office of BL & LRO, Bhangore Block-II, in writing or over email-BLROBHA@gmail.com within one month from the date of this advertisement Land Schedules Mouza- syamnagar J/L. No. 21. Dag Ng 1680 Area 3.50 Satak, under LR Khatian No-326, and Mouza-Joynagar, JL. No. 22, dag no. 92, area 1 satak.

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী – ১
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্কস্/১২–২০২৪–আর১। কাজের নামঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার উত্তর দক্ষিণ শাখায় (ব্লু লাইন) আইপি বেসড্ সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** পূর্বে প্রকাশিতঃ ১৮.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে, **সেটি এখন পড়তে হবে ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে।** এই টেন্ডারের অন্যান্য বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ০৭.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/হেড কোয়ার্টার, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২৫৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ** বি.আর. সিং হসপিটালে ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ডব্লু/বি.আর. সিং হসপিটাল-এর অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ মেট্রো ব্লকের ৩য় তলে সিস্টার্স ওয়ার্কস্টেশন সমেত কেবিন ও করিডোর-এর উন্নতিসাধন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০৮,৪৫,৪৫৯.৪০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,০৪,২০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৪.২০২৫ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ০২.০৪.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। (SDAH-376/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া]। ক্রমিক নং-১। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৩৬৩_২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৬.০৩.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/কাটোয়া-র অধীনে কাটোয়াতে (৪টি) ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি ও.এইচ. ট্যাঙ্ক দ্বারা ও.এইচ. ট্যাঙ্ক-এর বদল। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬,৩৪,১৩,০০৬.০৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৬৭,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং-২। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৩৬৪_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৬.০৩.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/কাটোয়া-র অধীনে আজিমগঞ্জ (১টি) ও সালার-এ (১টি) এবং এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে নবদ্বীপ ধাম (১টি) ও ত্রিবেণী-তে (১টি) পাইপলাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি ও.এইচ. ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাঙ্ক-এর বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬,৬৯,৫৪,৩২০.৮৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৮৪,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে বারো (১২) মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান–ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।(HWH-652/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-21/15 th CFC/2024-25
For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 5 (Five) Nos. different works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **07.03.2025 at 12.00 Hours to 19.03.2025. up to 12.00 Hours**. The pre-qualification documents alone will be opened on **25.03.2025 at 12.00hours.**
Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O.:- Fusrabaid : : Dist.: Purulia.: :Pin:-723126
Mail ID: jj2gppradhan@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-IIGP/NIT(e)-05/2024-25
The Prodhan, Jabarrah Jhapra-II Gram Panchayat, Para Development Block, Dist: Purulia invites e- tender for 4 (Four)Nos. different works. Bid Submission closing (On line) **15.03.2025 5:00 P.M.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **18.03.2025 01:00 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Settler with ABR works under SBM(G) fund in N.I.e.T. No.-15. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **13/03/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

KUMIRMORAH GRAM PANCHAYAT
Under Chanditala –I Block
KUMIRMORAH, HOOGHLY.
Email:kumirmorahgp@gmail.com
e-NIT No.206/KGP/2024-25, Date:-06.03.2025
The Prodhan, Kumirmorah Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Kumirmorah Gram Panchayat for the 4(Four)Nos. different works. Fund: 15th CFC (Untied and Tied Grant). Last date of submission of Bid (online) **17.03.2025 up to 18.00 IST**. Time & date for opening technical Bid/Bids online **20.03.2025 at 10.00 A.M.** For details please visit website **https://etenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kumirmorah Gram Panchayat.

ABRIDGED e-TENDER NOTICE
UNDERSIGNED invites e-Tenders, vide NIT 30/EO/2024-25 dated — 07-03-2025 for Sinking of 13 nos. submersible pump. Last date of application 13.03.2025 upto 4:55 PM. For details please visit 'wbtenders.gov.in'.
Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly.

চাষবাস

কোটালের জেরে প্লাবিত বিঘার পর বিঘা জমি, আলু চাষিদের মাথায় হাত

রূপনারায়ণে কোটালের জেরে বাঁধ ভেঙে গিয় জল ঢুকে প্লাবিত হয় হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। বিশেষ করে আলুর খেত্তের ক্ষতি হয় প্রচুর। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যার জেরে মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের।

কৃষকরা জানাচ্ছেন, এমনিতেই ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হাওড়ার একাধিক এলাকা। এরই মাঝে জোয়ারের জেরে বাঁধ ভেঙে জল ঢোকে আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের দীপাঞ্চল ঘোড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতনান এলাকার আলু খেতে। রবিবার সকাল থেকে কোনওরকমে চাষিরা আলু তুলতে শুরু করেন। তবে তা সত্ত্বেও প্রচুর ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছেড়েছিল ডিভিসি। যার ফলে উদয়নারায়ণপুরের ১০০০ বিঘা আলুর জমির আলু নষ্ট হয়েছে। চাষিরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হন। সেই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিভিসিকে একহাত নিয়েছিলেন। সরকার ন্যায্য মূল্যে সেই

আলু কিনে নেবে বলেও জানিয়েছিলেন। আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে ৯০০ টাকা করার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘটনার কয়েকদিনের ব্যবধানে ফের আলু নষ্টের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।। এতে দর বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে আমজনতা। এখন কি করবেন চাষিরা তাই নিয়ে তারা ভেবে পাচ্ছেন না। জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় বাঁকুড়ার সোনামুখীর প্রায় ৭০ বিঘার বেশি জমি জলের তলায় চলে যায়। দুশ্চিতা গ্রাস করে কৃষকদের। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। শুক্রবার বিকেলেই কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন সোনামুখীর বিডিও প্রিয়ঙ্কা হাটি, কৃষি আধিকারিকরা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন আলু কিনবে সরকার। সেই মতো বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন কৃষকদের থেকে বাজরের থেকে বেশি দরে আলু কিনতে শুরু করেছে। বেসরকারিভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ফোরেরা আলু কিনছে কেজি প্রতি ৫ টাকা করে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে স্পেশাল ট্রেন

গোরক্ষপুর, ৭ মার্চ ঃ হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ৯ মার্চ থেকে ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার লালকুঁয়া থেকে ০৫০৪৫০৫০৪৬ লালকুঁয়া-রাজকোট-লালকুঁয়া সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেন এবং ১০ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার রাজকোট থেকে ৮টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।০৫০৪৫ লালকুঁয়া-রাজকোট সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেন ৯ মার্চ থেকে ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার দুপুর ১.১০ মিনিটে লালকুঁয়া থেকে ছেড়ে যাবে এবং কিচ্চা পৌঁছাবে দুপুর ১.৩৮ মিনিটে, বাহেরি পৌঁছাবে দুপুর ১.৫৬ মিনিটে, ভোজিপুরা পৌঁছাবে দুপুর ১.২১ মিনিটে, ইজ্জতনগর পৌঁছাবে দুপুর ১.৪২ মিনিটে, বেরেলি সিটি পৌঁছাবে দুপুর ১.৫৭ মিনিটে, বেরেলি জংশন পৌঁছাবে। ১৫.০৯ ঘন্টা থেকে, বাদাউন থেকে ১৫.৪৮ ঘন্টায়, সোরন শুকর থেকে ১৬.৪০ ঘন্টায়, কাসগঞ্জ থেকে ১৭.১৫ ঘন্টায়, হাথরাস শহর থেকে ১৮.১০ ঘন্টায়, মথুরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৯.০৫ ঘন্টায়, মথুরা জংশন। ১৯.২৫ ঘন্টা থেকে, ভরতপুর থেকে ২১.০৬ ঘন্টায়, দৌসা থেকে ২৩.৪০ ঘন্টায়, পরের দিন জয়পুর থেকে ০০.৪৫ ঘন্টায়, ফুলেরা থেকে ০১.৫২ ঘন্টায়, নাভা সিটি থেকে ০২.২৪ ঘন্টায়, কুচামান সিটি থেকে ০২.৪০ঘন্টায়, মাকরানা থেকে ০২.৫৬ ঘন্টায়, দেগানা থেকে ০৩.৩০ ঘন্টায়, মের্তা রোড থেকে ০৪.০৭ ঘন্টায়, গোটান থেকে ০৪.২৭ ঘন্টায়, যোধপুর থেকে ০৫.৫০ ঘন্টায়, লুনি থেকে ০৬.২৫ ঘন্টায়, সামদারি জংশন। ০৭.৩০ ঘন্টা থেকে, মোকালসার থেকে ০৭.৫৬ ঘন্টায়, জালোর থেকে ০৮.২৩ ঘন্টায়, মোদরান থেকে ০৮.৫৪ ঘন্টায়, মারওয়ার ভিনমাল থেকে ০৯.২০ ঘন্টায়, রানিওয়ারা থেকে ০৯.৫১ ঘন্টায়, ধানেরা থেকে ১০.৪২ ঘন্টায়, ভিলদি থেকে ১১.৩০ ঘন্টায়, পাটন থেকে ১২.৩২ ঘন্টায়, মহেসানা জংশন। ১৩.৩২ ঘন্টা থেকে, ভিরামগাম থেকে ১৪.৩২ ঘন্টায়, সুরেন্দ্রনগর থেকে ১৫.৪৯ ঘন্টায় এবং ওয়াঙ্কানের জংশন। এটি ১৬.৪৫ মিনিটে ছেড়ে রাজকোটে ১৮.১০ মিনিটে পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায়, ০৫০৪৬ রাজকোট-লালকুয়ান হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ১০ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার রাজকোট থেকে রাত ১২.৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ওয়াঙ্কানেরে পৌঁছাবে পরের দিন রাত ১২.১০ মিনিটে, সুরেন্দ্রনগরে ০০.২০ মিনিটে, বীরমগামে ০১.৩৭ মিনিটে, মহেসানা ০২.৩৫ মিনিটে, পাটান ০৩.২৭ মিনিটে, ভিলদি ০৪.৩৫ মিনিটে, ধনেরা ০৫.০৬ মিনিটে, রানিওয়াড়া ০৫.৩৮ মিনিটে, মারওয়ার ভিনমাল ০৬.০৯ মিনিটে, মোদরান ০৬.৩৩ মিনিটে, জালোরে ০৭.০৫ মিনিটে, মোকালসার ০৭.৫০ মিনিটে, সামদারি ০৮.১৭ মিনিটে, লুনি ০৯.০০ মিনিটে, যোধপুরে ০৯.৫০ মিনিটে, গোটান ০১০.৫২ মিনিটে, মের্তা রোডে। ১১.১৫ ঘন্টা থেকে, দেগানা থেকে ১২.০০ ঘন্টায়, মাকরানা থেকে ১২.৩৩ ঘন্টায়, কুচামন শহর থেকে ১২.৫০ঘন্টায়, নাভা শহর থেকে ১৩.০৫ ঘন্টায়, ফুলেরা থেকে ১৫.০২ ঘন্টায়, জয়পুর থেকে ১৬.৩৫ ঘন্টায়, দৌসা থেকে ১৭.২২ ঘন্টায়, বান্দিকুই থেকে ১৮.২০ ঘন্টায়, ভরতপুর থেকে ১৯.০৭ ঘন্টায়, মথুরা জংশন। ২১.৪০ মিনিটে, মথুরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ২১.৫৫ মিনিটে, হাথরাস সিটি থেকে ২২.২৭ মিনিটে, কাসগঞ্জ থেকে ২৩.৪৫ মিনিটে, তৃতীয় দিন সোরন শুকর থেকে ০০.১০ মিনিটে, বাদাউন থেকে ০০.৫০ মিনিটে, বেরেলি জংশন। এটি বেরেলি সিটি থেকে ০১.৪৯ মিনিটে, বেরেলি সিটি থেকে ০২.০৫ মিনিটে, ইজ্জতনগর থেকে ০২.২৫ মিনিটে, ভোজিপুরা থেকে ০২.৪০ মিনিটে, বাহেরি থেকে ০৩.০৭ মিনিটে এবং কিচ্ছা থেকে ০৩.২৭ মিনিটে ছেড়ে লালকুঁয়া পৌঁছাবে।এই গাড়িতে S.L.R.D. আছে। মোট ১৮টি কোচ স্থাপন করা হবে যার মধ্যে ০২টি এসি ক্লাস, ১০টি স্লিপার ক্লাস, ০৪টি এসি থার্ড ক্লাস, ০১টি এসি সেকেন্ড ক্লাস এবং ০১টি এসি ফার্স্ট কাম সেকেন্ড ক্লাস থাকবে।

ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রের রূপান্তরের কথা তুলে ধরেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি ও বার্সিলোনা, মার্চ ঃ এমডব্লুসি ২০২৫-এ ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রের রূপান্তরের কথা তুলে ধরেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বুধবার জানিয়েছে এই বিষয়ে। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া স্পেনের বার্সিলোনায় আয়োজিত মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস (এমডব্লুসি ২০২৫) পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন সংস্থার সিইওদের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় বৈঠকে যোগ দেন তিনি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন শ্রী সিন্ধিয়া। মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস ২০২৫-এ ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রে রূপান্তরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের দ্রুত ৫জি ব্যবস্থাপনা, বিশ্বের সবচেয়ে কম ডেটা তালিকা, শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দেশীয় ৪জি৫জি ব্যবস্থাপনার কথা এই সম্মেলনে তুলে ধরা হয়। মন্ত্রী ‘ টেক গভর্নেন্সঃ রাইজিং টু দ্য চ্যালেঞ্জ’ এবং ‘ ইনোভেশন অ্যান্ড রেগুলেশনঃ গ্লোবাল পার্সপেক্টিভস অন টেলিকম পলিসি’ শীর্ষক অধিবেশনগুলিতে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি, স্থায়িত্ব ও বিশ্বাস ভারতের প্রযুক্তিগত শাসনের মূল নীতি। তিনি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সেবায় আধার ও ভারত নেটের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। সফরকালে মন্ত্রী ভারত প্যাভিলিয়ন পরিদর্শনের সময় ভিভিডিএন-এর দেশে তৈরি নকশা এবং এআই ভিত্তিক ওয়াইফাই ৭-এর উদ্বোধন করেন। তিনি কোয়ালকম, সিসকো, ম্যাভেনির, এরিকশন, নোকিয়া, এয়ারটেল, বিএসএনএল, সিডিওটি, টিইপিসি-এর মতো সংস্থাগুলির শীর্ষস্থানীয় নেতা ও মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের সঙ্গে নৈশভোজকালীন বৈঠকে মিলিত হন। এফসিসি-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি ৫জি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পরবর্তী প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তির অত্যাধুনিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির বুথও পরিদর্শন করেন জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া। এমডব্লুসি ২০২৫-এ মন্ত্রীর অংশগ্রহণ ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করতে সহায়ক হবে এই সম্মেলন।

চলন্ত ট্রেন থেকে আবর্জনা ছুঁড়ে মারলেন, চাকরি হারালেন এক কর্মী

৭ মার্চ ঃ চলন্ত ট্রেন থেকে ট্র্যাকে আবর্জনা ফেলছেন এক সাফাই কর্মীর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হলে, রেলওয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে। ওই কর্মচারীর নাম কাঞ্চন লাল। রেলওয়ে অনবোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। কোম্পানিটি পরিচ্ছন্নতা চুক্তির ধারা ৯ লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়। ফলস্বরূপ, প্রয়াগরাজ বিভাগ ঠিকাদারকে ২৫,০০০ টাকা জরিমানা করে। এছাড়াও, ঠিকাদারকে কঠোর সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে কোনও লঙ্ঘন করলে আরও কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।রেলওয়েকে দেওয়া তার স্পষ্টীকরণে, কোম্পানি জানিয়েছে যে কাঞ্চন লালকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ট্রেন নম্বর ০৪১১৫, সুবেদারগঞ্জ-লোকমান্য তিলক স্পেশালে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাকে ট্র্যাকে আবর্জনা না ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি অবহেলার সাথে কাজ করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগের পর, তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।রেলওয়ে সমস্ত অন-বোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে তাদের কর্মীদের যথাযথ বর্জ্য নিষ্কাশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে চলন্ত ট্রেন থেকে আবর্জনা ফেলা না হয়। কর্মীদের বর্জ্য সংগ্রহের জন্য বড় ব্যাগ সরবরাহ করতে হবে এবং সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্ধারিত স্টেশনে অথবা ট্রেনের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে আবর্জনা সংগ্রহের স্থানে ফেলা উচিত।

সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগে ট্রুডো, রাজা চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ

৭ মার্চ ঃ কানাডার সার্বভৌমত্ব নিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর উদ্বেগ বাড়ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার ইচ্ছা পোষণের পর তাঁর এ উদ্বেগ বেড়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে আলোচনা করছেন। গতকাল সোমবার ট্রুডো বলেন, রাজা চার্লসের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর অগ্রাধিকার থাকবে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়টি। গতকালই তাঁর চার্লসের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। রাজা চার্লস কানাডার রাষ্ট্রীয় প্রধান। মা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের রাজা হিসেবে অভিষেক ঘটে চার্লসের। শুধু যুক্তরাজ্য নয়, প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ বা কমনওয়েলথভুক্ত আরও ১৪টি দেশের রাজা তৃতীয় চার্লস। এগুলো হলো কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, ব্রাহামাস, বেলিজ, গ্রেনাডা, জ্যামাইকা, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, টুভালু, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাদাইন। ট্রুডো বলেন, ‘ নাগরিকদের কাছে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই।’ ট্রুডো বলেন, ‘ রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছি। বরাবরের মতোই আমরা কানাডা ও এর নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। কানাডিয়ানদের কাছে সার্বভৌমত্ব ও জাতি হিসেবে স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।’ ট্রাম্প কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন ট্রুডো। কানাডার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো গত মাসে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে তাঁর দেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে যা বলেছেন, তা তিনি ‘বাস্তবিকই’ চান। আর তাঁর এ চাওয়ার সঙ্গে আসলে কানাডার প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্পর্কিত। ৯ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গত জানুয়ারি মাসে পদত্যাগের ঘোষণা দেন ট্রুডো। জনমত জরিপে দলের বাজে অবস্থা উঠে আসার পর দায়িত্ব ছাড়তে চাপে ছিলেন তিনি। ট্রাম্প বারবার বলে আসছেন, কানাডা যদি যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হয়ে যায়, সেটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। ট্রুডো কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা করার পর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট দেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি লেখেন, প্রতিবেশী দেশ কানাডার অনেক বাসিন্দা চান, তাঁদের দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য করা হোক। কানাডা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত হয়, তাহলে দেশটিকে কোনো বাণিজ্য শুল্ক দিতে হবে না, করের পরিমাণও কমবে।

জন ঔষধি প্রকল্প 'আচ্ছি ভি, সস্তি ভি' মন্ত্রে স্বাস্থ্যসেবাকে বদলে দিয়েছে ঃ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি প্রকল্প 'আচ্ছি ভি, সস্তি ভি' মন্ত্রে স্বাস্থ্যসেবাকে বদলে দিয়েছে। শুক্রবার, ৭ মার্চ জন ঔষধি দিবস। এই প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশে দিনটি পালন করা হয়। সঠিক গুণমানের জেনেরিক ওষুধ ন্যায্য মূল্যে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনা চালু হয় ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে। এই

উপলক্ষ্যে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনা 'আচ্ছি ভি, সস্তি ভি' মন্ত্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে রূপান্তরিত করেছে, সকলের জন্য উচ্চমানের, সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ নিশ্চিত করেছে। এর ফলে ৩০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। নাড্ডা আরও বলেন, ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়ে, মরিশাসে প্রথম জন ঔষধি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, আমরা ২০২৭ সালের মধ্যে ২৫,০০০ জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। সবাইকে জন ঔষধি কেন্দ্রের যাওয়ার অনুরোধ করেছেন নাড্ডা।

সামাজিক ন্যায়বিচারে জোর, ১৬-তম রাজ্য বাজেট পেশ করলেন সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চ ঃ সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে ১৬-তম রাজ্য বাজেট পেশ করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শুক্রবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করার সময় সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, কর্ণাটক পাবলিক স্কুলের আদলে ২৫০টি মৌলানা আজাদ মডেল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পিইউ পর্যন্ত ক্লাস শুরু করা হবে। এই উদ্দেশ্যে মোট ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। চলতি বছরে এই উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং স্কুল শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার

পাশাপাশি প্রথাগত শিক্ষা প্রদানের জন্য, এনআইওএস-এর মাধ্যমে এসএসএলসি পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য কম্পিউটার, স্মার্ট বোর্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। কর্ণাটক সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু যুবকদের নতুন স্টার্ট-আপ শুরু করতে উৎসাহিত করা হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি মেরামত ও সংস্কার এবং মুসলিম কবরস্থানের অবকাঠামো ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সিদ্দারামাইয়া বাজেট পেশ করার সময় আরও বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু কলোনি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১,০০০ কোটি টাকার কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কাজগুলি বাস্তবায়িত হবে। সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, হজযাত্রী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বেঙ্গালুরুতে হজ ভবনে একটি অতিরিক্ত ভবন নির্মাণ করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ আয়োজনের জন্য রাজ্যজুড়ে বহুমুখী হল তৈরি করা হবে।

জন ঔষধি কেন্দ্রে রেখা গুপ্তা, বিঁধলেন পূর্বতন এএপি সরকারকে

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃ দিল্লির অশোক বিহার এলাকায় জন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। জন ঔষধি দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে, শুক্রবার সকালে অশোক বিহার এলাকায় জন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। সাশ্রয়ী মূল্যের এই স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগের প্রচার করেন তিনি। পূর্বতন এএপি সরকারকে আক্রমণ করে রেখা গুপ্তা বলেছেন, আজ সপ্তম জন ঔষধি দিবস, আমি বলতে চাই পূর্ববর্তী সরকার এই জনকেন্দ্রিক উদ্যোগ থেকে নিজেদের দূরে সরিযে. রেখেছিল, সম্ভবত এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শব্দটি যুক্ত থাকার কারণে। তবে, এখন আমি সপ্তম জন ঔষধি দিবসে দিল্লিকে অভিনন্দন জানাতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, আমাদের আগের সরকার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেনি। হয়তো এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের নামের সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি যুক্ত থাকার কারণে। সপ্তম জন ঔষধি দিবস উপলক্ষ্যে আমি দিল্লির জনগণকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমরা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করব, যেখানে বলা হয়েছে প্রতিটি হাসপাতালের ৫০০ মিটারের মধ্যে একটি জনঔষধি কেন্দ্র থাকা উচিত।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা, প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে রানার আর্জি খারিজ

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃ ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ২৬১১ মুম্বই হামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাহাউর রানা। কিন্তু, রানার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৫ জানুয়ারি ২৬১১ হামলার অন্যতম চক্রী রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের অনুমতি দিয়েছিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। বর্তমানে আমেরিকার জেলে সে বন্দি রয়েছে। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলায় তার যোগ পেয়েছিলেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। এর পর থেকেই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী রানাকে ভারতে নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। প্রথমে আইনি প্রক্রিয়ার কারণে তা বিলম্বিত হচ্ছিল। প্রথমে নিম্ন আদালতে, তার পরে ওয়াশিংটনের প্রাদেশিক আদালতে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আবেদন করে রানা। কোথাও সুরাহা হয়নি। সান ফ্রান্সিসকোর আপিল আদালতেও প্রত্যর্পণের পক্ষেই রায় গিয়েছিল। সম্প্রতি রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের অনুমতি দিয়েছিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, সেই প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রানা, এবার সুপ্রিম কোর্টও রানার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে বহুমুখী কর্মসূচী

আগরতলা, ৭ মার্চ ঃ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন কমসূচী নিয়েছে। শুক্রবার আগরতলায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এবারে নারী দিবসে ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ থিম রাজ্য থেকে বাল্য বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যধী নির্মূল করতে সম্মিলিত আঃ দালনের সূচনা এবং মহিলা ক্ষমতায়ণ। মন্ত্রী টিংকু রায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তরে শুক্রবার শপথবাক্য পাঠ করা হয় এবং দপ্তরের যোগ্য মহিলা কর্মচারীদের সম্বর্ধনা জানানো হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক মূল অনুষ্ঠান হবে আগামী ১৩ মার্চ আগরতলার রবীঃদ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নম্বর হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী আরও জানান, অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী মহিলা সিডিপিও, মহিলা আইসিডিএস সুপারভাইজারদের সম্বর্ধনা জানানো হবে। সেইসাথে দক্ষ অঙ্গনওয়াাী কর্মী ও সহায়িকাদের পুরস্কৃত করা হবে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন-এর উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগীতায় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবে। ৮ মার্চ শনিবার সকাল ৭ টা ৩০ মিনিটে এই র‍্যালী আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হবে। র‍্যালীটি কামান চৌমুহনী হয়ে মেলারমাঠে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন-এর কার্যালয়ের সামনে শেষ হবে। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সকালে আগরতলায় রাজ্য ভিত্তিক মহিলাদের মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিকালে উমাকান্ত স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মহিলা খেলোয়াড় ও স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মহিলা ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

ঢাকায় মিছিল ‘ জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর, পুলিশ বাধা দিতেই সংঘষ

ঢাকা, ৭ মার্চ ঃ শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না বাংলাদেশ। ফের অশান্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। শুক্রবার ঢাকার রাস্তায় মিছিল করল ‘ জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর, সেই মিছিলে পুলিশ বাধা দিতেই সংঘর্ষ বেঁধে যায়। রাজধানীর পল্টনে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এলাকায় মিছিল করেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর। শুক্রবার দুপুরে ‘ ফর খিলাফত’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মিছিলে অংশ নেন সংগঠনের সদস্যরা।এক পর্যায়ে তাদের বাধা দেয় পুলিশ। লাঠিচার্জের পাশাপাশি সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল ছুাে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। এতে বায়তুল মোকাররম এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হিযবুত তাহরীরের মিছিলটি পল্টন থেকে বিজয়নগরের দিকে এলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। তবে এর আগে ক।। নিরাপত্তার মধ্যেও কিছুক্ষণ মিছিল করে নিষিদ্ধ এই সংগঠন। পরে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়লে ছত্রভঙ্গ হরে যান সংগঠনের সদস্যরা। এরপর আবার একত্রিত হয়ে মিছিল শুরু করার চেষ্টা চালায় তারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে সংগঠনের সদস্যরা বারবার মিছিলের চেষ্টা চালালে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এই সময় সংগঠনটির প্রায় ১০-১৫ জন সদস্যকে আটক করা হয়।

তেলঙ্গানার সুড়ঙ্গে ১২ দিন বন্দি, আশার আলো প্রায় নিভে এসেছে

হায়দরাবাদ, ৭ মার্চ ঃ ধসে পড়া সুড়ঙ্গে কেটে গিয়েছে ১৩ দিন। ভিতরে এখন আটকে রয়েছেন আট জন শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ার। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। আশার আলোও প্রায় নিভে এসেছে। তবে, হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। গত ২২ তেলঙ্গানার ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে। সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন আট শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। নানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু এখনও শ্রমিকদের অবস্থান জানা সম্ভব হয়নি। এমনকি তাঁদের কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। তবে আশা ছাড়ছেন না উদ্ধারকারীরা।

রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নেতৃত্বে স্টেশনগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বৈঠক

৭ মার্চ ঃ আজ রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নেতৃত্বে স্টেশনগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।১. ৬০টি স্টেশনে স্থায়ী বাইরের অপেক্ষার স্থান-২০২৪ সালের উৎসবের মরশুমে, স্টেশনগুলির বাইরে অপেক্ষার স্থান তৈরি করা হয়েছিল। সুরাট উধনা, পাটনা এবং নয়াদিল্লিতে এই অপেক্ষার স্থানগুলিতে প্রচুর ভিড় জমানো সম্ভব ছিল। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে এলে কেবল যাত্রীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রয়াগ এলাকার নয়টি স্টেশনে মহাকুম্ভের সময় একই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই স্টেশনগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আমরা সারা দেশের ৬০টি স্টেশনে স্টেশনের বাইরে স্থায়ী অপেক্ষার স্থান তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেখানে মাঝে মাঝে প্রচুর ভিড় হয়। নতুন দিল্লি, আনন্দ বিহার, বারাণসী, অযোধ্যা এবং পাটনা স্টেশনে পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই ধারণার মাধ্যমে, হঠাৎ ভিড় অপেক্ষার স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ট্রেনগুলি প্ল্যাটফর্মে এলে কেবল যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে যেতে দেওয়া হবে। এর ফলে স্টেশনগুলিতে যানজট কমবে। ২. প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ-৬০টি স্টেশনে সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ শুরু করা হবে। নিশ্চিত রিজার্ভ টিকিটধারী যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে সরাসরি প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। টিকিটবিহীন বা অপেক্ষমাণ তালিকার টিকিটধারী যাত্রীরা বাইরের অপেক্ষা এলাকায় অপেক্ষা করবেন। সমস্ত অননুমোদিত প্রবেশপথ সিল করে দেওয়া হবে। ৩. প্রশস্ত ফুটওভার-ব্রিজ ঃ ১২ মিটার প্রশস্ত (৪০ ফুট) এবং ৬ মিটার প্রশস্ত (২০ ফুট) স্ট্যান্ডার্ড FOB-এর দুটি নতুন নকশা তৈরি করা হয়েছে। মহাকুম্ভের সময় ভিড় ব্যবস্থাপনায় র‍্যাম্প সহ এই প্রশস্ত FOBগুলি খুবই কার্যকর ছিল। সমস্ত স্টেশনে এই নতুন স্ট্যান্ডার্ড প্রশস্ত FOB স্থাপন করা হবে।৪. ক্যামেরামূহাকুম্ভের সময় ক্যামেরাগুলি ভিড় ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য সমস্ত স্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর সংখ্যক ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

Name Change

I, SHRABANI CHAKRABORTY and SRABANI CHAKRABARTI (Old Name) D/O Late SAMAR LAL CHAKRABORTY Residing at Near Sree Guru House, Nabin Sen Pally, P.O.-Nabapally, P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SRABONI CHAKRABORTY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 07-03-2025. SHRABANI CHAKRABORTY and SRABANI CHAKRABARTI (Old Name) and SRABONI CHAKRABORTY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ADNAM HOSSAIN (Old Name) S/O EJAJ HOSSAIN Residing at 2D Radha Gobinda Saha Lane, P.O.-Circus Avenue, P.S.-Karaya, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ADNAN HOSSAIN (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 07-03-2025. ADNAM HOSSAIN (Old Name) and ADNAN HOSSAIN (New Name) both are same and identical person.

ধূপঝোরায় নজরে এল গণ্ডারের বাসস্থান, উচ্ছ্বসিত বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপঝোরায় নজরে এল গণ্ডারের বাসস্থান। শুমারি চালাতে গিয়ে দেখা গেছে, ধূপঝোরা এলাকায় বেশ কিছু স্ত্রী গণ্ডার ও তাদের শাবক রয়েছে। ওই এলাকাটিকে তারা নিজস্ব বিচরণক্ষেত্র করে নিয়েছে। এতে দারুণ খুশি বন দফতর। কারণ, ধূপঝোরায় হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে সাফারির সময় পর্যটকরা ওই গণ্ডারের পরিবারকে চাক্ষুস করতে পারবেন। এতে পর্যটকদের মধ্যে ধূপঝোরা থেকে সাফারির জন্য বাড়তি আকর্ষণ তৈরি হবে বলে মনে করছেন গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। তিনি বলেন, নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে গণ্ডার শুমারি। গরুমারা ডিভিশনের বাইরে রামশাই, মেদলা-সহ জলপাইগুড়ি ডিভিশনের অধীন অনেক জায়গাতেই গণ্ডার দেখা গেছে।

বহরমপুর জেলে কয়েদিদের থেকে উদ্ধার দুটি মোবাইল

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ মার্চ ঃ বহরমপুর জেলে কয়েদিদের থেকে উদ্ধার দুটি মোবাইল। দুই বন্দিদের থেকে ফোন দুটি উদ্ধার করেছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। এরপরই প্রশ্ন উঠছে কী করে ফোন নিরাপত্তার ফাঁক গলে বন্দিদের কাছে গেল? বন্দিরা সংশোধনাগার থেকেই কোনও চক্র চালাচ্ছিল কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। জেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুই কয়েদি গাঁজা, মদ পাচারের অভিযোগে জেলবন্দি রয়েছে। তাদের থেকে দুটি কিপ্যাড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। কী করে বন্দিদের কাছে ফোন এল? তারা বাইরে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত? সংশোধনাগারে বসেই কী কোনও মাদক চক্র চালাচ্ছিল তারা। না কি কোনও নাশকতার ছক ছিল? উঠছে একাধিক প্রশ্ন। সংশোধনাগারের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে বন্দিরা ফোনে, ভিডিও কলে কথা বলতে পারে। পুরো কথাবার্তা জেল কর্তৃপক্ষের নজরদারিতেই হয়। সেই প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সেই জায়গায় সংশোধনাগারে কী করে ফোন এল তা ভাবাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষকে। ফোন উদ্ধারের পর পুলিশকে ডেকে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সাফল্য দার্জিলিং পুলিশের, মহারাষ্ট্র থেকে শিশু ও মহিলা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৭ মার্চ ঃ শিশু ও এক মহিলাকে সাফল্যের সঙ্গে মহারাষ্ট্র থেকে উদ্ধার করেছে দার্জিলিং সদর পুলিশ। সেইসঙ্গে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার তাকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে হাজির করা হবে। পুলিশ জানায়, তিন বছরের শিশু ও মহিলা নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। গত ১১ ফেব্রুয়ারি সংশ্লিষ্ট অভিযোগ পেয়ে কাজে নামে পুলিশ। এরপর গোয়েন্দা সাহায্য ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে সাব ইন্সপেক্টর তীর্থ প্রতীম রায় পুরোদমে নামেন অভিযানে। চলতি মাসের প্রথম দিন এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আয়াজ খান (৪১)-কে মহারাষ্ট্রের নালা সোপারা থেকে হাতেনাতে ধরা হয় এবং জেরায় সবটাই স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। এরপর ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে দার্জিলিংয়ে নিয়ে আসা হয়। সাফল্যের সঙ্গেই পরিবারের কাছে নিখোঁজদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খুশি পরিজনরা।

ভাতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত প্রদানের দাবিতে বাঁকুড়ায় আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ মার্চ ঃ ভাতা বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট সময়ে ভাতা প্রদানের দাবিতে শুক্রবার বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন জমা দিলেন আশা কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, বর্তমান ভাতা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে, প্রতিমাসে ঋণ করতে হচ্ছে, তার ওপর বকেয়া ভাতা ক্রমশ বাড়ছে। আশা কর্মীদের দাবি, গত ৩ থেকে ৫ মাসের ভাতা বকেয়া রয়েছে। অবিলম্বে এই বকেয়া মেটানো, মাসিক ভাতা ১৫ হাজার টাকা করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত আশা কর্মীদের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ মোট ৭ দফা দাবিতে তারা এদিন আন্দোলনে নামেন। দাবি পূরণ না হলে সমস্ত কাজ বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। আশা কর্মীদের বক্তব্য, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় তাদের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি অনেক বেড়েছে। সরকারি বিভিন্ন টিকাকরণ কর্মসূচি, গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব নিশ্চিত করা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়। কিন্তু তাদের বেতন ও সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলায় প্রায় ১৬০০ আশা কর্মী রয়েছেন। তাদের অভিযোগ, দায়িত্ব বাড়লেও মাসিক মাত্র ৫২৫০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়, যা নিয়মিত মেলে না। বর্তমানে ৩ থেকে ৫ মাসের ভাতা বকেয়া রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে তাদের ভাতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে জেলাজুড়ে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ দিলেন এবার পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৭ মার্চ ঃ বাংলাদেশের স্কুলের শিক্ষক ভারতে ভোটার তালিকায় নাম! ভারতে রয়েছে তার পরিবারও, এমনই ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ দিলেন এবার পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। ভোটার

লিস্ট হাতে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে শুক্রবার এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন তিনি। জানা গেছে পূর্বস্থলী ২ ব্লকে ভারতে থাকা তার ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভৃগুরাম দাস, কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতের নন্দীগ্রামের বাসিন্দা। তার স্ত্রী সুলেখা রানী দাস তার এক ছেলে এবং বৌমা ও নাতনিকে নিয়ে এই ঠিকানাতেই থাকেন। মাঝেমধ্যেই তিনি এই বাড়িতেও আসা-যাওয়া করেন। বাংলাদেশেও রয়েছে তার ভোটার কার্ড। সেখানেও তিনি ভোট দেন, এমনকি সেখানে একটি স্কুলের শিক্ষক তিনি। একইভাবে ভারত এবং বাংলাদেশের কিভাবে তিনি নাগরিক হয়ে উঠলেন প্রশ্ন তুলেছেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করে দেখার কথা বলার পরই নড়েচড়ে বসেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এরপরই এমন ভুতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভায়। পাশাপাশি বিধায়ক এর আরো অভিযোগ তার বিধানসভা এলাকায় এখনো প্রায় ৪০০ এইরকম ভোটারের খোঁজ পাওয়া গেছে, যাদের কোন অস্তিত্বই নেই। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার ভৃগুরাম দাস এর বাড়িতে পৌঁছালে তার স্ত্রী সুলেখা রানী দাস তিনি স্বীকার করে নেন তার স্বামীর বাংলাদেশে নাগরিকত্ব রয়েছে। পাশাপাশি তার ভারতেও ভোটার কার্ডে নাম রয়েছে। তবে প্রায় বছর তিনেক তিনি এখানে আসেননি বলেও এদিন জানিয়েছেন তিনি। এমনই ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ পাওয়ায় এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

গোখরো সাপ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলাকালীন স্কুল থেকে উদ্ধার হল গোখরো সাপ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস বলেন, স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকের সেন্টার রয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন ক্যাম্পাসে একটি গোখরো সাপ দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা পরিচালন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। তাদের পরামর্শ মতো খবর দেওয়া হয় একটি পরিবেশ প্রেমী সংগঠনকে। তাদের সদস্যরা এসে গোখরোটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এরপর আমরা আতঙ্কমুক্ত হই।

সমবায় সমিতির কোটি টাকা তছরূপরে অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূলের প্রাক্তন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা শিবনাথ চৌধুরী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৭ মার্চ ঃ আবারও একবার নদীয়ায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা! নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরের তৃণমূলের প্রাপ্তন শহর সভাপতি তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা শিবনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির ১৪ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ তোলে এক মহিলা। সেই ঘটনায় শুক্রবার কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত শিবনাথ চৌধুরীর শুধু তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতাই ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি ছিলেন নদীয়া ডিসট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যানও। জানা যায় নদীয়ার কালিনগর সোসাইটির ১৪ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ আনা হয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে, আর এই অভিযোগ করেছেন ওই সোসাইটির একজন সদস্যা। অভিযোগকারী মহিলার দাবি ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কালিনগর সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন শিবনাথ চৌধুরী, আর চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই টাকা তছরুপ করেছেন। আর এই অভিযোগে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং পরবর্তীতে কোর্টের নির্দেশেই এদিন অভিযুক্ত শিবনাথ চৌধুরী কে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শুধু টাকা তো রুপি নয় মহিলাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত শিবনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যা, ও তার চক্রান্ত করা হয়েছে বলেও জানান অভিযুক্ত শিবনাথ চৌধুরীর। পাশাপাশি শুক্রবারই তাকে নদীয়া জেলা দায়রা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

টিকা নেওয়ার পরই শিশুকন্যার মৃত্যু ঘিরে আজও তুলকালাম জলপাইগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৭ মার্চ ঃ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে টিকা নেওয়ার পরই শিশুকন্যার মৃত্যু ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড জলপাইগুড়ির লাটাগুড়িতে। বাবা-মার অভিযোগ টিকা নেওয়ার জেরেই মৃত্যু হয়েছে সন্তানের। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার অবরোধে শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের লোকেরা। শুক্রবারও উত্তেজনা এলাকায়। এদিন শিশুর দেহটির ময়নাতদন্ত করা হবে। বুধবার লাটাগুড়ির ক্রান্তি মোড়ের বাসিন্দা কবিতা অধিকারী ও কৌশিক অধিকারীর দেড় মাসের শিশুকন্যাকে ঝাড়মাটিয়ালি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়। রাতে শিশুটির জ্বর আসে। তারপরই নাক, মুখ দিয়ে রক্ত বেরতে শুরু করে। শিশুকন্যাকে দ্রুত জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিশুকন্যাটির পরিবার। মৃত্যুর খবর দাবালনের মতো ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ময়নাগুড়ি-লাটাগুড়ি ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তরের যাত্রীবাহী বাস। প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এবিষয়ে মালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) দীপঙ্কর কর বলেছেন, শিশুটি প্রি-ম্যাচিওর অর্থাৎ সময়ের আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তাকে সমস্ত নিয়ম মেনে টিকা দেওয়া হয়েছিল। এখানে আমি স্বাস্থ্যকর্মীদের কোনও ভুল আমি দেখছি না। পরিবার চাইলে থানায় অভিযোগ জানাতে পারে। ময়নাতদন্ত হলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার উত্তর ঝাড়মাটিয়ালি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। শুক্রবার সন্তানহারা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান, ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্যে সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় নেতারা।

বিশ্বভারতীর পাঁচিল তোলার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে এলাকাবাসীর মামলা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ মার্চ ঃ বিশ্বভারতীতে পাঁচিল বিতর্ক নতুন কিছু নয়। এবার যাতায়াতের পথ এবং সর্বসাধারণের পয়প্রণালী অবরুদ্ধ করে বিশ্বভারতীর পাঁচিল তোলা ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধলো। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডে বোলপুর পুরসভা ও বিশ্বভারতীর বাফার জোন এলাকায়। এই মর্মে আবেদনকারী বিকাশ ভকত চলতি বছরে বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কোলকাতা উচ্চ আদালত একটি মামলা দায়ের করেন। যেহেতু বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, বাদী বিবাদী কোনো পক্ষই কোনো মন্তব্য করতে চায়নি। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতো বলেন, অভিযোগকারী মামলা করার আগে বিশ্বভারতীর সাথে কোনভাবে যোগাযোগ করেন নি। আর তার বক্তব্য স্পষ্ট নয়। বিশ্বভারতী দশ বছর ধরে তার ক্যাম্পাস ঘিরছে। তাছাড়া বিশ্বভারতী এখন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। দেশের সম্পদ। যা বলার আদালতে বলবো। অন্যদিকে, আবেদনকারী বিকাশ ভকত জানান, এলাকার সরকারি জায়গায় দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত পয়প্রণালী অবরুদ্ধ করে পাঁচিল তোলা হয়েছে। এরফলে এলাকায় বহু মানুষের জল নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। তাছাড়া, বিশ্বভারতীর অধীন ঘেরা পাঁচিলের সামনে একটি যাতায়াতের রাস্তা যা সাধারণ মানুষ বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করে আসছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে আবেদনকারী বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে রেজিস্ট্রি চিঠি মারফত তাদের অসুবিধা এবং আপত্তির কথা জানিয়ে কোন সহযোগিতা না পেয়ে আদালতের সম্মুখীন হয়। জানা গেছে, বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়ার আগে ২০২৩ সালের ১৬ মে আবেদনকারী খরিদমূল্যে চার কাঠার কিছু বেশি রায়ত সম্পত্তির উপর রবীন্দ্র সংস্কৃতি মেনেই একটি রেঁস্তোরা খোলার জন্য বোলপুর পুরসভা এবং এস এস ডি এর কাছে অনুমতি নিয়ে তার রেস্তোরা নির্মাণ করেছে। বর্তমানে তার ভিতরে কাজ চলছে।

পরিবেশবান্ধব গ্রিটিংস কার্ড দিয়ে দোলের শুভেচ্ছায় অভিনব উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৭ মার্চ ঃ দুই মলাটের মাঝে ছোট্ট ছোট্ট শব্দ। নানা আঁকিবুকি। রংবাহারি সেই গ্রিটিংস কার্ড কার্যত হারিয়ে যেতে বসেছে আজকের দিনে। একদিকে স্মার্টফোন। অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমের দাপট। শুভেচ্ছা বা ভালোবাসা বিনিময়ের ওই মাধ্যম এখন আর সেভাবে চোখে পড়ে না। আর তাই গ্রিটিংস কার্ডকে এবার দোল-হোলিতে ফিরিয়ে আনছে বনমহল পুরুলিয়ার আড়শার এক সরকারি স্কুল। সেখানকার খুদে পড়ুয়ারা ভেষজ আবির, রং দিয়ে বানিয়ে ফেলেছে রঙিন, আকর্ষণীয় সব গ্রিটিংস কার্ড। পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ফুল, দলমণ্ডল, পাতা দিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছাপত্র তৈরি করছে জঙ্গলমহলের ওই সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। সেইসঙ্গে গাছের নিচে পড়ে থাকা ফুল দিয়ে ভেষজ আবির। এভাবেই পরিবেশবান্ধব বার্তায় বনমহলের এই জেলা দোল- হোলির রং খেলে ফ্লোরাল গ্রিটিংসে শুভেচ্ছা জানাবে। পড়ুয়াদের হাতে তৈরি এই হস্তশিল্প বাজারজাত করার ব্যবস্থা করবে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ই। ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা এই সরকারি স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই পর্যটক-সহ জেলার মানুষজন একেবারে রাসায়নিক ছাড়া ভেষজ আবির হাতে পাবেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহায়তায় এই কর্মকাণ্ড চলছে। সম্প্রতি আড়শার ওই সরকারি স্কুলে এই বিষয়ে কর্মশালা হয়। কর্মশালায় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্রকুমার চক্রবর্তী, পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) সুদীপ পাল, জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মহুয়া বসাক সহ আরও বিশিষ্টরা।

বিতর্কে সিভিক ভলান্টিয়ার, গাড়িচালককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মার্চ ঃ আবার বিতর্কে সিভিক ভলান্টিয়ার। কাঠগড়ায় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের তিন সিভিক ভলান্টিয়ার। দাবিমতো টাকা না মেলায় গাড়িচালককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিও। তা নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ারকে ক্লোজ করা হয়েছে বলেই খবর। অভিযোগ, এক ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে বৃহস্পতিবার ডালখোলা মল্লিকপুর হাট থেকে খাড়াভাঙ্গিতে যাচ্ছিলেন। বাংলা-বিহার সীমানার নাকা চেকপয়েন্টে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার গাড়ি থামান। চালকের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা দাবি করে সিভিক ভলান্টিয়ার। গাড়িচালকের দাবি, তিনি ৫০০ টাকা দেবেন বলেই জানান সিভিক ভলান্টিয়ারদের। অভিযোগ, এরপর গাড়ি থেকে তাঁকে নামিয়ে নেওয়া হয়। চেক পয়েন্টের কাছে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। গাড়িচালকের দাবি, সিভিক ভলান্টিয়ারদের মারধরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাও হয় তাঁর। এই ঘটনার পর পুলিশের দ্বারস্থ হন আক্রান্ত গাড়িচালক। ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ারকে ক্লোজ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আরজিকরের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়।

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-Dainhat,
Dist.: Purba Burdwan

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT 21D.M/ENGG/2024-25
Date-07/03/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org
& wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- **Chairman,**
Dainhat Municipality

KUMIRMORAH GRAM PANCHAYAT
Under Chanditala –I Block
KUMIRMORAH, HOOGHLY.
Email:kumirmorahgp@gmail.com
e-NIT No.200/KGP/2024-25, Date:-28.02.2025

The Prodhan, Kumirmorah Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Kumirmorah Gram Panchayat for the 1(One) Work. Fund: 15th CFC (Tied). Last date of submission of Bid (online) **17.03.2025 up to 18.00 IST.** Time & date for opening technical Bid/Bids online **19.03.2025 at 03.00 P.M.** For details please visit website **https://etenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kumirmorah Gram Panchayat.

eTender Notice

eTender has been floated for 19 (Nineteen) Nos. & Tender for 24 (Twenty Four) of work under Bakhrabad G.P. of Baishnabnagar P.S, Malda, eTender No.- **01 (e)/BKB/24-25** Dated: 6th March, 2025, **02 (e) /BKB/24-25** Dated: 6th March, 2025, & Manual Tender No.- **01 /MGP/24-25** Dated: 6th March, 2025 Bonafied contructors are requested to visit- www.wbtenders.gov.in or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.
Sd/-
Pradhan
Bakhrabad Gram Panchayat

DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E -TENDER

Office of the Dhulasimla Gram Panchayat **Nit no-81 to 85** Publised Date- **10/03/2025 at 11.00 AM** Bid Submission End Date- **17/03/2025 at 11.00 AM** Opening Date-**19/03/2025 at 11.30 AM**
http://www.wbtenders.gov.in

e – Tender Notice

e- Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Supply and installation of Police Console for Traffic Control at Kajipara Pedestrian cross at the approach VIDYASAGAR SETU near TOLL PLAZA.
Tender ID -2025_HRBC_824605_1
e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/19/24-25
Last date of submission of bid (online) is **17.03.2025** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/IV, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[ডিইএন/৪/ হাওড়া]। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৩৬০_২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৪.০৩.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** (১) এসএসই/ডব্লু/বোলপুর শান্তিনিকেতন- এর অধিক্ষেত্রে আহমদপুর, বোলপুর শান্তিনিকেতন, ভেদিয়া, গদাধরপুর, প্রান্তিক, বাতাসপুর ও নোয়াদার ঢাল স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতাবৃদ্ধি। (২) এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে কিমি. ৭০-২৩ থেকে ৭০-৩৭এ পর্যন্ত সাঁইথিয়া-অণ্ডাল লাইনে রিটেইনিং ওয়াল ও নালা নির্মাণ। (৩) এসএসই/ ডব্লু/বোলপুর শান্তিনিকেতনর সেকশনে বোলপুর শান্তিনিকেতনে কোয়ার্টার-এর মেরামতি ও সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৭,২৮,১০,২২৮.০৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,১৪,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান উপরোক্ত ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-649/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

আমমোক্তারনামা

সৈয়দ আবুল হাসান করিম, পিতা- মোঃ মোদাশ্বর হোসেন, সাং- রাধনগর, পোঃ- রামদেবপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর **A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে **Book-I, 10604** নং আমমোক্তার দলিল মূলে ষষ্ঠি মাঝি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২৩ নং সেলালপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৮৬ নং দাগের এল. আর. ৮৯০, ৯০৯ নং খতিয়ানের মোট ৪২ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

আমমোক্তারনামা

আব্দুল কাদির, পিতা- নুরুল ইসলাম, সাং- বৈরবটোলা, পোঃ- লবনচোয়া, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর **A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে **Book-I, 808** নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) অজিত কুমার সাহা, ২) প্রতিমা বালা সাহা** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২২ নং কুলোড়ি মৌজাস্থিত এল. আর. ৩০৮ নং দাগের এল. আর. ৪৭৫, ৫৯০ নং খতিয়ানের মোট ১৪ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

আমমোক্তারনামা

সুবল চন্দ্র দাস, পিতা- উপেন্দ্রনাথ দাস, সাং- ও পোঃ- গাঙ্গীন, থানা- সুতী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর **A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে **Book-I 9156** নং আমমোক্তার দলিল মূলে বাসু হালদার ওরফে বাসুদেব হালদার আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১ নং কানুপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ২৬৭ নং দাগের এল, আর, ২৬৫৯ নং খতিয়ানের মোট ১.৬৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

আমমোক্তারনামা

গৌতম কুমার দাস, পিতা- মৃত বীরেন কুমার দাস, সাং- দেউলী, পোঃ- ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর **A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে **Book-I, 2979 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) স্বপন কুমার দাস, ২) সুভাষ চন্দ্র দাস, ৩) অর্থজিৎ দাস, ৪) অরুনাভ দাস** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২১ নং সিদ্ধিকালী মৌজাস্থিত এল. আর. ১১১, ১১১ /১৪১০, ১১১/১৪১১, ১১১/১৪১২, ১১১/১৪১৩, ১৪৬, ১৪৬/১২১৫, ১৫৯, ২০০, ২০০/১৪১৬, ২০০/১৪১৭, ২০০/১৪১৮, ২০০/১৪১৯, ২৩৮, ৪৪২, ৪৪২/ ১৪০২, ৪৪৬ নং দাগের এল. আর. ২৭৩, ৭৪১ নং খতিয়ানের মোট ৪৯.০৪ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-156/2024-25.** Bid submission closing date (Online) - **13/03/2025** instated of **06/03/2025** and Bid Submission opening date (Online) **17/03/2025** instated of **10/03/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE RAGHUDEVPUR GRAM PANCHAYAT
VILL. & P.O. - RAGHUDEVPUR, P.S. - RAJAPUR, DIST. - HOWRAH

Notice Inviting E-Tender Notice inviting e-tender for 10 (Ten) numbers of work which have been published online on dated 06-03-2025 **Tender ID: RGP/27/2025 [2025_ZPHD_823963_1] to [2025_ZPHD_823963_10]**. Last date of submission of bids are on **17-03-2025 at 2 P.M**. EMD will be received by A/C payee NEFT/RTGS within **17-03-2025 at 2 P.M**. Details are available in the office of undersigned and **https://wbtenders.gov.in/** portal.
Sd/-
Pradhan
Raghudevpur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE-III/014/40/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of passage at 41/C/H/6, M.P. Road and its surrounding areas in Ward No.-14 disturbed by W.S. Deptt.** Estimated cost: **₹ 3,57,087.00.** Earnest money: ₹ **7,250.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE-III/29/B16/24-25/Bustee (1st Call)
Name of the work: **Upgradation of underground sewer line at 15/2 to 15/6/2, Chamru Singh Lane, 86/10 to 86/15 Narkeldanga North Road and other places in Ward No.-29.** Estimated cost: ₹ **3,94,237.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.03.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **20.03.2025 on or after 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **08.03.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/Br-IV/21/25/24-25/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of I.P.S. and concrete passage at Jorabagan Street, Sujendra Seth Lane and other Bustee areas in Ward No.-21.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,98,649.86.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period completion: **45 days.**
(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/Br-IV/21/24/24-25/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee latrine at Laxminarayan Mukherjee Road, Haralal Das Lane and other Bustee areas in Ward No.-21.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,98,036.24.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period completion: **40 days.**
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/037/24-25/BUSTEE
Name of the work: **Repairs to Bustee IPS, concrete and paver block passage at 59A/H/3, M.M. Burman Street, 1, Marcus Sq., 92C, C.R. Avenue and other Bustee places due to upcoming minority festivals in Ward No.-039.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,74,012.09.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **19.03.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The tender will be opened on: **21.03.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.03.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/DCE_PS/IV/28/02/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, renovation of Faiyaz Ahmed Park and Sunflower Park at Canal West Road in Ward No.-28, BR-IV.** Estimated cost: **₹ 4,09,618.26.** Earnest money: ₹ **8,200.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **17.03.2025 - 1 P.M.** The bid forms and other details shall be available on and from **08.03.2025 (10 A.M.).**
(2) NIT No. : KMC/DCE (PS)/IX/74/02/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Daily maintenance of Gardens on either sides of Alipur Road from the Junction of Woodland Hospital to Belvedere Road by deploying labour in Ward No.-74, BR-IX for the period of one year.** Estimated cost: ₹ **4,96,755.88.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2025 - 1 P.M.** The bid forms and other details shall be available on and from **10.03.2025 (10 A.M.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DCE(PS)/IX/76/01/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Deployment of labour for daily maintenance of Kabitirtha Park and two Gardens along Ramkamal Street in Ward No.-76, BR-IX.** Estimated cost: ₹ **1,98,702.35.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2025 - 1 P.M.** The bid forms and other details shall be available on and from **10.03.2025 (10 A.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/53/2024-2025
Name of the work: **Restoration of road to be disturbed by KMC W/S Dept. for laying unfiltered water main at from 132, A.J.C. Bose Road to 26 Fordyce Lane in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,58,540.10.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.03.2025 - 11 A.M.** Date and time of opening of tender: **24.03.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2025 (5 P.M.).**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/52/2024-2025
Name of the work: **Restoration of road to be disturbed by KMC W/S Dept. for laying unfiltered water main at from 26 Fordyce Lane to 6, Serpentine Lane in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,09,294.09.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.03.2025 - 11 A.M.** Date and time of opening of tender: **20.03.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **07.03.2025 (5 P.M.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EE_PS/VII/57/19/24-25 published in this Newspaper on **01.03.2025** (Key No. 1428/24-25) **Park & Squares Department**. The last date and time of submission of bid will be read as **18.03.2025 at 1 P.M.** instead of 08.03.2025 - 1 P.M. (1462/24-25)

ফাইনালের আগে রোহিতের ফিটনেস সম্পর্কে 'বিস্ফোরক' সূর্যকুমার যাদব

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় টি-টোয়েন্ট দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শুভকামনা জানিয়েছেন। আগামী ৯ মার্চ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে মাঠে নামবে ভারত। এই ম্যাচের আগে সূর্যকুমার ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ফিটনেস এবং নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রোহিতের নেতৃত্বে ভারত গত কয়েক বছরে আইসিসি টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে এবং প্রতিটি বড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছে। এই তালিকায় রয়েছে ২০২৩ সালের আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল, ২০২৩ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল, ২০২৪ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপ এবং এখন ২০২৫ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত ভারত অপরাজিত রয়েছে। অন্যদিকে, মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডও ব্যাট ও বলে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। এই ম্যাচটি ২০০০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের একটি রোমাঞ্চকর পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে, যেখানে নিউজিল্যান্ড ভারতকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল। এছাড়াও, ২০১৯ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল এবং ২০২১ সালের ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগও রয়েছে ভারতের সামনে। একটি সাক্ষাৎকারে এএনআই-কে দেওয়া একচেটিয়া বক্তব্যে সূর্যকুমার বলেছেন, ''ভারতীয় দল খুব ভালো খেলছে। যদি তারা এভাবে পারফর্ম করতে থাকে, তাহলে ফাইনালটা আরেকটা সাধারণ ম্যাচের মতোই হবে। আমি চাই দলের ১ নম্বর থেকে ১৫ নম্বর খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফ-সবাই ভালো পারফর্ম করুক।'' তিনি দলের সামগ্রিক সাফল্যের ওপর জোর দিয়ে প্রত্যেকের অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সম্প্রতি রোহিত শর্মার ফিটনেস নিয়ে কিছু বিতর্ক উঠেছে। কংগ্রেসের মুখপাত্র শমা মোহাম্মদ একটি এখন-মুছে ফেলা এক্স পোস্টে রোহিতকে মোটা এবং ভারতের সবচেয়ে অপ্রতিভ অধিনায়ক বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এই সমালোচনার জবাবে সূর্যকুমার রোহিতের নেতৃত্বে ভারতের অর্জনগুলো তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ''একজন অধিনায়ক হিসেবে তিনি আমাদের চারটি আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে নিয়ে গেছেন। এটা দেশের জন্য বড় ব্যাপার। ১৫-২০ বছর ধরে এভাবে খেলা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অসাধারণ। আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি কতটা পরিশ্রম করেন, তিনি সবসময় শীর্ষে থাকেন। আমি তাকে ফাইনালের জন্য শুভকামনা জানাই।'' সূর্যকুমারের এই মন্তব্য রোহিতের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা এবং সমর্থন প্রকাশ করে। রোহিতের নেতৃত্বে ভারত ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে, যেখানে সূর্যকুমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়াও, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে রোহিতের অধিনায়কত্বে তিনি একাধিক আইপিএল শিরোপা জিতেছেন। রোহিত শর্মা যখন ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, তখন থেকে দলটি একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৩ সালের ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও ভারত দুর্দান্ত লড়াই করেছিল। এরপর ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অপরাজিত থেকে ফাইনালে পৌঁছেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে শিরোপা হাতছাড়া হয়। তবে ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে রোহিত ভারতের দীর্ঘদিনের আইসিসি শিরোপার খরা কাটান। এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে আরেকটি শিরোপা ঘরে তুলতে মরিয়া ভারত। সূর্যকুমার ও রোহিতের মধ্যে সম্পর্ক শুধু পেশাদার নয়, ব্যক্তিগত স্তরেও গভীর। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে একসঙ্গে খেলার সময় থেকে তাদের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সূর্যকুমার রোহিতের অধীনে শেষবার ওডিআই খেলেছিলেন। এছাড়াও, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিতের নেতৃত্বে তিনি দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ভারত ও নিউজিল্যান্ড-দুই দলই এই টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। ভারতের ব্যাটিং লাইনআপে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং শুভমান গিলের মতো তারকারা রয়েছেন, যখন বোলিংয়ে জসপ্রিত বুমরাহ এবং রবীন্দ্র জাদেজার মতো খেলোয়াড়রা প্রতিপক্ষের জন্য হুমকি। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের হয়ে কেন উইলিয়ামসন, ডেভন কনওয়ে এবং ট্রেন্ট বোল্টের মতো খেলোয়াড়রা দলকে শক্তিশালী করেছেন। এই ম্যাচটি ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য একটি দুর্দান্ত উপভোগ্য লড়াই হতে চলেছে। সূর্যকুমারের শুভেচ্ছা এবং রোহিতের প্রতি তার আস্থা ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। এখন সবার চোখ ৯ মার্চের দিকে, যখন ভারত শিরোপা জয়ের জন্য মাঠে নামবে।

শ্রেয়স ফিরছেন আবার

বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন বিরাট-রোহিত?

মুম্বই, ৭ মার্চঃ কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে অর্থাৎ পরিশ্রম করলেই সফলতা ধরা দেয়। বিনা পরিশ্রমে কিছুই পাওয়া যায় না। তার প্রমাণ হাতে নাতে পাচ্ছেন ভারতের মিডল অর্ডারের তারকা ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার। গত বছর শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন মুম্বইয়ের তারকা ব্যাটার শ্রেয়স। তিনি এ বার ফিরতে চলেছেন বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে। একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট মারফত জানা গিয়েছে, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং রবীন্দ্র জাডেজা বাদ পড়তে চলেছেন বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি থেকে। বিসিসিআই এই মুহূর্তে চাইছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের রেজাল্ট দেখে কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি ঘোষণা করতে। জানা গিয়েছে, বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী যে ক্রিকেটাররা তিন ফর্ম্যাটে খেলবেন, তাঁরা বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তির এ+ ক্যাটেগরিতে থাকবেন। ফলে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও রবীন্দ্র জাডেজা এই তিন ক্রিকেটারের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি আলাদা হয়ে যেতে পারে। কারণ এই তিন ক্রিকেটার গত বছর টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ওই ফর্ম্যাটকে বিদায় জানিয়েছেন। এ বার দেখার বোর্ডের নতুন কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে কোন ক্যাটেগরিতে পড়েন কোহলি-রোহিতরা। বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে ওয়াপসির পথে শ্রেয়স আইয়ার। তিনি গত বছর ঘরোয়া ক্রিকেটকে প্রাধান্য দেননি। যে কারণে 'অবাধ্য' ক্রিকেটারের তকমা পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে হারাতে হয়েছিল বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি। এরপর অবশ্য তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং দেশের জার্সিতে ভালো পারফর্ম করেছেন। ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন। এ বার তাই ফের বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে তাঁর ফেরার প্রবল সম্ভবনা দেখা দিয়েছে।

অলিম্পিক্সে নামলেই ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা অবসরকালীন ভাতা মিলবে!

নিউ ইয়র্ক, ৭ মার্চঃ একটি অলিম্পিক্স বা প্যারালিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করলেই অবসরকালীন ভাতা হিসাবে মিলবে ২ লাখ ডলার। ভারতের টাকায় যার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৭৪ লাখ। ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিল ইউএস অলিম্পিক্স অ্যান্ড প্যারালিম্পিক্স কমিটি। রোজ স্টিভেন্স নামে জনৈক এক ক্রীড়াপ্রেমী আমেরিকার অলিম্পিক্স সংস্থাকে ১০০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৭৩৮ কোটি টাকা দান করেছেন। অলিম্পিয়ানদের অবসরকালীন ভাতা হিসাবে তাঁর দান ব্যবহারের অনুরোধ করেছেন। স্টিভেন্সের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকার অলিম্পিক সংস্থা। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অন্তত একটি অলিম্পিক্স বা প্যারিলিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা খেলোয়াড়েরা অবসরকালীন ভাতা হিসাবে ২ লাখ ডলার পাবেন। প্রতিটি গেমসের জন্য ২ লাখ ডলার করে দেওয়া হবে। এই অর্থ দেওয়া হবে দু'টি ভাগে। অবসর নেওয়ার পর অবসরকালীন ভাতা হিসাবে তাঁরা চারটি কিস্তিতে ১ লাখ ডলার (প্রায় ৮৬ লাখ ৮৭ হাজার টাকা) পাবেন। মৃত্যুর পর বাকি ১ লাখ ডলার পাবেন তাঁর নিকট আত্মীয়েরা। প্রতিটি অলিম্পিক্স বা প্যারিলিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ২ লাখ ডলার করে পাবেন খেলোয়াড়েরা। কেউ তিনটি অলিম্পিক্স বা প্যারিলিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করলে ৬ লাখ ডলার অবসরকালীন ভাতা পাবেন।

ছেত্রীর প্রত্যাবর্তন আত্মবিশ্বাস বাড়াবে মানোলোর ছেলেদের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ অবসর ভেঙে পুনরায় জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরতে চলেছেন সুনীল ছেত্রী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে প্রকাশ করা হয় সেই তথ্য। যা রীতিমতো চমকে দিয়েছে সকলকে। উল্লেখ্য, গত বছরের জুন মাসে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী। সেবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শক্তিশালী কুয়েতের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে ম্যাচ শেষ করার পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন বিশ্ব ফুটবলের অতি পরিচিত এই মুখ। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটি মাস। তাঁর মধ্যেই ফের ভারতীয় ফুটবল দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে এই তারকা ফুটবলারের। এখন সেই দিকেই নজর রয়েছে দেশের সকল ফুটবলপ্রেমী মানুষদের। হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন। তারপরেই আগামী ১৯ শে মার্চ মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবে ব্লু টাইগার্সরা। তারপর কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়েই আগামী ২৫ শে মার্চ প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে হবে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের প্রথম লেগের ম্যাচ। সেজন্য গতকাল রাতেই ২৬ জন ফুটবলারদের একটি স্কোয়াড ঘোষণা করা হয় আইএফএফ এর তরফে। যেখানে একাধিক নতুন মুখের পাশাপাশি ফরোয়ার্ড লাইনে ঝড় তোলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সুনীল ছেত্রী নাম। যারফলে সব ঠিকঠাক থাকলে এই দুই ম্যাচেই জাতীয় দলের জার্সিতে খেলতে পারেন এই তারকা। তাঁর ফিরে আসা নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন যুক্ত করতে চলেছে ভারতীয় দলকে। সেটিকে কাজে লাগিয়েই ভারতীয় দলের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইবেন মানোলো মার্কুয়েজ। বৃহস্পতিবার রাতে স্কোয়াডে সুনীল ছেত্রীকে রাখার প্রসঙ্গে এই স্প্যানিশ কোচ বলেন, ''এশিয়ান কাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টুর্নামেন্টের গুরুত্ব এবং সামনের ম্যাচগুলির কথা বিবেচনা করে, আমি সুনীল ছেত্রীর সাথে জাতীয় দলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি সম্মত হয়েছেন, এবং তাই আমরা তাঁকে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছি।'' অর্থাৎ সুনীল ছেত্রীকে সামনে রেখেই এবার বাজিমাত করতে চাইছেন মানোলো। বলাবাহুল্য, গত ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ থেকেই ভারতীয় ফুটবল দলের দায়িত্ব সামাল দিয়ে আসছেন মার্কুয়েজ। যার মধ্যে মোট চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি ড্র থাকার পাশাপাশি ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে শক্তিশালী সিরিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছে ব্লু-টাইগার্সরা। যা স্বাভাবিকভাবেই হতাশ করেছিল সকলকে। সেখান থেকেই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই।

এখনও নিখুঁত নয় টিম ইন্ডিয়া, ফাইনালের আগে রোহিতদের তিনটি গলদ তুলে ধরলেন সানি

দুবাই, ৭ মার্চঃ ফাইনালের আগে পুরোপুরি দুর্ভেদ্য নয় টিম ইন্ডিয়ার দুর্গ। রয়েছে উন্নতির অবকাশ, সংশোধনের সুযোগ। টানা সাতটি ওয়ান ডে ম্যাচে জয়, যার মধ্যে চারটে এসেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। তা সত্ত্বেও রোহিতরা নিখুঁত নন। মত প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকারের। এই প্রেক্ষিতে দলের এমনই তিনটি গলদ তুলে ধরেছেন তিনি। যার মধ্যে একটি হচ্ছে ওপেনিং জুটি সংক্রান্ত, অন্যটি বল হাতে ওপেনিং স্পেল নিয়ে। আর তিন নম্বর ত্রুটি মিডল অর্ডারকে ঘিরে। ইতিমধ্যে চাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গ্রুপের লা।ইয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছেন রোহিতরা। সেমিতে অস্ট্রেলিয়াকে পরাস্ত করে বিশ্বকাপের বদলা নেওয়াও শেষ। ফাইনালে সামনে নিউজিল্যান্ড। খেলা দুবাইয়ে। যেখানকার আবহাওয়া ও পিচের চরিত্রের সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে উঠেছে ভারত। তবু বিরাটদের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি নন গাভাসকার। তিনি বলেন, ''যদি আপনি ওপেনারদের দিকে তাকান, তাহলেই বুঝবেন তারা প্রত্যাশামাফিক শুরু করতে পারেনি। এতগুলো ম্যাচের একটিতেও এটা হয়নি। তাই এটা নিঃসন্দেহে বড় ফাঁক। দ্বিতীয়ত, নতুন বলে প্রথম ১০ ওভারেও তেমন আঘাত দিতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। অবশ্যই শুরুতে বিপক্ষের ২ থেকে ৩টি উইকেট ফেলা উচিত। সেটাও হচ্ছে না। তৃতীয়ত, মিডল ওভারে সেভাবে সাফল্য পাচ্ছেন না বোলাররা। রান আটকে দিচ্ছেন, কিন্তু উইকেট পাছে না। তাই ফাইনালের আগে এই জায়গাগুলো সংশোধন করা উচিত। এইসমস্ত ভুল ঠিক করে নিলে ভারতের ফাইনালে জেতার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে।'' গ্রুপের লড়াইয়ে প্রথম দুটি ম্যাচে তিন স্পিনারের ফর্মুলা নিয়ে এগোলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার স্পিনার নিয়ে মাঠে নামেন রোহিতরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও চার স্পিনারই খেলেছিলেন। ফাইনালেও কি একই রণকৌশল বজায় রাখা উচিত? গাভাসকারের ভোট চার স্পিনারে। যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, ''এখন বদলের মানে কী? বরুণ চক্রবর্তী এবং কুলদীপ জায়গা পাওয়ার পর বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কতটা কার্যকরী হতে পারেন। উইকেট নেওয়া বল সেরা ডট বল, ক্রিকেটের যে কোনও ফরম্যাটে এটা সত্যি। ভারতের স্পিনাররা এটাই করছেন। তাই এটা পরিবর্তনের কোনও দরকারই নেই।''

অভব্য আচরনের শাস্তি মুম্বই অধিনায়ক হরমনপ্রীতের

মুম্বই, ৭ মার্চঃ আবার বিতর্কে জড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর। শাস্তিও পেলেন। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হরমনপ্রীত মেজাজ হারিয়ে অভব্যতা করেন প্রতিপক্ষ দলের সোফি একলেস্টোনের সঙ্গে। ভারতীয় মহিলা দলের এই আচরণ ভাল ভাবে নেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। হরমনপ্রীতকে ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হরমনপ্রীতের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মুখোমুখি হয়েছিল ইউপি ওয়ারিয়র্জের। ঘটনাটি ওয়ারিয়র্জের ইনিংসের শেষ ওভারের। মন্থর ওভার রেটের জন্য পেনাল্টি হয় মুম্বইয়ের। আম্পায়ার অজিতেশ আরগাল মুম্বই অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে জানান, ৩০ গজের বৃত্তের বাইরে চার জন ফিল্ডার রাখতে পারবে না। তিন জনকে রাখতে পারবে। আম্পায়ারের কথায় খুশি হননি হরমনপ্রীত। তর্ক জুড়ে দেন তিনি। হরমনপ্রীতের সমর্থনে এগিয়ে আসেন বোলার অ্যামেলিয়া কেরও। ঠিক সেই সময় ২২ গজের নন স্ট্রাইকার প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসেন ওয়ারিয়র্জের একলেস্টোন। তিনি আম্পায়ারের সঙ্গে কথা শুরু করতেই হরমনপ্রীতের মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। হাত নেড়ে আগ্রাসী মেজাজে একলেস্টোনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় উত্তেজিত হরমনপ্রীতকে। যদিও দুই আম্পায়ারের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। হরমনপ্রীতের এমন অভব্য আচরণে বিরক্ত বিসিসিআই কর্তারাও। ভারতের মহিলা দলের অধিনায়ক ডব্লিউপিএলের আদর্শ আচরণবিধির ২.৮ ধারাভঙ্গে অভিযুক্ত হয়েছেন, যা লেভেল ওয়ান পর্যায়ের অপরাধ। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ এবং প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে অভব্য আচরণের জন্য হরমনপ্রীতকে ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা করেছেন ম্যাচ রেফারি।

বৃহস্পতিবার জিএমসি বালাযোগী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ম্যাচে হায়দরাবাদ এফসির বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয়লাভ করে পঞ্জাব এফসি। আইএসএলে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন পঞ্জাবের সিঙ্গামায়ুম শামি। এই জয়ের সাথে সাথে পঞ্জাব এফসি ২৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নবম স্থানে উঠে এসেছে।

২০৩০ বিশ্বকাপে ৬৪ দলকে খেলানোর প্রস্তাব, বিবেচনা করছে ফিফা

জুরিখ, ৭ মার্চঃ ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপ থেকে শুরু হওয়ার পর ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে শেষ হয়েছে ৩২ দলের বিশ্বকাপ অধ্যায়। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে ৪৮ দল। তবে পরের বিশ্বকাপে, অর্থাৎ ২০৩০ সালে বদলে যেতে পারে দলের সংখ্যা। ফিফা এখন বিশ্বকাপের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৪৮ দলের পরিবর্তে ৬৪ দল খেলানোর প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে দেখছে। ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনা এরই মধ্যে জটিলতা তৈরি করেছে। সেবারের বিশ্বকাপ খেলা হবে তিনটি ভিন্ন মহাদেশে। যেখানে মূল আয়োজক হিসেবে আছে স্পেন, পর্তুগাল ও মরোক্কা। আর বিশ্বকাপ আয়োজনের শতবছর পূর্তি উপলক্ষে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে খেলা হবে একটি একটি করে ম্যাচ। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজন করা হয়েছিল উরুগুয়েতে। তবে এসব নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নতুন করে দাবি উঠেছে টুর্নামেন্টে দলসংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ করতে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য টাইমস' জানিয়েছে, উরুগুয়ের ফিফা কাউন্সিল সদস্য ইগানাসিও আলোনসো গত বুধবার ফিফার বৈঠকে এই প্রস্তাব দেন। সেখানে ফুটবল-সংশ্লিষ্ট সিনিয়র ব্যক্তিত্বরা এ নিয়ে শঙ্কার কথাও জানান। তবে ফিফা প্রেসিডেন্ট গিয়ানন্নি ইনফান্তিনো নাকি এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার কথা বলেছেন। ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে অবশ্য আগে থেকেই সমালোচনা ছিল। বলা হচ্ছিল, বিভিন্ন দেশে আয়োজনের কারণে পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। কারণ, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে দলগুলো এবং সমর্থকদের প্রচুর বিমান ভ্রমণ করতে হবে। এই অবস্থায় দলের সংখ্যা যদি আরও বাড়ানো হয়, তবে সেটি পরিবেশের

ওপর নেতিবাচক প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে। এদিকে বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ৬৪ করার প্রস্তাবকে 'পাগলামি' বলেছেন ফুটবল-সংশ্লিষ্ট এক সিনিয়র অফিশিয়াল। তাঁর আশা, 'যত দ্রুত সম্ভব'এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রস্তাব ফিফার কাউন্সিলে উপস্থাপনের ব্যাপারে ভেতর থেকে বেশ উৎসাহই পেয়েছেন আলোনসো। এমনকি অন্য এক সূত্রের দাবি, ইনফান্তিনো আগে থেকে জানতেন, ৬৪ দল নিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব দেবেন আলোনসো। প্রস্তাবিত ৬৪ দলের বিশ্বকাপ নিয়ে একটি বিবৃতিও দিয়েছে ফিফা, '২০৩০ সালে শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ৬৪ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাবটি যাচাই করা হচ্ছে। ৫ মার্চ ফিফা কাউন্সিল মিটিংয়ের শেষ দিকে ফিফার একজন কাউন্সিল সদস্য বিবিধ এজেন্ডার আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ প্রস্তাব দেন। ফিফার দায়িত্ব হচ্ছে কাউন্সিল সদস্যদের যেকোনো প্রস্তাবকে আমলে নিয়ে যাচাই করে দেখা।' এখন দলের সংখ্যা যদি বাড়ানো হয়, তবে সেটি প্রতিযোগিতার বাছাইপর্বকেও জটিল করে তুলতে পারে, যা কিনা অনেক দেশের আয়ের উৎসও বটে। পাশাপাশি এত বেশি দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন মানে বাছাইপর্বের গুরুত্ব তলানিতে নেমে যাওয়া। যার ফলে ভক্ত ও সম্প্রচারকদের কাছেও টুর্নামেন্টের আকর্ষণ অনেকাংশে কমে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রস্তাব অনেক মহলে বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে। যেমনটি এর আগে ৪ বছরের জায়গায় ২ বছর পরপর বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের দেওয়া প্রস্তাবের সময় হয়েছিল। ৪৮ দলের কারণে এরই মধ্যে ৬৪ থেকে ম্যাচ বেড়ে ১০৪-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দলের সংখ্যা বেড়ে যদি ৬৪ হয়, তবে ম্যাচ বেড়ে অন্তত ১২৮ হবে, যা কারিগরি দিকসহ অন্যান্য কাজকে অনেক কঠিন করে তুলবে। এখন সামনের দিনগুলোয় ৬৪ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব কোন দিকে বাঁক নেয়, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

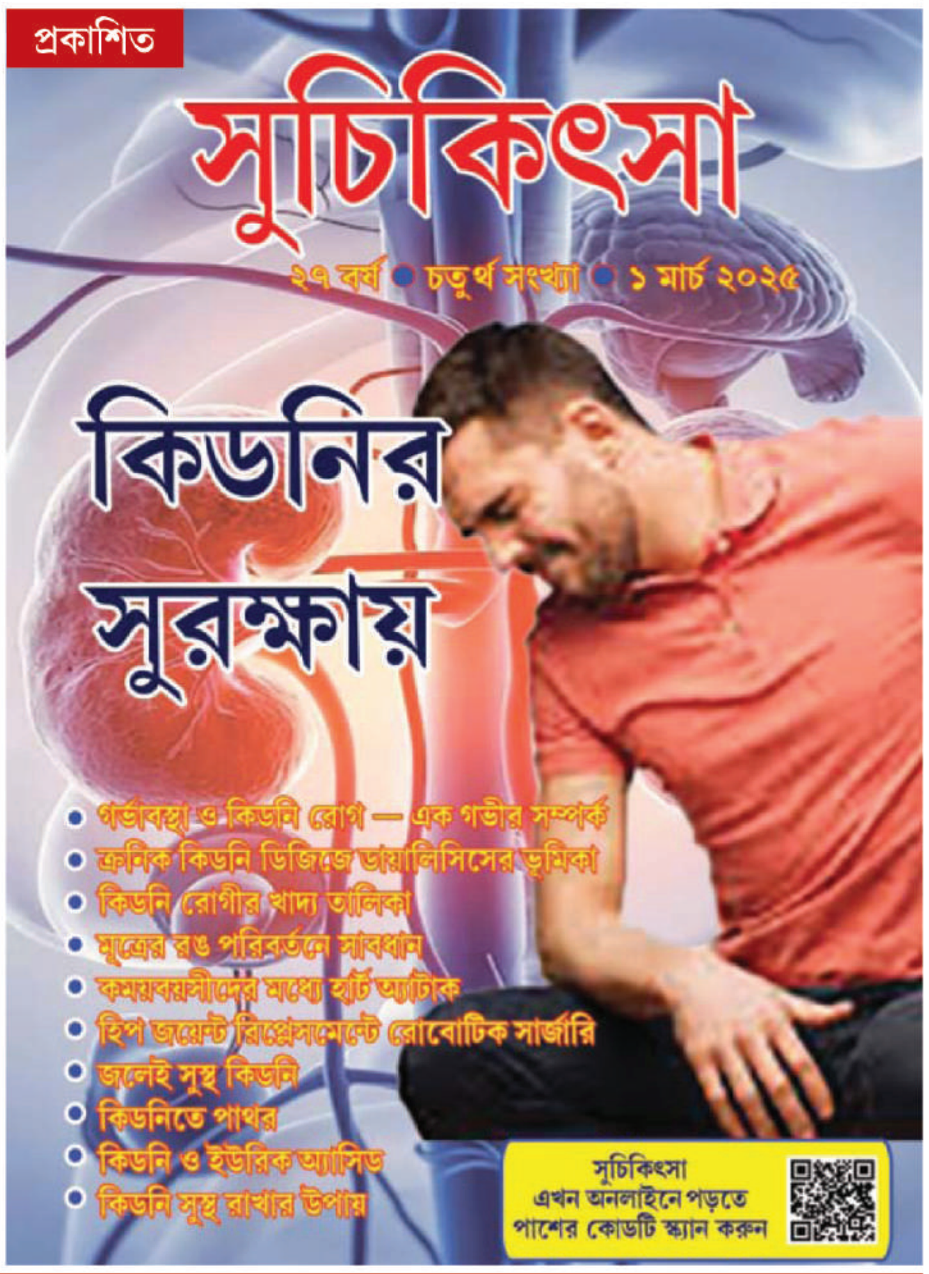

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com